উল্লেখ করিয়াছেন তাহার পুনঃবিচার করিবেন, এবং তাহার দোষ গুণ বিবেচনা করিয়া যেরূপ আদেশ দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন সেইরূপ আদেশ দিবেন। বর্ত্তমান বর্ষের শেষ হইতে ইজারাদারগণের ইজারা ত্যাগ করা স্বেচ্ছাধীন থাকিবে, কিন্তু তাহারা যদি ঐ সময়ের পরে ইজারা রাখে, তাহা হইলে তিন মাস পূর্ব্বে তাহাদিগকে তাহাদের অভিপ্রায় অবগত করাইতে হইবে।

২। আপনি এই বলিয়া ইস্তাহার প্রচার করিবেন যে, কমিসনর সাহেবের ১৮৬৭ সালের এপ্রিল মাসের আদেশ প্রকৃতরূপে উপলব্ধ না হওয়ায়, তাঁহার সায়রাত মহাল দরপত্তনের নিষেধ আজ্ঞা প্রতিপালিত হয় নাই, কিন্তু আগামী বর্ষের প্রারম্ভ হইতে কিম্বা প্রারম্ভের পর হইতে এই আদেশ সম্যকরূপে জারী হইবে, এবং যদি কোন ব্যক্তি সরকার হইতে কোন মাল কিম্বা সায়রাত মহালে পত্তন হইয়া, ঐ মহাল পুনরায় অন্য ব্যক্তিকে দরপত্তন করে, তাহা হইলে ঐ মহালের খাজানা পাইবার জন্য কোন মোকদ্দমা কোন আদালতে গৃহীত হইবে না।

৩। জলকর মহাল সম্বন্ধে বক্তব্য যে, এই সমস্ত সবডিবিজানের কাছারীতে নিলাম হইতে পারিবে বলিয়া এক্ষণে পৃথক ২ রূপে বন্দোবস্ত করিবার অসুবিধা হইবে না বোধ হয়। যে তারিখে নিলাম হইবে তাহার সুটীশ বৎসর শেষ হইবার সম্পূর্ণ তিন মাস পূর্ব্বে সবডিবিজানের কাছারীতে দিতে হইবে, এবং যে স্থলে নিলাম, এবং যে তারিখে নিলাম হইবে, তাহার ইস্তাহার এই সমস্ত জলকরের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে দিতে হইবে; এবং বৎসর শেষ হইবার সম্পূর্ণ এক মাস পূর্ব্বে এই নিলাম হইবে। যদি কোন জলকর নিলামে ডাক না হয় তাহা হইলে তাহা খাসে থাকিবে।

এই সমস্ত নূতন নিয়ম সম্পূর্ণরূপে প্রচার করা সবডিবিজানের কর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য, ইহা আপনি তাহাদিগকে বলিবেন।

রোবকারী কাছারী কমিসনরী বঃ এজলাস শ্রীলশ্রীযুক্ত কর্ণেল উইলিয়ম এগ্নীউ, একটিং কমিসনার সাহেব বাহাদুর, রাজ্য কোচবিহার, ১৮৬৬, ৯ই জুলাই। মোঃ ১২৭৩ সন, ২৭এ আষাঢ়।

আপীলান্ট	রেস্পণ্ডেণ্ট	মোকদ্দমা সিয়ালদহ
দিননাথ কারজী	কালীপ্রসাদ দাস	মধ্যগত হাট ভঙ্গ
সাং সিয়ালদহ	তরফ মহেশচন্দ্র বিদ্যানন্দ মোকাম বেহার।	করাদি।

অদ্য এই মোকদ্দমার কাগজাত প্রণিধানে বিদিত হইল যে, উপরুক্ত হাট দিওয়ানবশ হইতে ভঙ্গ করার হুকুমের অসম্মতিতে এই আপীল উপস্থিত হইয়াছে।

দরখাস্তকারী আপত্তি করে যে, অন্য বারে তাহার ঐ হাট হইলে অন্য হাটের হানি হইবে না, ইহা গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না, অবশ্য তাহাতে ক্ষতি হওয়ার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, বিশেষতঃ হুজুরের বিনা হুকুমে নুতন হাট বেসবস্ত না হওয়ার হুকুম আছে; অতএব হুকুম হইল যে, এই আপীল না মঞ্জুর; আগতেও দেওয়ান জীউ মহাশয়ের লিখিত কোন হুকুম ব্যতীত কোন হাট না হয় ইতি।

শ্রীযুত দেওয়ান নীলকমল সান্যাল

মহাশয়

আপনকার গত ১২ই আশ্বিনের কৈফিয়ত আরজি আদি মোলাহেজায় সরকারী খাস মহালের অন্তর্গত মহাল পদ্মকাষ্ঠ ও চন্দন খুরির জমা ও তাহার অন্যান্য হালত বেওরা অবগত হইয়া ঐ কুৎসিত উভয় মহালের রাজস্ব রাজাকে গ্রহণ করা নিতান্ত নিন্দাস্কর বোধে ঐ মহাল দ্বয় সন হাল হইতে বরখাস্ত করিয়া আপনাকে অত্র পরওয়ানা দ্বারায় আদেশ করা যায় উক্ত মহালের জমা ও সেহানাম তেরিজে সন হাল হইতে খারিজ দিয়া নিজবেহারস্থ সর্ব্বসাধারণকে সতর্ক করিয়া দিবেন

যে, আয়েন্দা হইতে এই উভয় মহালের খাজানা ও রাজস্ব কাহার নিকট কেহ না লয় ও কাহারে কেহ না দেয়। ইতি সন ১৮৬৪ সন, ইংরেজী ২৮এ সেপ্টেম্বর। মোং সন ১২৭১ সন, ১৩ই আশ্বিন।

চতুর্থ অধ্যায়।—ভূম্যাধিকারীগণের প্রাপ্য কর সম্বন্ধে আইন।

১৫৩৪ নং, কলিকাতা, তারিখ ১২ই জুন ১৮৭৩ সাল।

বেঙ্গল গভর্ণমেন্টের সেক্রেটরী, এচ, এল, ডেম্পিয়ার সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহার বিভাগের একটীং কমিসনর সাহেবের বরাবর।

আপনার ১৮৭৩ সালের ২৪এ এপ্রেল তারিখের ১৪০২ নং পত্র, এবং তন্মধ্যস্থিত পত্র সমুহ প্রাপ্তি স্বীকার করিবার জন্য এবং তদুত্তরে এই কথা বলিবার জন্য আমার প্রতি আদেশ হইয়াছে যে, যদি জোতদারের অধীনস্থ প্রত্যেক স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা, এবং প্রত্যেক রাইয়তকে তাহাদের অধিকৃত ভূমির পরিমাণ, ঐ অধিকারের আনুসঙ্গিক অবস্থা, এবং তাহাদের দেয় রাজস্ব প্রদর্শন করিয়া তেরিজের মস্তখোপ নকল দেওয়া হয়, এবং চূড়ান্ত বন্দোবস্তের কাগজে সরেওয়ার কৈফিয়ৎ দ্বারা এই সমস্ত বিষয় প্রতিপোষণ করা হয়, তাহা হইলেই যথেষ্ট স্বত্ব রক্ষার উপায় করা হইল।

২। লেফটেনেন্ট গভর্ণর আদেশ করিতেছেন যে, চুকানিদারের জমাবন্দিতে যাহা লিখিত থাকে, তদনুরূপ আচরণের জন্য জোতদারদিগকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত, জোতদারদিগকে যে পাট্টা প্রদত্ত হয়, তাহাতে একটি দফা নিবেশ করিতে হইবে, এবং জোতদারেরা চুকানিদারদিগকে যে পাট্টা দেয় তাহাতেও দরচুকানিদার এবং রাইয়তদের সামুকূলে ঐরূপ সর্ত্ত নিবেশ করিবার জন্য জোতদারদিগকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আর একটি দফা নিবেশ করিতে হইবে।

২০৮৩ নং, জলপাইগুড়ী, তারিখ ২৫এ জুন ১৮৭৩ সাল।

কুচবিহার বিভাগের কমিশনর সাহেবের পারসনেল আসিষ্টাণ্ট, বাবু দীননাথ মুখোপাধ্যায়ের মেমো।

অবগতির জন্য এবং এইরূপ আচরণের জন্য, এবং বেকেট সাহেবের বিগত ৭ই এপ্রিল তারিখের ৬৯১ নং পত্র সম্বন্ধে যে নিয়ম অবধারিত হইয়াছিল, বেকেট সাহেব কর্ত্তৃক ঐ নিয়ম প্রতিপালিত হইবার নিমিত্ত, বেকেট সাহেবকে অবগত করাইবার জন্য, কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের নিকট নকল প্রেরিত হইল।

---

* রোবকারী কাছারি ডিপুটী কমিসনরী বৈঠক শ্রীযুক্ত ডবলিউ, এইচ, জে, ল্যাম্, একটিং ডিপুটী কমিসনর সাহেব বাহাদুর, রাজ্য কোচবিহার, সন ১৮৬৯, ৭ জুন। মোং সন ১২৭৬, ২৬ আষাঢ়।

দৃষ্ট হয় যে মালিকে জমীনের দস্তা ডৌলের নকল (যাহা পাট্টার পরিবর্ত্তে আদান প্রদান হইয়া থাকে) ও খাজানার হিসাবের নকলে মালিকে জমীন কেবল নকল মোতাবেক আসল লিখিয়া দেয় কিন্তু ঐ স্থানে কোন নাম দস্তখত করে না। অনেক মোকদ্দমায় প্রকাশ যে ঐ বিষয় লইয়া নানারূপ তর্ক হইয়া থাকে। যেহেতু ঐ কাগজ যদিও এখানকার প্রচলিত নিয়মানুযায়ী রাইয়তের খাজানা আদায় ও পত্তন সম্বন্ধের এক দলিল, কিন্তু তাহাতে কেবল এক নকল মোতাবেক আসল মাত্র লিখা থাকায় কেহর দস্তখত না থাকাতে ঐ দলীল প্রমাণ স্বরূপে গণ্য করা* ও তাহার যথার্থ সাবুদ হওয়া পক্ষে নানা গোলযোগ হইয়া থাকে, সুতরাং কেবল নকল মোতাবেক আসল না লিখিয়া ভবিষ্যতে তন্নিম্নে ঐ কথা লিখক ব্যক্তির দস্তখত হওয়ার নিয়ম হইলে দলিল অবশ্য প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করার এক উপায় হইতে পারে। অতএব পূর্ব্ব রীতি পরিবর্ত্তে ডৌল ও হিসাবের উপর নকল মোতাবেক আসল লিখিয়া তন্নিম্নে নাম

* দ্রষ্টব্য।—এই প্রস্তাব কমিসনর সাহেবের কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইয়াছিল।

মত্তখতের নিয়ম প্রচার করা উচিত বিবেচনায় ঐ বিষয়ের ইস্তাহার মঞ্জুরি জন্য শ্রীলশ্রীযুক্ত কমিসনর সাহেব বাহাদুরের হুজুরে পাঠান আবশ্যকে

হুকুম হইল যে—

প্রস্তুতি ইস্তাহার মঞ্জুরি মানসে এই রোবকারীর এক নকল সহ শ্রীলশ্রীযুক্ত কমিসনর সাহেব বাহাদুরের হুজুরে পাঠান যায় আর ইহাতে প্রকাশ থাকে যে সরকার হইতে এরূপ কখনহ লিখা হয় না ইতি।

---

৬১৫ নং, জলপাইগুড়ী, তারিখ ১১ই এপ্রিল ১৮৭২ সাল।

কুচবিহার বিভাগের কমিসনর, কর্ণেল জে, সি, হটন, সি, এস্, আই, সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের বন্দোবস্ত বিভাগের আসিষ্টাণ্ট কমিসনর সাহেবের বরাবর।

আপনার বিগত মাসের ২৮এ তারিখের ৩০৩ নং পত্রের উত্তরে আপনি যে ইস্তাহার* প্রচারের প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা মঞ্জুর করিলাম।

*ইস্তাহার নিম্নে লিখিত হইল।

২। জোতদারগণের স্বত্ব সম্বন্ধে সংশয় ভঞ্জনার্থ আমি একটি পরিচ্ছেদ যোগ করিয়াছি। এই পরিচ্ছেদ যোগ না করিলে এই সংশয় থাকিত।

ইস্তাহার নামা কাছারী ডিপুটী কমিসনরী, রাজ্য কুচবিহার, ইং ১৮৭২ সাল মার্চ।

প্রকাশ যে অত্র রাজ্যে বন্দোবস্ত অনুযায়ী যদ্যপি ইচ্ছা পূর্ব্বক চুকানিদারেরা কবুলীয়ত না দেয় তবে তাহাদের নামে নালীশ করিতে হইলে নিয়মমত প্রথমতঃ কবুলীয়ত পাওয়ার ও তাহা নিষ্পত্তি হইলে খাজানা বাকীর নালীশ করাতে রাজস্ব পাওয়ায় সমূহ কাল গৌণ হইয়া থাকে। মতে সদর রাজস্ব দেওয়াতে কষ্টকর হওয়াদি একটি আপত্তি জোতদারগণ উত্থাপন করিয়াছে।

যেহেতু হাল বন্দোবস্তে জোতদারের নিমিত্ত যে নিরীখ অবধারিত হইয়াছে ঐ নিরীখানুসারে যে জমা হয়, তাহার উপর শতকরা ২৫ টাকা হারে মুনাকা চুকানিদারের স্থানে পাওয়ার নিয়ম ধার্য্য হইয়াছে, এবং প্রত্যেক জোতদারের নীচের চুকানিদারের দখলি জমীন ও জরিপে অবধারিত হইতেছে সুতরাং এই বন্দোবস্তানুসারে যাহাদের বৃদ্ধি হারে চুকানিদারের নিকট কবুলীয়ত পাওয়ার আবশ্যক হয়, তাহাদের ঐ বিষয় অর্থাৎ কবুলীয়ত পাওয়ার নিমিত্ত আর নালীশ করা অনাবশ্যক বিবেচনায়, সর্ব্বসাধারণের অবগত জন্য নিম্নের লিখিত হুকুম প্রচার করা যাইতেছে।

১। জোতদারগণ চুকানিদারের নামে যেস্থলে জমার করারদাদ হয় নাই সেস্থলে প্রথমতঃ কবুলীয়ত পাওয়ার নালীশ না করিলে যে বাকী খাজানার নালীশ করিতে পারিত না ঐ নিয়ম রহিতে এতদ্দ্বারা আদেশ হইতেছে যে, যে সকল জোতদারেরা জোত নূতন নিয়মে বন্দোবস্ত হইয়া পাট্টা প্রাপ্ত হইয়াছে, ঐ সকল জোতের চুকানিদার-দিগের নামে বৃদ্ধি হারে কবুলীয়ত পাওয়ার আর নালীশ না করিয়া, জরিপী চিঠা বমজিম জমার নিমিত্ত একেবারে মঞ্জুরি নিরীখের উপর শতকরা ২৫ টাকা হারে মুনাকা ধরিয়া, খাজানা বাকীর নালীশ জোত-দারেরা করিতে পারিবেক ও আদালত তৎসূত্রে বিচার করিবেন, তাহাতে ঐ জমা কবুল না করার কোন আপত্তি গ্রাহ্য হইবেক না।

২। উপরি উক্ত হুকুম মত কার্য্য করার ও স্বীয়২ আপীসে এক২ নকল লটকাইয়া দেওয়ার কারণ এই ইস্তাহারের এক এক নকল মালকাছারী ও দেওয়ানী ও ফৌজদারী ও পুলিশ আপীসে প্রেরণ হয়। শ্রীযুত দেওয়ানজি মহাশয় রীতিমত মপঃস্বল প্রচার করিয়া স্বীয় সাহায্যকারীদিগকে এক এক নকল দেন এবং নাজীর ঢোলাদি দ্বারা সহরে প্রচার করিয়া এক নকল অত্র আদালত ঘরে লটকাইয়া দেয় ইতি।

ইহা স্পষ্টরূপ বুঝিতে হইবে যে, এই হুকুমে কোন চুকানিদারকে তাহার বর্ত্তমান খাজানা হইতে কমি খাজানা হওয়ার কোন স্বত্ব প্রদান করা গেল না, এবং কোন নূতন চুকানি দিতে হইলে চুকানিদারের সহিত স্বেচ্ছানুযায়ী স্বত্বে বন্দোবস্ত করা সম্বন্ধে জোতদারের যে স্বত্ব আছে, সে স্বত্বের সহিত স্বেচ্ছানুযায়ী স্বত্বে বন্দোবস্ত করা সম্বন্ধে জোত-দারের যে স্বত্ব আছে, সে স্বত্বের সহিত উপরোক্ত হুকুমের সংস্রব নাই।

কুচবিহার বিভাগের কমিসনর সাহেবের বরাবর, বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর ১৮৭২ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখের ১৫২টী নং পত্র হইতে উদ্ধৃত।

* * * * * *

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—যে আধিয়ারগণের রাইয়ত কিম্বা অন্য প্রজা অপেক্ষা কৃষী চাকরের সহিত অধিক সাদৃশ্য থাকা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা-দের সম্বন্ধে লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর দৃষ্টি করিতেছেন যে, তাহারা জোতদার অথবা চুকানিদার অথবা দরচুকানিদারের জন্য ভুমি আবাদ করে, এবং শস্য দ্বারা রাজস্ব প্রদান করিয়া থাকে, এবং তাহাদের ভূম্যাধিকারী-গণের ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করে, এবং তাহাদের ভুমিতে দখলী স্বত্ব না থাকা বলিয়া উক্ত হয়। মহামান্য লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর অবগত আছেন যে, গভর্ণমেণ্টের পার্শ্বের লিখিত আদেশ অনুসারে যে সমস্ত রাইয়ত কিম্বা চাষী প্রজাকে ঐ আদেশে দরচুকানিদার এবং আধিয়ার বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাদের স্বত্ব কোন প্রকারে গ্রাহ্য কিম্বা লিপি বদ্ধ হইবে না, কিন্তু তিনি বিবেচনা করেন যে, আধিয়ারেরা স্বত্ব অর্জ্জন করিতে পারিবে আধিয়ারদিগকে এরূপ রাইয়ত স্বীকার করা বাঞ্ছনীয়। আধিয়ারদিগকে দখলি স্বত্ব বিশিষ্ট প্রজা বলিয়া রেজেষ্টরী না করিয়া ওয়াজেবুরুজে অথবা গ্রামীক আইন ও রীতির তালিকায় এই মর্ম্মে এক দফা সন্নিবেশ করিতে হইবে যে, যে আধিয়ার ক্রমাগত ১২ বৎসর কাল নিজের হাল দ্বারা আবাদ করিবে, সে তাহার ভুমিতে দখলী স্বত্ব প্রাপ্ত হইবে। গ্রামে২ আধিয়ারেরা

২৮৪১ নং তারিখ ২৫এ জুন ১৮৬৭।

যে নিরীখে, (অর্থাৎ যে পরিমাণে শস্য) দিতে বাধ্য তাহা লিপি বদ্ধ করিতে হইবে। লেফ্‌টেনেন্ট গভর্ণর আরও আমাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতে আদেশ করেন যে, ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের প্রধান প্রধান নিয়মানুসারে কুচবিহারের কার্য্য করিতে হইবে।

---

১০৯ নং

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর, টি, স্মিথ্‌, সাহেবের মেমো।

এইরূপ আচরণের জন্য দেওয়ানের নিকট নকল প্রেরিত হইল।

দ্রষ্টব্য।—বন্দোবস্তের বিষয় যে অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে, এবং বন্দোবস্তের সময়ে যে নিয়ম প্রচারিত হইয়াছে, তাহাতে কুচবিহারের স্বত্ব বিশেষ প্রকারের বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং এই স্বত্ব বিশেষ প্রকারের বলিয়া এখানে ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের এবং বঙ্গ সভার ১৮৬২ সালে ৬ আইনের সমস্ত বিধান অবলম্বিত হইতে পারে না।

চিরস্থায়ী স্বত্ব ইত্যাদি যাহা বঙ্গ দেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে ধারা সকল স্পষ্টতই কুচবিহারে প্রয়োগ হইতে পারে না। আমাদের নিজের তামাদীর আইন আছে এবং এই আইন খাজানা বাকীর মোকদ্দমায় প্রয়োগ হয়, সুতরাং উল্লিখিত আইন দ্বয়ে যে তামাদী সম্বন্ধে বিশেষ২ ধারা আছে তাহা এখানে প্রয়োগ হয় না। এই আইন দ্বয়ের অন্যান্য ধারানুসারে যতদূর হইতে পারে কার্য্য হইয়া থাকে।

শ্রীশ্রীমহারাজার হুকুম।

ইস্তাহার নামা এলাকে রাজসভা, কর সংগ্রহ মহাবিচারালয়, মোতালকে নিজ বেহার, সন ৩৫৩ শকাব্দ মোতাবেক সন ১২৬৯, তারিখ ৯ই ফাল্গুণ।

অদ্যকার লিখিত বিধানাজ্ঞার মর্ম্মমত এই ঘোষণাপত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণজনগণকে জ্ঞাপন করান যাইতেছে যে, সরকার সম্বন্ধীয় মাল যাহাতে যে সকল ব্যক্তি রাজস্ব আদায় করিয়া থাকে, তাহারা ঐ টাকার নিদর্শন গ্রহণে বিশেষ প্রযত্নিক না হওয়া, ও গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে ও ঐ ঐ কাছারীর আমলাগণ ঐ টাকার নিদর্শন দেওয়ার প্রতি বিশেষ মনোযোগী না হওয়ায় ওয়াশিলী টাকার নিদর্শন দেওয়ার প্রথা রহিতের ন্যায় হওয়াতে বহু লোকের ক্ষতির সম্ভাবনা এবং সরকারের সম্বন্ধেও সেরেস্তার অনেক গোলযোগ হওয়া দৃষ্ট হইতেছে, যদ্যপিও

এখাকার দাঁড়া ক্রমে মহাজনের খাতার খাজানার চালান নিশানি করিয়া, তাহা এক বিশিষ্ট নিদর্শন জ্ঞানে প্রজাবর্গ অন্য নিদর্শন গ্রহণে সচেষ্টিত হয় না, কিন্তু তাহাতেও অনেক প্রকার গোলযোগ হইতেছে, কেননা এখাকার রীত্যনুসারে সাল আখেরিতে যে হিসাব পরিষ্কার করিবার নিয়ম আছে, তাহাতে ওয়াশিলের নিদর্শন আবশ্যক করে, কিন্তু তৎকালে মহাজনের ঐ খাতা সরকারে কি অন্য কোন মালিকে জমীনের নিকট উপস্থিত করার ক্ষমতা রাখে না, অপিচ মহাজনের ঐ খাতা কোন রূপে বিনষ্ট হইলে ওয়াশিলী টাকা দ্বিতীয় বার তলব হইলেও ওয়াশিলের নিদর্শন ভিন্ন ঐ টাকা হইতে মুক্ত পাওয়ার সম্ভব থাকে না, অতএব এতাবৎ হেতুবাদে কর সংগ্রহ মহাবিচারালয়, শ্রীশ্রীহুজুর ও উভয় সভ্যের সম্মতি ক্রমে এ বিষয় এই বিধান নির্দ্দিষ্ট করিলেন।

১ ধারা—হুকুম হইল যে, অদ্যকার তারিখ হইতে সরকার সম্বন্ধীয় কারপরদাজগণকে বিশেষ সতর্ক ও সচকিত করা যাইতেছে যে, তাহাদের নিকট যৎকালে যে প্রজা আপন শীরের রাজস্ব দাখিল করিবেক, ঐ টাকার নিদর্শন অর্থাৎ দাখিলা যাহা পূর্ব্ব হইতে দেওয়ার নিয়ম ছিল তদনুসারে ঐ প্রজাকে দেয়, নচেৎ ঐ বিষয় বিহিত দণ্ডের যোগ্য হইবেক।

১ প্রকরণ।—সরকার সম্বন্ধীয় কোন কাছারীতে যখন টাকা দাখিল করিবেক, তাহা সরকারের পক্ষে খাজাঞ্চি কি অন্য কারপরদাজ, যে কাছারীতে, যাহার ঐ টাকা লওয়ার নিয়ম আছে, সে তৎক্ষণাৎ ঐ কাছারীর কার্য্যকারকের নিশানি কি দস্তখত যুক্তে, যে কাছারীতে, যেরূপে দেওয়ার নিয়ম আছে তদনুসারে দেয়। সে যদ্যপি না দেয়, তবে ঐ কার্য্যকারকের নিকট জ্ঞাত করায়, ঐ কার্য্যকারকের উচিত যে, ঐ আমলাকে উপযুক্ত দণ্ড করিয়া তৎক্ষণাৎ দাখিলা দেওয়ায়।

২ প্রকরণ।—সরকারী কার্য্যকারক ও সর্ব্বসাধারণজনগণকে বিশেষ সতর্ক করান যাইতেছে যে, ওয়াশিলী টাকার দাখিলা ভিন্ন অন্য

নিদর্শন অর্থাৎ পরথাই কি নকল চালান কেহ কাহাকে না দেয়, যদ্যপি দেয়, তবে দাখিলা না দেওয়া সম্বন্ধে যেরূপ দণ্ডনীয় হইবেক ইহাতেও সেইরূপ দণ্ড হইবেক।

২ধারা।—এইরূপ জোতদার ও তালুকদার ও ইজারদার ও দর-ইজারদার ইত্যাদি সর্ব্বসাধারণজনকে সতর্ক করা যাইতেছে যে, যাহার নিকট যে রাজস্ব আদায় করে, ঐ টাকা প্রাপ্ত মাত্র তাহার দাখিলা দেয়, নচেৎ এবিষয় আদালত দাখিলা না দেওয়া টাকার [illegible] দণ্ড করিয়া বাদীকে দেওয়াইবেন।

১ প্রকরণ।—বাকী খাজানার মোকদ্দমায় আদালত [illegible]শিলী টাকার দাখিলা ভিন্ন অন্য কোন নিদর্শন গ্রাহ্য করিবে না।

৩ ধারা।—এই বিধান জারীর পূর্ব্বের মোকদ্দমায় ঐ বিধান খাটিবেক না।

শ্রীশ্রীমহারাজার হুকুম।

বিধানাজ্ঞা, এলাকে রাজসভা, কর সংগ্রহ মহাবিচারালয়, মোতালকে নিজ[illegible]ার, সন ৩৫১ শকা। মোতাবেক সন ১২৬৭ সন, তারিখ ২৫এ ফাল্গুণ।

এ রাজকীর জোতদারদিগের অধীন চুকানি ও সর্ব্বপ্রকার [illegible]ও রাইয়তী স্বত্ব ক্রয় বিক্রয় রহিত করা প্রসঙ্গে অপর আদালতের [illegible]চারক গত ২৪এ মাঘ তারিখে আরজী দ্বারায় রাজসভাতে প[illegible]প্ত করিয়াছে যে, অত্রস্থ সদর আমীন উক্ত বিষয়ে এইরূপ অভিপ্রায়ে দেওয়ানী আদালতে ব্যক্ত করে যে, এরাজ্যের অবস্থানুসারে চুকানি ও দরচুকানি ও জোতদারের অধীন সর্ব্বপ্রকার পেটাও রাইয়তী স্বত্ব ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবহার রহিত না হইলে প্রজাদিগের চিরমঙ্গলের নিরুপায় হয়, কেননা অনেক ব্যক্তি আপন অংশীকে নৈরাশ করার মানসে কিম্বা অন্য কোন মতলব সাধন নিমিত্ত, বলবান কোন লোকের নিকট ঐরূপ চুকানি ইত্যাদি স্বত্ব লাগানী রকমের বিক্রী করিয়া, পুনরায় ঐ ভুমির পাট্টা লইয়া নানা গোলযোগ উপস্থিত করে, পরি-

শেষে ঐ বিক্রেতাও তাহাতে নৈরাশ হয়। এইরূপ এদেশের অবোধ প্রজাগণ ক্রমে ভূমির মালিকি স্বত্ব হইতে রহিত হইয়া, অধিকাংশ লোক মজুরের ন্যায় হইয়াছে, এ বিধায় ঐ ব্যবহার নিবারণ করা উচিত বোধ করিয়াছে, এবং সদর আদালতের ঐ রায়ের সহিত দেওয়ানী আদালত ও অপর আদালত ঐক্য ও সম্মত হইয়াছে, কিন্তু ঐ প্রকার স্বত্বের ভূমি ক্রয় বিক্রয়ের নিয়ম এককালীন নিবারণ করা রাজসভার শ্রেয় বোধ না হইয়া উক্ত বিষয়ে হুজুর এজলাশে এই বিধান নির্দ্দিষ্ট হইল যে, জোতদারের অধীন চুকানি ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার পেটাও রাইয়তী স্বত্বের মালগুজারির ভূমি মালিকে জমীনের গ্রাহ্য মঞ্জুরি ব্যতীরেকে ক্রয় বিক্রয় হইতে পারিবেক না, এবং যে ব্যক্তি ঐ চুকানি ইত্যাদি পেটাও রাইয়তী স্বত্বের ভূমি বিক্রয় করিবেক, ঐ ভূমিতে উক্ত বিক্রেতা স্বনামে কি বিনামীতে পুনরায় পত্তন হইতে পারিবেক না, যদি পত্তন হয় ও ক্রেতাব্যক্তি বিক্রেতাকে কোন রকমে পত্তন করে, তবে ঐ পত্তন আদালতের গ্রাহ্য যোগ্য হইবেক না, আর এই হুকুমানুরূপ আচরণ নিমিত্ত প্রত্যেক আপীলে এই নিয়ম পত্রীর এক এক খণ্ড নিয়মাবলী জারীর নিয়মানুসারে প্রেরণ করা যায় ও সর্ব্বসাধারণ লোকের জ্ঞাপনার্থে ইশ্তাহার জারী হয় ইতি।

শ্রীশ্রীমহারাজার হুকুম।

কর্য্যকর্ত্তা অপর আদালত এলাকে রাজসভা, উত্তমার্থ মহাবিচারালয়, মোতালকে নিজবিহার, সমাচার বিশেষ; যেহেতু আকছর কাগজ পত্র দৃষ্টে বিদিত হইল যে, এ রাজকীয় মোতালকের রাইয়তেরা আপন রাইয়তী জোতের স্বত্ব একরার এস্তাকার দ্বারায় অন্যের প্রতি অর্পণ করিতেছে, এবং ঐ উপলক্ষে কেহবা কোন আদালতে পরাজিত হইয়া ও কোন ব্যক্তি বা দখিলকার না থাকিয়া ও কাহারও বা স্বত্ব না থাকায় জোত ঐরূপ একরার এস্তাকা দ্বারায় অন্যকে ছাড়িয়া দিয়া ঐ

সকল জোত গৃহীতার সহায়তায় বেদখলী জোত দখল করে ও তাহাতে নানা মত বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইতেছে, অতএব আগামী ইহা সংশোধন করা আবশ্যক হইয়া, এই নিয়ম অবধারিত করা যাই-তেছে যে, অদ্যকার তারিখ হইতে যে কেহ উপরোক্ত প্রকরণের বেদখলী জোতাদি একরার এস্তাকা দ্বারায় অন্যকে ছাড়িয়া দেয় এবং যাহার যাহার আপন দখল ভোগের জোত হস্তান্তর করার ও যে কেহ লওয়ার বাঞ্ছা করে, রীতিমত তাহার কওয়ালাদি লিখিত পড়িত করিয়া আদালতে রেজেষ্টরী করন পূর্ব্বক আদান প্রদান করে নতুবা একরার এস্তাকা দ্বারার জোত ছাড়িয়া দিলে কি বিক্রী করিলে ঐ একরারে অসিদ্ধ ও অগ্রাহ্য হইবেক, এবিষয় ইস্তাহার জারী করিয়া তোমার জ্ঞাপনার্থ তদনুরূপ একখণ্ড এই ওয়াক্কার জরিয়ায় প্রেরণ করিয়া হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে, উপরের লিখিত হুকুমের প্রতি বিশেষ রূপ দৃষ্টি রাখিয়া কর্ম্ম করিবা ও প্রেরিত ইস্তাহার তোমার কাছারীতে আরেজান পূর্ব্বক হুকুম তামিলের এতালা করিবা ইতি। সন ৩৪৪ শকা, তারিখ ৩০এ জৈষ্ঠ।

রোবকারী কাছারী মাল মোতালকে নিজবিহার, দিওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু কালীকাদাস দত্ত, রায় বাহাদুর, ৩৬৪ শকা। মোতাবেক ১২৮০ সন, ৭ই কার্ত্তিক ১৮৭৩। ইং ২১এ অক্টোবর।

বাদী। সরকারের পক্ষে রতীদেব দ্বারবক্সী।	বং ধনেশ্বর দাস, সাং সানখার	মোকদ্দমা সাবেক জাগীরদার পত্তনদারকে উচ্ছেদ পূর্ব্বক নূতন জাগীরদারকে দখল দেওয়ার প্রার্থনা।

এই মোকদ্দমা উপলক্ষে এপক্ষ জানিতে পারেন যে, কোন কোন জাগীরদার আপন আপন জাগীর ভূমিতে নানা প্রকার অধীন স্বত্ব সৃজন করে, ও ঐ অধীন স্বত্বধারী ব্যক্তিরা জাগীরদারের স্বত্ব কোন কারণে নষ্ট হইলে পরেও আপন আপন দাবী প্রবল করার চেষ্টা পাওয়ায়

আসল জাগীরের মূল্য কমিয়া যায়, এবং নূতন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করাও কঠিন হইয়া পড়ে। জাগীর ভূমি জাগীরদারদিগের পৈতৃকী নিষ্কর সম্পত্তির সমতুল্য নহে, যে সে ইচ্ছামত স্বত্ব সৃজন করিতে পারে। যতদিন সে সরকারী কার্য্য করিবে ততদিন বেতনের পরিবর্ত্তে আপন জাগীর ভূমি অধিকার করিবার ক্ষমতা রাখে মাত্র। এই সকল অবস্থা এপক্ষ বিগত ১৭ই অক্টোবর দিবসীয় ২৮৯ নং পত্রের দ্বারা শ্রীলশ্রীযুক্ত ডিপুটী কমিসনর সাহেব বাহাদুরকে জ্ঞাত করাইয়া এই প্রস্তাব করেন যে, জাগীরদারগণ ভবিষ্যতে উপরের লিখিতমত স্বত্ব সৃজন করিতে না পারার বিষয় এক ইস্তাহার জারী করিলে ভাল হয়, এবং ঐ ইস্তাহারে ইহাও লিখিতে হইবে যে, কোন জাগীর দারের প্রদত্ত বন্ধক পত্র বা পাট্টা কি ঐ প্রকারের অন্য কোন দলিল দ্বারা নূতন কোন জাগীরদার বাধ্য হইবে না এবং এই আদেশ পূর্ব্বকৃত কার্য্যের সম্বন্ধেও খাটিবে।

শ্রীলশ্রীযুক্ত ডিপুটী কমিসনর সাহেব বাহাদুর, ১৮ই অক্টোবর দিবসীয় ৩৫২ নং মিমো দ্বারা এপক্ষের মতে ঐক্য হইয়া এই অভিপ্রায় অভিব্যক্ত করিয়াছেন যে, এপক্ষের মতের শুদ্ধতা সম্বন্ধে কোন সংশয় হইতে পারে না, এবং জাগীরদারেরা তাহাদের নিজের প্রদত্ত বন্ধকপত্র ও পাট্টাদি দ্বারা তাহাদের ভবিষ্যত স্থানাভিষিক্তকে বাধ্য করিতে ক্ষমবান হইবে না, এবং এপক্ষের প্রস্তাব অনুসারে ইস্তাহার করনের ও অনুমতি উপরোক্ত শ্রীলশ্রীযুত করিয়াছেন অতএব আজ্ঞা হইল যে:—

এই রোবকারীর অনুলিপি এক২ খণ্ড পরওয়ানা ও পত্রের দ্বারা দ্বারবক্সী ও শ্রীযুত দ্বারমোক্তার বাবুর নিকটে এই মর্ম্মে পাঠান যায় যে, সমস্ত জাগীরদারগণকে এতন্মর্ম্মার্থ অবগত করান হয় যখন নূতন জাগীরদারকে নিয়োগ করা হয় তখনই তাহাকে এই নিয়ম অবগত করাইতে হইবে আর অবগতার্থে অত্র রোবকারীর এক২ নকল অত্রস্থ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে এবং সবডিবিজান

সমূহের শ্রীযুত সাহেব আহেলকার বাবুর সদনে প্রেরণ হয় এবং এই রোবকারীর মর্ম্মানুসারে সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে একখণ্ড ইস্তাহার জারী করা যায়, নাজীরের উচিত যে সহরে ইস্তাহার ঢোলাদি দ্বারা জারী করিয়া, কাছারীর সদর দরজায় লটকাইয়া দেয় ও এই রোবকারীর এক নকল নিয়মাবলীতে রাখার কারণ যন্ত্রাকেজকে দেওয়া যায় ইতি।

দ্রষ্টব্য।—এই ইস্তাহার দ্বারা কোন নূতন আইন প্রচারিত হয় নাই। ইহাতে কেবল এই বৃত্তান্ত প্রকটিত হইয়াছে যে, জায়গীর ভূমি বন্ধক দিবার কিম্বা ঐ ভূমিতে কাহাকে পত্তন করিবার, কিম্বা কোন কারণে জায়গীর বাজাপ্ত হইলে ঐ ভূমি সরকারের খাস দখলে লইবার যে স্বত্ব আছে, ঐ স্বত্ব কোন প্রকারে চিরস্থায়ীরূপে হস্তান্তর করিবার জায়গীরদারদের ক্ষমতা নাই। জায়গীরদার মধ্যে অনেকেই এই বৃত্তান্ত বিস্মরণ হইবার ইচ্ছুক হইয়াছিল বলিয়া, জায়গীরদারদিগকে ইহা রীতিমত স্মরণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল দেখাইবার নিমিত্ত এই ইস্তাহার এই নিয়মাবলীর অন্তর্গত হইল।

(দস্তখত) জি, টি, ডল্টন,

ডিপুটী কমিসনর, কুচবিহার।

পঞ্চম অধ্যায়—মুদ্রিত কাগজ।

মুদ্রিত কাগজ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী।

সন ৩৫২ রাজশকা, মোতাবেক সন ১২৬৮ সাল, তারিখ ২৫এ মাঘ।

হেতুবাদ।

যেহেতু সন ৩৫২ শকার ২৫এ মাঘের রোবকারীর মর্ম্মানুযায়ী দলিল পত্রাদি ও রাজকী মোতালকের আপীসজাতে বাদী প্রতিবাদীর দাখিলি কাগজাত সরকারের মুদ্রিত নির্দ্দিষ্ট মূল্যের কাগজে লিখিত হওয়া বিহিত অতএব অবধারিত হইল যে—

১। সন ৩৫৩ শকার ১লা বৈশাখ হইতে এ মোতালকের আপীসজাতে কমিসন কেতাবন্দি গ্রহণের নিয়ম রহিত হইয়া অধুনা যে

সকল কাগজের কবিলম কেতাবন্দি লাগিয়া থাকে তাহা ও কবালা ও তমঃসুক ও পাট্টা কবুলীয়ত ইত্যাদি দলিল দস্তাবেজ ও নিদর্শন পত্রাদি নীচের লিখিত রূপ মুদ্রিত কাগজে লিখা যাইবেক।

২। সদর আমীনি ও আদালত দেওয়ানী ও অপর আদালত ও রাজসভা উত্তমার্থ মহাবিচারালয়ের ভূসম্পত্তীর ও করজা টাকা আদি আদায়ের বিষয় যাহাতে দাবীর সংখ্যা অবধারিত হইতে পারে ঐ সকল মোকদ্দমার নালীশ কি আপীলের দরখাস্ত অথবা আরজীর কাগজের মুল্য দাবীর পরিমাণ অনুসারে হইবেক। অর্থাৎ দাবী অনধিক ৮ আট টাকা হইলে ৷৹ আনা মুল্যের মুদ্রিত কাগজ লাগিবেক। দাবী ৮ আট টাকার অধিক হইলে যথা।—

যাহার উপর।	যে পর্য্যন্ত।	যত মুল্যের কাগজ লাগিবেক।	যাহার উপর।	যে পর্য্যন্ত।	যত মুল্যের কাগজ লাগিবেক।
৮	১৬	১	৬০০	৮০০	৪০
১৬	৩২	২	৮০০	১,০০০	৫০
৩২	৬৪	৪	১,০০০	২,০০০	৮০
৬৪	৯৬	৬	২,০০০	৫,০০০	২০০
৯৬	১৩০	৮	৫,০০০	৮,০০০	৩০০
১৩০	১৬০	১০	৮,০০০	১০,০০০	৪০০
১৬০	২০০	১২	১০,০০০	১৫,০০০	৫০০
২০০	২৫০	১৬	১৫,০০০	২৫,০০০	৭০০
২৫০	৫০০	২৫	২৫,০০০	৫০,০০০	৮০০
৫০০	৬০০	৩২	৫০,০০০	পর যত হউক	১,০০০

উক্ত প্রকারের মোকদ্দমার জওয়াব, ও জওয়াবল জওয়াব, রদ্দজওয়াব, ও ওকালতনামা কি এক্তিয়ারনামা, ও রুসম-জামিনি, ও মাল-

জামিনি, হাজিরজামিনি, সাক্ষীর ইসম-নবিসী, ও রাজিনামা, ও সাফি-নামা, ও বাজেনামা, ও ছোলেনামা, ও দস্তবরদারী ও ফয়ছলা লিখার কাগজের মূল্য দাবী ১০০ একশত টাকা পর্য্যন্ত হইলে ৷৹ আট আনা লাগিবেক। তদূর্দ্ধ যথা।—

যাহার উপর।	যে পর্য্যন্ত।	যত মূল্যের কাগজ লাগিবেক।	যাহার উপর।	যে পর্য্যন্ত।	যত মূল্যের কাগজ লাগিবেক।
১০০	২০০	১	৫,০০০	৫০,০০০	৬
২০০	১,০০০	২	৫০,০০০০	১,০০,০০০	৮
১,০০০	৫,০০০	৪	১,০০,০০০	উপর যত হইবে।	১৬

৩। আদালত খোৎকর্কাত অর্থাৎ দাবীর তাইন রহিত মোকদ্দমা-তের আরজী ও দরখাস্ত, ও জওয়াব, ও জওয়াবল জওয়াব, ও রদ্দ-জওয়াব, ওকালতনামা, ইসম-নবিসী, রুসম-জামিনি, হাজিরজামিনি, মালজামিনি, রাজিনামা, সাফিনামা, বাজেনামা, ছোলেনামা, দস্তবর-দারী, ও ফয়ছলা লিখার কাগজের কি কেতার মূল্য ১ এক টাকা লাগিবেক।

৪। আমমোখ্‌তিয়ার নামা ও যৌথা কারবারের লিখা পড়া অর্থাৎ সংসৃষ্ট পত্র যাহাতে দুই অথবা অধিক ব্যক্তির একত্র কোন কারবার করার প্রতিজ্ঞা লিখা থাকে তাহা, ও এওজনামা অর্থাৎ যে পত্রের দ্বারা কোন স্থাবর কি অস্থাবর বস্তুর পরিবর্ত্তে অন্য বস্তু কি টাকা এবং বস্তু গ্রহণ করা যায় তাহা, এবং মহাজনেরা খাতককে যে অভয় পত্র দেয় তাহা ৪ চারি টাকা মূল্যের মুদ্রিত কাগজে লিখিত হইবেক।

৫। মালজাহাতের কাছারীতে ইজারা, দরইজারা, ও জোত আদি পাওয়ার প্রার্থনা ভিন্ন বিষয়ক দরখাস্ত ও আদালত দওয়ায় বাদী

প্রতিবাদী যে সকল দরখাস্ত ইত্যাদি দাখিল করে তাহা, ও ফৌজদারী সংক্রান্ত আপীলে ভূম্যাদিতে দখল পাওয়ার দরখাস্ত ২ দুই টাকা মুল্যের কাগজে লিখিত হইবেক।

৬। ইজারা কি দরইজারা পাওয়ার কি সরাসরী জোতে পত্তন হওয়ার দরখাস্ত যে বার্ষিক জমায় ঐ ইজারা আদি পাওয়ার প্রার্থনা থাকে তাহা ১০০ একশত টাকার অধিক না হইলে ১ এক টাকা মুল্যের কাগজে লিখিত হইবেক; ১০০ একশত টাকার উপর ১,০০০ এক হাজার টাকার অধিক না হইলে দুই টাকা, ও ১,০০০ একহাজার টাকার উপর ৫,০০০ পাঁচহাজার টাকা পর্য্যন্ত ৪ চারি টাকা ও তাহার উপর হইলে ৮ আট টাকা মুল্যের কাগজ লাগিবেক।

৭। মোকররি কি লাখেরাজ পাওয়ার দরখাস্ত ৪ চারি টাকা মুল্যের কাগজে লিখিতে হইবেক।

৮। হাইকোর্ট, রাজসভা, ও রাজদ্বার, ও ফৌজদারী, ও নায়েব আহেলকারী, ও সুপরিন্টেণ্ডেণ্ট পুলীশের আপীস, ও নিকাসীর কাছারীতে দাখিল করনার্থ দরখাস্ত, যাহার অন্য নিয়ম করা যায় নাই, ঐ দরখাস্ত ১ এক টাকা মুল্যের কাগজে লিখিত হইবেক, কিন্তু হাইকোর্ট কিঁ রাজদ্বারে ভিক্ষা পাওয়ার প্রার্থনা সম্বলিত দরখাস্ত অমুদ্রিত কাগজে চলিবেক।

৯। বক্সীখানা, কি সরকারী বিনামী ইজারা ইত্যাদি মহালাতের কাছারী, কি ধর্ম্মাধ্যক্ষের অধীন দেবোত্র সেরেস্তায় দাখিল করনার্থ দরখাস্ত যাহার পৃথক নিয়ম হয় নাই তাহা ও সরকারী কোন আপীসে দাখিল করনার্থ যে পণ্ডিতের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তাহা, ও যৌতুক পত্র যাহার সম্বন্ধে অন্য নিয়ম নাই অথবা করা গেলনা তাহা ‖০ আট আনা মুল্যের কাগজে লিখা যাইবেক।

১০। মাল ও খানগী ও গয়রহের সরাসরীতে যে সকল দরখাস্ত দাখিল হয় তাহা ও ঐ সম্বন্ধীয় মোকদ্দমাতের আপীলের দরখাস্ত

তল্লিখিত দাবী অনধিক ১৬ ষোল টাকা হইলে ১ এক টাকা মূল্যের মুদ্রিত কাগজ লাগিবেক।

ঐ দাবী ষোল টাকার উপর হইলে—

যাহার উপর।	যে পর্য্যন্ত।	যত মূল্যের কাগজ লাগিবেক।	যাহার উপর।	যে পর্য্যন্ত।	যত মূল্যের কাগজ লাগিবেক।
১৬	৬৪	২	৩০০	৫০০	১৬
৬৪	১৫০	৪	৫০০	১,০০০	৩২
১৫০	৩০০	৮	১,০০০	উপর যত হউক	৪০

১১। সরাসরীতে দাখিল করনার্থে বাজে দরখাস্ত ও হরজ লোকসানির জামিনি ও মাল জামিনি ও হাজির জামিনি ও কোন এক নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম করনার্থে মোখতিয়ার নামা ও সাক্ষীর ইসম নবিসী ও রাজিনামা ও বাজেনামা ও দস্তবরদারী ও খারিজনামা ও সোলেনামা ও রুকানামা ও জওয়াব জওয়াবল জওয়াব ও একরার কি প্রতিজ্ঞা পত্র যাহার অন্য নিয়ম করা যায় নাই তাহা ১ এক টাকা মূল্যের কাগজে লিখিতে হইবেক। আর অন্যান্য আপীসের ঐ সকল কাগজের মূল্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম না থাকিলে ঐ ১ এক টাকা মূল্যের কাগজে লিখিতে হইবেক।

১২। সরকারী কোন আপীসে কেয়াল জামিনি কি মুচলিকা কি হাজির জামিনি কি মাল জামিনি দাখিল করিতে হইলে তাহাতে যদি টাকার তাইন থাকে তবে ২০০ দুইশত টাকার অনধিক তায়দাদ হইলে ঐ

২ দুই টাকা মূল্যের কাগজ লাগিবেক। ২০০ দুইশত টাকার অধিক ৫০০ শত টাকার অনধিক তায়দাদ হইলে ৪ চারি টাকা মূল্যের, তদূর্দ্ধ তায়দাদ হইলে ৮ আট টাকা মূল্যের কাগজে লিখিতে হইবেক কিন্তু মুচলিকায় দণ্ডের মুদ্রার তায়দাদ না থাকিলে ১ এক টাকা মূল্যের কাগজ লাগিবেক।

১৩। সরকারী কোন আপীস হইতে কোন কাগজের কি দলিলের নকল লইতে হইলে ঐ নকলের কাগজের প্রত্যেক কর্দ্দের মূল্য ১ এক টাকা লাগিবেক। আসল দর্শাইয়া নকল দলিল নথিতে গাথাইয়া দেওয়ান জন্য দাখিল করিতে হইলেও এই মূল্যের কাগজ লাগিবেক, কিন্তু এ মোতালকের কোন আপীসে ঐ সকল কাগজের প্রত্যেক কেতায় এক টাকার অধিক কেতাবন্দি গ্রহণের নিয়ম থাকিলে ঐ কেতাবন্দির তুল্য মূল্যের কাগজ লাগিবেক।

১৪। সম্প্রতি যে সকল বিষয়ের কাগজ পত্রাদিতে কেতাবন্দি লাগিয়া থাকে সে সকলের মধ্যে কোন কাগজের মূল্যের বিষয় এই নিয়মাবলী দ্বারা স্পষ্ট বিধি না হইয়া থাকিলে ঐ বিষয় উক্ত কেতাবন্দির তুল্য মূল্যের কাগজ লাগিবেক। আর কোন আপীসে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হওয়ার পর বাদী প্রতিবাদীর দাখিলি কোন দলিল অথবা আপীসের প্রচারিত চিঠা, পরওয়ানা, ও ইস্তাহার, নকিনা, ও এত্তালানামাদির কেতাবন্দি লওয়ার নিয়ম থাকিলে তাহা রহিত করা গেল। জোবানবন্দির কেতাবন্দি লওয়ার নিয়ম কোন আপীসে থাকিলে তাহা পূর্ব্ব নিয়মানুসারে লওয়া যাইবেক। তাহাতে মুদ্রিত কাগজ লাগিবেক না।

১৫। একরার নামা ও করজা টাকার তমঃসুক কি খত কি হিসাব কি চুক্তি পত্র কি অন্য প্রকারের প্রতিজ্ঞা পত্র, ও কিস্তিবন্দি, সরকত নামা ও অন্যান্য টাকা লেনা দেনা সম্বন্ধীয় দলিল যাহার দ্বারায় রাজকীয় কোন আপীসে নালীশ হইতে পারে ও যাহার পৃথক নিয়ম করা গেল না

তাহাতে গৃহীত কি দত্ত টাকার সংখ্যা ৫ পাঁচ টাকার অধিক হইলে যথা—

যাহার উপর।	যে পর্য্যন্ত।	যত মুল্যের কাগজ লাগিবেক।	যাহার উপর।	যে পর্য্যন্ত।	যত মুল্যের কাগজ লাগিবেক।
৫	২৫	।০	২,০০০	৫,০০০	১৬
২৫	৫০	॥০	৫,০০০	১০,০০০	৩২
৫০	১০০	১	১০,০০০	১৫,০০০	৪০
১০০	২০০	২	১৫,০০০	২৫,০০০	৫০
২০০	৪০০	৪	২৫,০০০	৪০,০০০	৬০
৪০০	৭০০	৬	৪০,০০০	৬০,০০০	৮০
৭০০	১,০০০	৮	৬০,০০০	১,০০,০০০	১০০
১,০০০	২,০০০	১২	১,০০,০০০	উপর যত হউক	২০০

১৬। আমানতি রোকা অর্থাৎ কাহারও নিকট টাকা আমানত কি গচ্ছিত রাখিয়া তাহার যে নিদর্শন লওয়া যায় ঐ গচ্ছিত মুদ্রা অনধিক ৫০০ পাঁচশত টাকা হইলে ॥০ আট আনা মুল্যের কাগজে লিখা যাইবেক; ৫০০ পাঁচশত টাকার উপর ১,০০০ একহাজার টাকা পর্য্যন্ত ১ এক টাকা মুল্যের ও এক হাজার টাকার উপর যত হউক ২ দুই টাকা মুল্যের কাগজ লাগিবেক।

১৭। হস্তান্তর করন পত্র এতাবতা কবালা কি বয়নামা কি হেবা-নামা কাবিন্ কি দান পত্র কি উইল অথবা ওছিয়ত নামা কি বন্ধক পত্র কি অন্য প্রকারের দলিল কি নিদর্শন যদ্দ্বারায় কোন বস্তু চিরকাল কি নিশ্চিত কি অনিশ্চিত কালের নিমিত্ত হস্তান্তর করা যায় কিন্তু যে দলিলের কাগজের মুল্য অন্য কোন নিয়ম দ্বারায় নির্দ্দিষ্ট করা যায় নাই তদ্রূপ নিদর্শন পত্র তন্মধ্যে লিখিত ক্রয়ের মুল্য কি অন্য বিষয়ের

টাকা অথবা হস্তান্তরিত বস্তুর আনুমানিক মূল্য ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হইলে ৷৹ আট আনা মূল্যের কাগজে লিখা যাইবেক। ৫০ পঞ্চাশ টাকা অধিক হইলে যথা—

যাহার উপর।	যে পর্য্যন্ত।	যত মূল্যের কাগজ লাগিবেক।	যাহার উপর।	যে পর্য্যন্ত।	যত মূল্যের কাগজ লাগিবেক।
৫০	১০০	১	৫,০০০	৮,০০০	৩২
১০০	২০০	২	৮,০০০	১২,০০০	৪০
২০০	৫০০	৪	১২,০০০	২০,০০০	৫০
৫০০	১,০০০	৮	২০,০০০	৩০,০০০	৬০
১,০০০	২,০০০	১২	৩০,০০০	৫০,০০০	৮০
২,০০০	৩,০০০	১৬	৫০,০০০	১,০০,০০০	১০০
৩,০০০	৫,০০০	২০	১,০০,০০০	উপর যত হউক	২০০

১৮। ভূম্যাদির ইজারা ও দরইজারা ও কটইজারা ও কাইমী মোকররি ও সরাসরী জোত ও লাখেরাজ আদি দেওয়া লওয়ার পাট্টা কবুলীয়ত ও মাল জামিনি সালিয়ানা খাজানা পাঁচ টাকার উপর ২৫ টাকা পর্য্যন্ত হইলে চারি আনা মূল্যের কাগজ লাগিবেক। ২৫ টাকার উপর যথা:—

যাহার উপর।	যে পর্য্যন্ত।	যত মূল্যের কাগজ লাগিবেক।	যাহার উপর।	যে পর্য্যন্ত।	যত মূল্যের কাগজ লাগিবেক।
২৫	৫০	৷৹	২,০০০	৪,০০০	১২
৫০	১৫০	১	৪,০০০	৬,০০০	১৬
১৫০	৪০০	২	৬,০০০	১০,০০০	২০
৪০০	১,০০০	৪	১০,০০০	২৫,০০০	৩২
১,০০০	২,০০০	৮	২৫,০০০	৫০,০০০	৬০
			৫০,০০০	উপর যত হউক	১০০

১৯। জোত ইত্যাদির এস্তফানামা এক টাকা মূল্যের কাগজে লিখিতে হইবেক।

২০। বাটওয়ারানামা অর্থাৎ বিভাগ পত্র এতাবতা সাধারণ বিষয়ের অধিকারী কি অংশীদিগের পরস্পর ঐক্যতা ক্রমে অথবা জমিদারী এতাবতা স্থাবর কি অস্থাবর বস্তুর বিষয়ে সরকারের কোন কার্য্যকারকের হুকুম ক্রমে কিম্বা দেশাচার কি ব্যবহার মতে সাধারণ বস্তুর বিভাগ হইলে একং অংশীর অংশ ৪০০ চারিশত টাকার অধিক না হইলে প্রত্যেক অংশীর ঐ বিভাগ পত্রের 'নকল ৪ চারি টাকা মুল্যের কাগজে লিখা যাইবেক, আর প্রত্যেক অংশ ৪০০ চারি শত টাকার অধিক হইলে ঐ প্রত্যেক নকল ৮ টাকার কাগজে লিখা যাইবেক।

২১। মহাজন ও খাতকের মধ্যে রকানামা অর্থাৎ যে দলিল সুত্রে দেনা পাওনার রকা হয় তাহা ও দত্তক পত্র অর্থাৎ পুত্রাদিকে যে নিদর্শন দ্বারা দত্তক প্রদান করা যায় তাহা ও দত্তক গ্রহণের অনুমতি পত্র এক টাকা মুল্যের মুদ্রিত কাগজে লিখিতে হইবেক।

২২। উপরের লিখিত নিয়ম সকলের উক্ত মুদ্রিত কাগজ সরকারের স্থাপিত মুদ্রিত কাগজের আপীস হইতে পাওয়া যাইবেক।

২৩। উক্ত মুদ্রিত কাগজের কেবল এক পৃষ্ঠায় লিখা যাইবেক ও লিখিতব্য বিষয় এক কেতায় না ধরিলে নীচে সাদা কাগজ সংলগ্ন করিয়া লিখা যাইবেক।

২৪। এই নিয়মাবলীর লিখিত কাগজে না লিখিয়া যদি কেহ সাদা কাগজে কি কম মুল্যের কাগজে কোন লেখা পড়া করে তবে তাহা অকর্ম্মণ্য ও অসিদ্ধ হইবেক কিন্তু অসাবধানতা কি ভ্রান্তি বশতঃ ঐ মত হইয়া থাকিলে ঐ লিখিত পড়িত হওয়ার পর এক মাস মধ্যে মুদ্রিত কাগজের আপীসে ঐ দলিল ও ঐ দলিল যে কাগজে লিখিত হওয়া উচিত তাহার যথার্থ মুল্য সহ ঐ মুল্যের দ্বিগুণ দণ্ড দাখিল করিলে রীতিমত মোহরাঙ্কিত করিয়া দেওয়া যাইবেক।

২৫। কোন ব্যক্তি নিয়মাতিরিক্ত মূল্যের কাগজে লিখা পড়া করিলে তাহার দলিল নিদর্শনাদি কি অন্য কাগজাত এই নিয়মের বিরুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য হইবেক না, অথবা কোন আপীলে দাখিল করিলে নিয়মের অতিরিক্ত মূল্য সরকার হইতে ওয়াপোস পাইবেক না

২৬। এই নিয়মাবলীর এমত অর্থ করিতে হইবেক না যে, পাপর অর্থাৎ যোত্রহীন লোকের বিষয় যে নিয়ম প্রচলিত আছে তাহার প্রকরান্তর কি অন্যথা হয়।

২৭। এই নিয়মাবলী প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বের দাখিলি দলিলাত কি লিখিত দলিলাদির সহিত এই নিয়মের সম্পর্ক নাই।

২৮। হুজুরের হুকুমানুসারে হাইকোর্ট হুজুর এজলাস মহাবিচারালয় হইতে নিয়মাবলী সংশোধিত কি পরিবর্ত্তিত অথবা পরিবর্দ্ধিত হইতে পারিবেক।

নং ২। সন ৩৫৩ শকা।

মুদ্রিত কাগজ বিষয়ক নিয়মাবলী প্রকাশিত হাইকোর্ট, হুজুর এজলাস মহাবিচারালয়, মোতালকে নিজ বেহার, সন ৩৫৩ শকা। মোতাবেক সন ১২৬৯ সাল, তারিখ ১৯এ জ্যৈষ্ঠ।

হেতুবাদ।

যেহেতু সন ৩৫২ শকার ২৫এ মাঘের লিখিত নিয়মাবলী সংশোধন করা আবশ্যক অতএব অবধারিত হইল যে—

১। আগামী ৩০এ জ্যৈষ্ঠ হইতে উক্ত নিয়মাবলীর ১০, ১২, ১৯ ধারা রহিত হইয়া এই নিয়মাবলী প্রবল ও প্রচলিত হয়।

২। মাল ও খানগী ও গয়রহের সরাসরীতে যে সকল দরখাস্ত দাখিল হয় তল্লিখিত দাবী অনধিক ৬৪ টাকা হইলে ১ টাকা মূল্যের

মুদ্রিত কাগজে লিখিত হইবেক। ঐ দাবী ৬৪ টাকার উপর হইলে যথা—

যাহার উপর।	যে পর্য্যন্ত।	যত মূল্যের কাগজ লাগিবেক।	যাহার উপর।	যে পর্য্যন্ত।	যত মূল্যের কাগজ লাগিবেক।
৬৪	১৫০	২	৫০০	১,০০০	১২
১৫০	৩০০	৪	১,০০০	২,০০০	৩২
৩০০	৫০০	৮	২,০০০	উপর যত হউক	৪০

৩। সেওয়ায় আদালত দেওয়ানী ও তদূর্দ্ধ আপীস সরকারী অন্য কোন আপীসে দাখিল করনার্থে ফেয়ালজামিনি, ও মুচলিকা, ও হাজিরজামিনি, ও মালজামিনি, যাহার অন্য নিয়ম করা যায় নাই, তাহাতে টাকার তাইন থাকিলে ১০০ একশত টাকার অধিক না হইলে ১ এক টাকা মূল্যের কাগজে লিখিতে হইবেক। ১০০ একশত টাকার অধিক ৩০০ তিনশত টাকার অনধিক তায়দাদ হইলে ২ দুই টাকা মূল্যের, তদূর্দ্ধ হইলে ৪ চারি টাকা মূল্যের কাগজ লাগিবেক।

বর্জ্জনীয়।

(১) কোন আপীসে সাক্ষী ও হামছায়ার মুচলিকা লওয়ার নিয়ম থাকিলে তাহা।

৪। জোত ইত্যাদির এস্তফানামা বার্ষিক জমা ৫০ পঞ্চাশ টাকার অধিক না হইলে ।০ চারি আনা মূল্যের মুদ্রিত কাগজে লিখিতে হইবেক, ৫০ পঞ্চাশ টাকার উপর ১০০ একশত টাকা পর্য্যন্ত ॥০ আট আনা, তদূর্দ্ধ হইলে ১ এক টাকা মূল্যের কাগজ লাগিবেক।

৫। সরবরাহকারী, ও কর্ত্তা পত্র দাতার সম্পত্তির পরিমাণ যদি ১০০ একশত টাকা পর্য্যন্ত হয় তবে ১ এক টাকা, ১০০ একশত

টাকার উপর ৫০০ পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত ২ দুই টাকা, ৫০০ টাকার উপর ১,০০০ টাকা পর্য্যন্ত ৪ টাকা মূল্যের মুদ্রিত কাগজে লিখিতে হইবেক, তদূর্দ্ধ হইলে ৮ আট টাকা মূল্যের কাগজ লাগিবেক।

৬। আবীরের কবুলিয়ত জামিনি আট আট আনা মূল্যের কাগজে লিখিতে হইবেক।

৭। রেহেননামা অর্থাৎ কোন বস্তু রেহেন রাখিয়া যে পত্র দ্বারা টাকা কর্জ্জ লওয়া যায় তাহা গত ২৫এ মাঘের প্রচারিত নিয়মাবলীর ১৭ ধারার লিখিত হস্তান্তর করন পত্রের কাগজের তুল্য মূল্যের মুদ্রিত কাগজে লিখিতে হইবেক।

৮। রায়তান ডৌল ও তাহার নকল গত ২৫এ মাঘের লিখিত নিয়মাবলীর ১৮ ধারার বিধান মতে পাট্টা কবুলিয়তের কাগজের তুল্য মূল্যের কাগজে লিখিতে হইবেক।

৯। সরকারী কোন আপীস হইতে উকিলেরা তাহাদিগের ফিসের টাকা কি অন্য কোন ব্যক্তি কোন রকমের আমানতি কি অন্য কোন প্রণালীর টাকা লওয়া কালীন ঐ টাকার রসীদ ॥০ আনা মূল্যের কাগজে লিখিয়া দাখিল করিবেক, কিন্তু সরকার হইতে প্রাপ্য কোন বেতন, কি খোরাকি, কি মামুলি ইত্যাদির টাকা যাহা সরকারের হুকুম ক্রমে কোন আপীসে বরাত থাকে তাহা ঐ আপীস হইতে লইতে যে রসীদ দেয় তাহাতে মুদ্রিত কাগজ লাগিবেক না।

১০। গত ২৫এ মাঘের নিয়মাবলীর ৫ ধারার লিখিত ২ দুই টাকা মূল্যের কাগজের পরিবর্ত্তে ১ এক টাকা মূল্যের কাগজ লাগিবেক।

১১। বন্দে হাজিরিনামা ও টর্ণিনামা ১ টাকা মূল্যের কাগজে লিখা যাইবেক।

১২। গত ১৫ই মাঘের নিয়মাবলীর ২ ধারাতে দাবীর তায়দাদ অনুসারে যে কাগজের মূল্য নিরূপণের বিধান হইয়াছে ঐ দাবীর সংখ্যা নীচের লিখিতমত ধরা যাইবেক অর্থাৎ—

(১) সকর ভুমির বিষয়ী মোকদ্দমায় ঐ ভুমি যদি এক মহাল কি এক মহালের বিশেষ অংশ হয়, এবং তাহার জমা নির্দ্ধার্য্য থাকে, তবে ঐ মহাল কি মহালের অংশের বার্ষিক জমানুসারে দাবীর সংখ্যা নিরূপণ করা যাইবেক।

(২) ঐ জমা কাইম কি এস্তমুরারি হইলে সালিয়ানা জমার ত্রিগুণ সংখ্যায় তায়দাদ ধরা যাইবেক।

(৩) লাখেরাজ ভুমি সম্বন্ধে মোকদ্দমা হইলে বার্ষিক মফঃস্বল সঙ্কস্থার দশগুণ ধরা যাইবেক।

(৪) ক্ষতি পূরণের নিমিত্তে এবং হিংসা ও জাতি ভ্রষ্ট ইত্যাদির প্রতিফল পাওয়ার বিষয়ক মোকদ্দমায় বাদী যে কদর টাকা ধরিয়া দেয় তাহাই দাবীর সংখ্যা রূপে গণ্য হইবেক।

(৫) ঘর কি বাগান কি পুষ্করিণী কি তালাব কি অন্য কোন স্থাবরাস্থাবর বস্তু যাহার বর্ণনা উপরুক্ত কয়েক প্রকরণে লিখিত হয় নাই, তদ্বিষয়ের মোকদ্দমা অথচ মালগুজারির কোন ভূমিতে কোন প্রকার স্বত্বাধিকারের অথবা অন্য কোন স্বত্ব কি বস্তুর বিষয়ক মোকদ্দমা যাহাতে দাবীর সংখ্যা উপরুক্ত কয়েক প্রকরণানুসারে ধরা যাইতে পারে না, ঐ সকল মোকদ্দমায় দাবীকৃত বস্তু আন্দাজি মূল্যানুসারে দাবীর পরিমাণ ধরা যাইবেক। আর যখন ঐরূপ আন্দাজি মূল্য ধরা যাইতে না পারে তখন চতুর্থ প্রকরণানুসারে দাবীর সংখ্যা নিরূপণ হইবেক।

১৩। আগামী সন ৩৫৫ রাজশকা, মোতাবেক সন ১২৭১ সাল বাঙ্গালার প্রারম্ভ হইতে অমুদ্রিত কাগজে লিখিত কোন দলিল, নিদর্শন ইত্যাদি সরকারী কোন আপীসে গ্রাহ্য হইবেক না।

১৪। যে সকল লিখাপড়া ও নিদর্শনাদি মুদ্রিত কাগজে লিখিত হওয়ার নিয়ম করা গিয়াছে ও ভবিষ্যতে করা যায়, তাহা সরকারের মুদ্রিত কাগজ ভিন্ন অন্য কাগজে হইবেক না। যদি কেহ এই সকল বিধি জ্ঞাত থাকিয়াও কোন দলিল, কি নিদর্শন, অমুদ্রিত, কি কম মূল্যের মুদ্রিত কাগজে লিখে, কি করে, অথবা লিখায়, কি করায়, কিম্বা অমুদ্রিত কি কম মূল্যের মুদ্রিত কাগজে লিখিত কোন দলিল কি নিদর্শন গ্রহণ করে, কি কাহারও ঐরূপ লিখা কি করা জানিয়া শুনিয়া গোপন করে, কিম্বা অন্যকে ঐরূপ লিখিতে কি করিতে প্রবৃত্তি দেয়, অথবা সাহায্য করে, তবে তাহার ১০০ এক শত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইবেক, কিন্তু যে কাগজে ঐ দলিল লিখা উচিত ছিল, তাহার মূল্যের পাঁচগুণ ১০০ এক শত টাকার অধিক হইলে ঐ পাঁচগুণ দণ্ড হইবেক এবং ঐ দলিল কি নিদর্শনাদি অসিদ্ধ হইবেক।

১৫। যদি কোন ব্যক্তি মুদ্রিত কাগজের মূল্য না দেওয়ার মতলবে কোন দলিল কি নিদর্শনাদি মুদ্রিত কাগজ বিষয়ক নিয়ম প্রচারের পরে পূর্ব্ব তারিখ দিয়া লিখে, কি লিখায়, কি করে, অথবা তদ্রূপ করনে কাহাকে সাহায্য করে, কি অন্যের ঐরূপ করা জানিয়া গোপন করে কিম্বা ঐরূপ লিখিত দলিল নিদর্শনাদি গ্রহণ করে, তবে তাহার ২০০ দুইশত টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইবেক। কিন্তু যে মুদ্রিত কাগজে উক্ত দলিল কি নিদর্শন লিখিত হওয়া উচিত ছিল, তাহার মূল্য ৪০ চল্লিশ টাকার বেশী হইলে ঐ মুদ্রিত কাগজের মূল্যের পাঁচগুণ দণ্ড এবং ঐ দলিলাদি অসিদ্ধ হইবেক।

১৬। কোন ভূমি, কি বার্ষিক বৃত্তি, কিম্বা স্থাবর কি অস্থাবর কোন সম্পত্তি প্রভৃতি, কি বিষয় অথবা তদ্রূপ কোন সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব, কি অধিকার, কি সম্পর্ক, কি দাওয়া বিক্রয় করা গেল যদি তাহার হস্তান্তর করন পত্র মুদ্রিত কাগজে লিখিত হওয়ার বিধান হইয়া থাকে, তবে যে নিদর্শন পত্র, কি কবালা, কি দলিল, কি দস্তাবেজ দ্বারায় ঐ সম্পত্তি

হস্তান্তরিত হয়, তাহাতে ঐ সম্পত্তির নিমিত্ত ক্রয়ের কি বিনিময়ের যত টাকা স্পষ্ট রূপে কি অন্য প্রকারে দেওয়া যায়, কি রক্ষিত হয়, কি দিবার করার করা যায়, তাহা যথার্থ ও সম্পূর্ণরূপে স্পষ্টাক্ষরে লিখিতে হইবেক। না লিখিলে ক্রেতা, বিক্রেতা অথবা ঐ দলিল দাতা, গৃহীতার অথচ লিখকের ২০০ টাকা করিয়া দণ্ড হইবেক, এবং ঐ দলিল অসিদ্ধ হইবেক।

১৭। যদি কোন ব্যক্তি মুদ্রিত কাগজ জাল করে, কি পরিবর্ত্তন করে, কি উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত মোহর কি অস্ত্রাদি কিছু রাখে, কি প্রস্তুত করে, কি ক্রয় বিক্রয় করে, কি অন্যকে ঐরূপ কার্য্য করিতে সাহায্য প্রদান করে, অথবা অন্যের ঐরূপ করার কথা জানিয়া গোপন করে, কিম্বা ঐরূপ জাল করা, কি পরিবর্ত্তিত কাগজ ব্যবহার করে, কি চালায়, তবে তাহাকে অন্যূন তিন বৎসর ও অনধিক ৭ সাত বৎসর কঠিন পরিশ্রমসহ কারাবদ্ধ থাকিতে হইবে।

১৮। যদি কেহ কোন মুদ্রিত কাগজ জাল জানিয়াও তাহা প্রকৃত মুদ্রিত কাগজ স্বরূপ ব্যবহার করে, কি ব্যবহার করাইতে কোন প্রকারে যত্ন পায়, কি অন্যকে ঐরূপ কার্য্য করনে সাহায্য করে, কি প্রবৃত্তি দেয়, অথবা অন্যের ঐরূপ করা জানিয়া গোপন রাখে, তাহারও ঐরূপ অর্থাৎ উপরোক্ত ধারার লিখিত দণ্ড হইবেক।

১৯। যে মুদ্রিত কাগজ একবার লিখিত হইয়া ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার লেখা তুলিয়া যদি কেহ পুনরায় ব্যবহার করে, কি করার চেষ্টা পায়, অথবা অন্যকে ঐরূপ করিতে সাহায্য করে, কি অন্যের তদ্রূপ করা জানিয়া গোপন করে, তবে তাহারও উপরোক্ত ধারার লিখিত মত দণ্ড হইবেক।

২০। এই নিয়মাবলীর লিখিত কোন বিধানানুসারে কাহার অর্থদণ্ডের আদেশ হইলে যদি সেই লোকি ঐ জরিমানার মুদ্রা না দেয়,

তবে তাহার স্থাবরাস্থাবর মালামাল নিলাম হইয়া ঐ টাকা আদায় হইবেক। ঐ জরিমানার মুদ্রা আদায় না হওয়া তক অপরাধী কারাবদ্ধ থাকিবেক।

২১। উপরোক্ত ধারানুসারে যে কারাবদ্ধ থাকার বিধান হইল তৎকাল পরিমাণ নীচের লিখিত পরিমাণের অতিরিক্ত হইবেক না। অর্থাৎ—

(১) জরিমানা ৫০ টাকার অধিক না হইলে অনধিক দুই মাস।

(২) ৫০ পঞ্চাশ টাকার ঊর্দ্ধ অনধিক ১০০ একশত টাকা হইলে অনতিরিক্ত ৪ চারি মাস।

(৩) তদূর্দ্ধ ২০০ দুইশত টাকা পর্য্যন্ত হইলে ৬ ছয় মাস।

(৪) তদূর্দ্ধ যত হউক ১ এক বৎসর।

২২। এই নিয়মাবলী দ্বারা দণ্ডনীয় অপরাধ সকলের তদন্ত ও বিচার ফৌজদারী অধোর্দ্ধ আপীস হইতে হইবেক, অতএব পুলীশের কর্ম্মচারীরা অপরাধের সম্বাদ পাইলে তাহা তৎক্ষণাৎ ফৌজদারীতে রিপোর্ট করিবেক, এবং হুজুরে কি মুদ্রিত কাগজের আপীসে প্রকাশ পাইলে তদন্ত ও বিচারার্থে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করিতে হইবে।

২৩। এই নিয়মাবলীর লিখিত অপরাধ সকলের প্রকাশকগণ ঐ প্রকাশ করা সম্বন্ধে যে কোন দরখাস্ত আদি দেয় তাহা অমুদ্রিত কাগজে লিখা যাইবেক, এবং তাহাদের এজাহার সত্যসাব্যস্ত হইলে অনধিক ৫০ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পাইবেক।

২৪। জ্ঞাতার্থ ও এতদ্দৃষ্টে কর্ম্ম করার জন্য এই নিয়মাবলীর একেক খণ্ড অনুরূপ সরকারী আপীসজাতে প্রেরণ হয়।

২৫। আপীসজাতের কর্ম্মকর্ত্তা ও বিচারক প্রভৃতির উচিত যে, এই নিয়মাবলীর একেক খণ্ড নকল আপন২ আপীসে সর্ব্বসাধারণের দৃষ্ট গোচর স্থানে লটকাইয়া দেয়।

২৬। মালজাহাতের কর্ম্মকর্তা ও কার্য্যকারক ও ফৌজদারী আহেলকারের আরও উচিত যে, আপন২ অধীন মফঃস্বলান তহশীল কাছারী ও থানা ও ফারিজাতে একেক খণ্ড নকল পাঠায়।

২৭। অধিকন্তু ফৌজদারীর আহেলকারের উচিত যে, সদরে এক মাস কাল পর্য্যন্ত মফঃস্বলান প্রত্যেক হাটের দিবস ঘোনাদির দ্বারায় এই নিয়মাবলী প্রচারার্থে ঘোষণা দেয়।

২৮। হাইকোর্ট হুজুর এজলাস মহাবিচারালয় হইতে এই নিয়মাবলী কার্য্যের অবস্থানুসারে সময়ে সময়ে সংশোধিত কি পরিবর্ত্তিত কি পরিবর্দ্ধিত হইতে পারিবেক ইতি।

---

১৬১ নং, কুচবিহার, তারিখ ১১ই এপ্রিল ১৮৬৬ সাল।

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর, এচ, বিভারিজ সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহার বিভাগের একটিং কমিসনর সাহেবের বরাবর।

অবগত করাইতেছি যে, ১৩ই তারিখ হইতে নারায়ণী টাকা রহিত হইবে বলিয়া, মুদ্রিত কাগজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে তিনি যে মুদ্রিত কাগজের মোহর ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং তাঁহার অধিকারে যে মুদ্রিত কাগজ আছে, তাহা এপর্য্যন্ত যেরূপ নারায়ণী টাকার এবং আনার বলিয়া গণ্য হইতেছিল, তাহার পরিবর্ত্তে কোম্পানী [illegible]ার বলিয়া গণ্য করিবার জন্য আদেশ দিয়াছি। যথা নারায়ণী আট আনার মুদ্রিত কাগজ কোম্পানী আট আনার কাগজ বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুসারে ঐ কাগজ কোম্পানী আট আনায় বিক্রীত হইবে। এই আদেশে মোহরের কোন পরিবর্ত্তন করিতে হইবে না।

মুদ্রিত কাগজ বিক্রেতাদের হস্তে যে মুদ্রিত কাগজ আছে এবং যে কাগজ তাহারা নারায়ণী টাকার কাগজ বলিয়া কোম্পানী বাট্টায়

খরিদ করিয়াছে সেই কাগজ কোম্পানী টাকা এবং আনার কাগজ বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু মুদ্রিত কাগজ বিক্রেতারা ঐ কাগজের পূর্ব্ব মূল্য অপেক্ষা সম্প্রতি যে মূল্য বৃদ্ধি হইল তাহা পূরণ করিয়া দিবার জন্য কিম্বা ঐ কাগজ মুদ্রিত কাগজের আপীসে ফেরত দিবার জন্য বাধ্য হইবে। মুদ্রিত কাগজের আপীসে ভেণ্ডরেরা ঐ কাগজ ফেরত দিলে মুদ্রিত কাগজের আপীস কর্ত্তৃক ঐ কাগজের পূর্ব্ব মূল্য ভেণ্ডরদের ইচ্ছানুরূপ টাকাতেই হউক কি মুদ্রিত কাগজেই হউক ভেণ্ডরদিগকে ফেরত দেওয়া হইবে।

মুদ্রিত কাগজের ভেণ্ডর ভিন্ন অন্যান্য যে সমস্ত লোকের নিকট মুদ্রিত কাগজ থাকে তাহারা ঐ কাগজের বর্ত্তমান মূল্য আদালতে পূরণ করিয়া দিলে ঐ কাগজ মোকদ্দমায় দাখিল করিতে পারিবে, কিম্বা ঐ কাগজ তাহারা মুদ্রিত কাগজের আপীসে ফেরত দিতে পারিবে, কিম্বা ঐ কাগজ খরিদ করিতে তাহাদিগকে কোম্পানী টাকায় যে মূল্য দিতে হইত ঐ কাগজ সেই মূল্যের বিবেচনা করিয়া, তমসুক এবং বিচার কার্য্যে ব্যবহার করিতে পারিবে। যথা কাহারও নিকট নারায়ণী ১০ টাকার কাগজ থাকিলে সে ঐ কাগজ কোম্পানী ৬৸০ টাকার বলিয়া গণ্য করিতে পারিবে। যাহারা তমসুক, পাট্টা, কবুলিয়ত ইত্যাদি করে তাহাদের জন্য এই শেষোক্ত নিয়মের প্রয়োজন।

উপরুক্ত বন্দোবস্ত দ্বারা একটি স্থল ভিন্ন অন্য কোন স্থলে সাধারণের কোন গুরুতর ক্ষতি কিম্বা অসুবিধা হইবে না বোধ হয়, কেননা এক্ষণে আদালত সমূহে সমস্ত দাবীই কোম্পানী টাকায় উল্লেখ হইবে সুতরাং যদিও এক জন বাদীকে মুদ্রিত কাগজের মূল্য সম্পূর্ণ কোম্পানী টাকায় দিতে হইবে তত্রচ কম মূল্যের কাগজ দিলেই প্রচুর হইবে।

যথা নারায়ণী ১,০০০ টাকার দাবী কোম্পানী ৬৮০ টাকা হইবে এবং বাদীকে ৬৮০ টাকার জন্যই মুদ্রিত কাগজের রসুম দিতে হইবে।

উপরে যেরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে এক স্থলেই কেবল এই পরিবর্ত্তন উৎপীড়ক হইবে, এবং ঐ স্থল ফৌজদারী আদালতে এবং অন্যান্য আদালতের এবং আপীসের বাজে কার্য্যে যে মুদ্রিত কাগজ ব্যবহৃত হয় সেই স্থল।

* * * * * *

এই পত্রের প্রথম অংশে যে সমস্ত পরিবর্ত্তনের উল্লেখ হইয়াছে সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইলে, ফৌজদারী আদালতের প্রত্যেক অভিযোক্তা তাহার দরখাস্তের নিমিত্ত কোম্পানী এক টাকা দিতে বাধ্য হইবে। সাধারণের পক্ষে আমি এইটি গুরুতর কর বিবেচনা করি। ইহার বিশেষ কারণ এই যে, উক্ত করের বিনিময়ে যে দ্রব্য প্রদত্ত হয় তাহার গুণের বিষয় আলোচনা করিলে সামান্য বলিয়া বোধ হয়। এজন্য আমি প্রস্তাব করি যে, ফৌজদারী আদালতে যে মুদ্রিত কাগজ ব্যবহৃত হইবে, এবং অন্যান্য আদালতে বাজে কার্য্যে যে মুদ্রিত কাগজ ব্যবহৃত হইবে, তাহা আট আনা মূল্যের হইবে এই বলিয়া একটি সাধারণ আদেশ প্রচারিত হউক।*

---

৫৭৪ নং, কুচবিহার, তারিখ ১৪ই এপ্রিল ১৮৬৬ সাল।

কুচবিহারের একটিং কমিসনর, লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল ডব্লিউ, এগ্নীউ সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বরাবর।

মুদ্রিত কাগজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যে মুদ্রিত কাগজের মোহর ব্যবহার করেন এবং তাঁহার অধিকারে যে মুদ্রিত কাগজ আছে, তাহা নারায়ণী টাকার এবং আনার পরিবর্ত্তে কোম্পানী টাকার এবং আনার গণ্য করিবার জন্য উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে আপনি যে আদেশ দিয়া-

---

* আসল মুদ্রিত ইংরাজী পত্রের এই পরিচ্ছেদের প্রথম অংশে এত ভুল যে তাহার অর্থ করা যাইতে পারে না সুতরাং তাহা অনুবাদিত হইল না।

ছেন তাহা এবং ফৌজদারী আদালতে যে মুদ্রিত কাগজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং অন্যান্য আদালতের এবং আপীলের বাজে কার্য্যে যে মুদ্রিত কাগজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহার মূল্য ।৹ আট আনা অবধারণ করিয়া সাধারণ আদেশ প্রচার করিবার আপনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা আপনার ১১ই তারিখের ১৬১ নং পত্রের উত্তরে মঞ্জুর করিলাম।

২। এই বিষয়ে আপনি আবশ্যকীয় আদেশ প্রচার করিবেন।

রোবকারী কাছারী ডিপুটী কমিসনরী, বৈঠক শ্রীযুত মেঃ ডবলিউ, ও, এ, বেকেট, একটিং ডিপুটী কমিসনর সাহেব বাহাদুর, রাজ্য কুচবিহার, সন ১৮৭১, ১৬ই জুন। মোং ১২৭৮, ৩রা আগষ্ট।

প্রকাশ যে অত্রস্থলে দেওয়ানী ও মাল কাছারীতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত হয় তাহার তরমিম ডিক্রী হইলে আপীলে পূরা দাবীর ষ্ট্যাম্পেই আপীল হইতেছে। যেহেতু কোন আদালতের বিচারে যদ্যপি কোন মোকদ্দমায় তরমিম ডিক্রী হয়, তাহার আপীল হইলে যে টাকা ডিক্রী হইয়াছে তাহারই পরিমাণ ষ্ট্যাম্প কাগজে আপত্তি আরজী দাখিল হওয়া উচিত; যদিও তাহাতে সরকারের কিছু লোকসান দৃষ্ট হয় কিন্তু সরকারের লাভের জন্য প্রজাকে জেরবারী করা বিধি সিদ্ধ নহে অতএব—

হুকুম হইল যে—

আদালতে যে পরিমাণ দাবী ডিক্রী হয় তাহারই পরিমাণ আপীলি আরজীর মুদ্রিত কাগজ অত্রাদালতে গ্রহণ হইতে থাকে। আর এবিষয় অবগত ও ইস্তাহার দেওয়ার জন্য এই রোবকারীর এক২ খণ্ড নকল মাল ও দেওয়ানী আদালতে পাঠান যায় ইতি।

রোবকারী কাছারী ডিপুটী কমিসনরী, এজলাস শ্রীযুক্ত মেঃ জি, পিন, ডিপুটী কমিসনর সাহেব বাহাদুর, রাজ্য কুচবিহার, সন ১৮৭২ ১৮ আগষ্ট।

দৃষ্ট হইতেছে যে দাবী পরিমাণ বেশী মুল্যের মুদ্রিত কাগজের আরজী স্থলে প্রায়সঃই এক টাকা কি দুই টাকা মুল্যের মুদ্রিত কাগজে আরজী লিখিয়া, তাহার সঙ্গে মুল্য পূরণের সাদা মুদ্রিত কাগজ গ্রন্থিত করিয়া দেওয়ানী ও আপীল আদালতে আরজী দাখিল করিয়া থাকে। যদিও মুদ্রিত কাগজের নিয়মাবলীতে পূরা মুল্যের কাগজ অপ্রাপ্ত হইলে ঐরূপ নিয়মে কার্য্য পরিচালনের বিষয় লিখিত আছে; কিন্তু অত্র স্থলে মুদ্রিত আপীস থাকায়, যখন যে মুল্যের কাগজের আবশ্যক হয়, তাহা ভেণ্ডরদিগের নিকট না থাকিলে ঐ আপীস হইতেই পাইতে পারে, এবং ভেণ্ডরদিগের নিকট পূর্ব্বাহ্ণে টাকা দিলে তাহারাও আপীস হইতে আনিয়া দিতে পারে, এস্থলে উপরোক্ত প্রণালীতে আরজী দাখিল করা কোন২ উকিলদিগের লিখন পঠনের তাচ্ছল্যবই অন্য কিছু পরিগ্রহ হয় না। কেননা বেশী মুল্যের কাগজে আরজী লিখা হইলে তাহা আদালত কর্ত্তৃক অনিয়ম বিবেচনায় ফেরত হইলে কাগজের মুল্য বিচারত তাহাদের দেয় হয়, অল্প মুল্যের কাগজে লিখিলে যদ্যপিও কোন কারণে ফেরত হয়, তবে অল্প মুল্য বিবেচনায় আপনাপন মওয়াক্কেলের নিকট লইয়া থাকে এবং মওয়াক্কেলও অল্প টাকা বিবেচনায় উকিলগণ হইতে দণ্ড স্বরূপ লওয়ার সাহসিক না হইয়া নিজেই দিয়া থাকে। বিশেষ ঐরূপ আরজী আদি দাখিল হইলে নানারূপ গোলযোগ হইতে পারে অতএব ঐ নিয়ম পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বিবেচনায়—

হুকুম হইল যে—

ভবিষ্যতে যে পরিমাণ দাবী ঐ পরিমাণ মুল্যের কাগজে আরজী আদি লিখিত হইয়া দাখিল হইতে থাকে। মুল্য পূরণ বলিয়া কোন কাগজ কোন আদালতে লওয়া যাইবেক না। এবিষয় অবগত জন্য ইহার এক২ নকল বন্দোবস্ত আপীসে প্রেরণ হয় ও দ্বিতীয় ও তৃতীয়

নকল রোবকারী দেওয়ানী ও মাল কাছারীতে পাঠান যায়। আর ইহাও প্রকাশ থাকে যে, ঐ বিষয় অবঃস্থ সাহেব আয়েলকার ও আসিষ্টান্ট বাবুদেকও অবগত করান এবং অপর এক খণ্ড নকল রোবকারী মুদ্রিত আপীসে অত্রাদেশে প্রেরণ হয়, যে তাহার অধীনস্থ ভেণ্ডরদিগকে হরিয়েক মূল্যের কাগজ দেন; যদি তাহারা কেহ ঐরূপ সমুদয় কাগজ লইতে ইচ্ছা না করে, তবে তাহাকে কোন রকমের কাগজই দেওয়া যাবেক না এবং ঐ কার্য্য হইতে রহিত হইতে পারিবেক। এ বিষয় সকল ভেণ্ডরদিগকে বিশেষ রূপে অবগত করাইয়া দেন; আর যদি বেশী মূল্যের কোন কাগজ ভেণ্ডরগণ বিক্রয় করিতে না পারে, তবে তাহা ছেমাহিতে মুদ্রিত আপীসে দাখিল করিয়া তৎপরিবর্ত্তে অন্য কাগজ লইতে পারিবেক ও এই রাজধানীতে এবং মফঃস্বলে মোট কতজন ভেণ্ডর আছে তাহার কৈফিয়ত এ আদালতকে পর্য্যাপ্ত করান ইতি।

---

৬ নং, কুচবিহার, তারিখ ৩রা এপ্রিল ১৮৭৬ সাল।

কুচবিহারের ট্রেজারির কর্মচারী, বাবু কালীকাদাস দত্তর নিকট হইতে—

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বরাবর।

অবগত করাইতেছি যে, দলিলের নিমিত্ত যে মুদ্রিত কাগজ ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং আদালতে যে মুদ্রিত কাগজ দাখিল হইয়া থাকে, কুচবিহারে এপর্য্যন্ত তাহাদের কোন প্রভেদ করা হয় নাই, এবং তজ্জন্যই ১৮৭৪-৭৫ সালের বাৎসরিক রিপোর্টের উপর বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের গত ২১শে ফিব্রুয়ারির নির্দ্ধারণের ৭ পরিচ্ছেদে, কোর্টফি কাগজের এবং অন্যান্য সাধারণ কাগজের পৃথক২ আয় দেখাইবার জন্য যেরূপ লিখিত আছে সেরূপ পৃথক২ রূপে দেখাইতে পারা যায় না। এই দোষ সংশোধনের নিমিত্ত আমি প্রস্তাব করি যে, সম্প্রতি যে মোহর ব্যবহার হইতেছে ঐ মোহরের নীল ছাপার কাগজ ভবিষ্যতে

দলিলের জন্য ছাপাখানায় প্রস্তুত হউক, এবং যে লাল ছাপার কাগজ আমাদের তহবিলে প্রচুর পরিমাণে আছে তাহা আদালতে ব্যবহার হউক।

২। লাল ছাপার ।০ আনার ৩১,৫০০ তক্তা কাগজ আমাদের তহবিলে আছে। ।০ আনার কাগজ কেবল দলিলের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে বলিয়া, এই সমস্ত কাগজ শেষ না হইলে ।০ আনার নীল ছাপার কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে না।

এক আনা মূল্যের লাল ছাপার ১০০,০০০ তক্তা কাগজও তহবিলে আছে। অন্যান্য কাগজের সহিত এই কাগজ ইংলণ্ড হইতে পাওয়া হইয়াছিল, এবং কর্ণেল হটন সাহেব ভুলে এই কাগজের আদেশ দিয়াছিলেন, কেননা এক আনার কাগজ এখানে কখন ব্যবহৃত হয় নাই। এই কাগজের প্রত্যেক তক্তায় " আট আনা " এই কথা ছাপাইয়া এই কাগজকে আট আনার কাগজে পরিবর্ত্তন করিবার প্রার্থনা করি। এই পরিবর্ত্তিত কাগজ আট আনার কোর্টফির কাগজ বলিয়া ব্যবহৃত হইতে পারে। লাল ছাপার আট আনার কাগজ যাহা তহবিলে আছে, তাহা দলিলের নিমিত্ত ব্যবহৃত হইতে পারে। এই সমস্ত বাদে দলিলের অন্যান্য কাগজ নীল ছাপার হইবে। অধিকন্তু, যখন তহবিলস্থিত এক আনা, চারি আনা এবং আট আনার কাগজ শেষ হইবে, তখন দলিলের নিমিত্ত চারি আনার এবং আট আনার কাগজ নীল ছাপার হইবে। উপরোক্ত বর্জ্জিত নিয়ম না করিলে অনেক কাগজ নষ্ট হইবে, এবং নীল ছাপার চারি আনার এবং আট আনার কাগজ প্রস্তুত করিতে অনেক সময় নষ্ট হইবে।

৩। দুই বৎসর পূর্ব্বে এক আনার কাগজ একবার আট আনার কাগজে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছিল, সুতরাং এইরূপ পরিবর্ত্তন করা কঠিন হইবে না। ৮ টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের কাগজ ইংলণ্ড হইতে আনিত হয় নাই। ঐ সকল কাগজ এখানে প্রস্তুত হয়। নীল ছাপার কাগজও ঐ প্রকারে প্রস্তুত করিতে হইবে।

৪। উপরোক্ত প্রস্তাব সমূহ মঞ্জুর করিবার জন্য এবং আগামী ১লা মে কিম্বা তাহার পর হইতে এই পত্রের লিখিতমত কোর্টফির কাগজে দলিল করিলে ঐ দলিল অসিদ্ধ হইবে এবং ঐ তারিখ কিম্বা তাহার পর হইতে কোন দলিলের কাগজ কোর্টফির কাগজ বলিয়া কোন আদালতে কিম্বা আপীসে গ্রাহ্য হইবেক না এই মর্ম্মে ইস্তাহার প্রচার করিবার জন্য আপনি কমিসনর সাহেবকে বলেন আমার প্রার্থনা।

---

২৬৮ নং, কুচবিহার, তারিখ ৪ঠা এপ্রিল ১৮৭৬ সাল।

ডিপুটী কমিসনর সাহেবের আপীসের ভার প্রাপ্ত, দেওয়ান, বাবু কালীকাদাস দত্তর মেমো।

দেওয়ান ট্রেজারির কর্ম্মচারী স্বরূপে যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহা মঞ্জুরের জন্য অনুরোধ সহ কমিসনর সাহেবের নিকট নকল প্রেরিত হইল।

---

১৪ নং, কেম্প দার্জ্জিলিং, তারিখ ১২ই এপ্রিল ১৮৭৬ সাল।

কুচবিহার বিভাগের কমিসনর, লর্ড এচ, ইউলিক ব্রাউন সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বরাবর।

আপনার ১৮৭৬ সালের ৪ঠা এপ্রিল তারিখের ২৬৮ নং পত্রে, মুদ্রিত কাগজ ব্যবহারের যেরূপ পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিয়াছেন, ঐ পত্র সম্বন্ধে তাহা মঞ্জুর করিলাম। কিন্তু আমার ইচ্ছা যে আপনি এবং দেওয়ান বর্ত্তমান মুদ্রিত কাগজের মূল্যের পরিবর্ত্তনের কার্য্য এরূপ সাবধানের সহিত নির্ব্বাহ করিবেন যে, লোকে প্রবঞ্চনা করিয়া সরকারের আয়ের হানি না করে।

২। গবর্ণমেণ্ট যে প্রকারে আয় পৃথক২ করিতে বলিয়াছেন তাহা করা কত কঠিন বাৎসরিক রিপোর্টে বিবৃত করিতে হইবে।

ইস্তাহার নামা কাছারী ডিপুটী কমিসনরী, রাজ্য কুচবিহার, সন ১৮৭১, ইং তারিখ ৩রা আগষ্ট।

যেহেতু অত্রস্থ মহাজনান এবং অপরাপর ব্যক্তিগণ অত্রাদালতের প্রচারিত অর্থাৎ ১৮৭১ ইং ১৬ই মার্চ্চের রোবকারী ও ইস্তাহার মদ্ধারা মহাজনগণের খাতার বাকী তমসুকের ষ্ট্যাম্পের পরিমাণানুযায়ী ষ্টেম্প মোহর করা ও ঐ করজা খতের তুল্য মুল্যের ষ্ট্যাম্প এক মাস মধ্যে ষ্টেম্প না করিলে তদ্বিষয় উচিত জরিমানা ইত্যাদি সম্বন্ধে যে বিধান হয়, তাহা রহিতের প্রার্থনায় শ্রীলশ্রীযুক্ত কমিসনর সাহেব বাহাদুরের হুজুরে দরখাস্ত করায়, প্রশংসিত সাহেব বাহাদুর ঐ সম্বন্ধে অত্রাদালতের কৈফিয়ত তলব করাতে প্রথমতঃ বর্ত্তমানাব্দের ১১ই মের লিখিত ২৬৯ নং, তদনন্তর ২৫এ জুনের লিখিত ৩৫১ নং ইংরেজী চিটী প্রেরিত হয়। বর্ণনীয় কমিসনর সাহেব বাহাদুর ১লা জুলাইর লিখিত ৯৪ নং ইং চিটী দ্বারা ভুতপূর্ব্ব অফিসিয়েটিং ডিঃ কমিসনর, শ্রীলশ্রীযুক্ত মেঃ বেকেট সাহেবের হুকুম রহিত করিয়া এই আদেশ করিয়াছেন যে, ভবিষ্যতে খাতার বাকী নালীশ উপস্থিত করা কালীন পূর্ব্ব নিয়ম মত বাকীদারের মুদ্রিত কাগজের নকল করিয়া মোকদ্দমায় দাখিল করিতে হইবে। মুদ্রিত কাগজের মূল্য দাবীর পরিমাণানুসারে নির্দ্ধাতি হইবে, তৎসম্বন্ধে এপক্ষ যে প্রস্তাব করেন তাহা মঞ্জুর হইয়াছে। অতএব এতদ্দারা সর্ব্বসাধারণ জনগণকে জানান যাইতেছে যে, ভবিষ্যতে খাতার বাকীর নালীশ করিতে হইলে নিম্ন লিখিত নিয়মানুসারে হিসাবের নকল মুদ্রিত কাগজে লিখিয়া আরজী সহ দাখিল করিতে থাকে। প্রকাশ থাকে যে তমাদি আইনের লিখিত মেয়াদ পরিবর্ত্তন এবং সুদের হার বৃদ্ধির বিষয় মহাজনেরা যে প্রার্থনা করিয়াছিল তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে ইতি।

মুদ্রিত কাগজের মূল্যের পরিমাণের নিয়ম।

দাবীর পরিমাণ ১০০ টাকা পর্য্যন্ত হইলে হিসাবের নকল ১ টাকা মুল্যের কাগজে দাখিল করিতে হইবেক। তদূর্দ্ধ হইলে প্রতি শত অথবা তাহার ভগ্নাংশের জন্য ১। ১ এক২ টাকার লাগিবেক ইতি।

হুকুম হইল যে—

অত্র ইস্তাহার রীতিমত যোনাদির দ্বারা জারী করিয়া রিপোর্ট সহ হুজুরে উপস্থিত করনার্থ এ আদালতের নায়েব নাজিরের হাওলা করা যায়। আর এই ইস্তাহারের এক২ নকল মাল কাছারী এবং আদালত দেওয়ানীতে প্রেরিত হয়। দেওয়ানীর শ্রীযুত আহেলকার বাবু রীতিমত জারী করাইয়া তৎরিটার্ণ এখানে পাঠান এবং মহকুমা হায়ে জারী হওয়া সম্বন্ধে উচিত বন্দোবস্ত করেন ইতি। ১৮৭৭, ইং তারিখ ৭ই আগষ্ট।

সরকারী রাজস্ব।

ষষ্ঠ অধ্যায়—সরকারী বাকী রাজস্ব জন্য নিলাম।

দস্তরল আমল প্রকাশিত রেভিনিউ কমিসনরী, শ্রীলশ্রীযুক্ত কর্ণেল জে, সি, হটন, কমিসনর সাহেব বাহাদুর, রাজ্য কুচবিহার, সন ১৮৬৪, ইং ১৭ই আগষ্ট। মোতাবেক ১২৭১ সন, ২রা ভাদ্র।

যেহেতু সবদল নস্য জমাদার বাদী নিকাসীর কার্য্যকারকের কৃত নিলাম রহিতের প্রার্থনায় হুজুরে দরখাস্ত করায়, নিকাসীর কার্য্য-কারকের কৈফিয়তে বাদী ও তস্য ভ্রাতার নিকট সরকারের বাকী রাজস্বের পাওনা দরুন, কিস্তিবন্দির কিস্তিখেলাপি টাকার জন্য বাদীর এক জোত নিকাসী হইতে ১১ই আষাঢ় নিলামের দিন অবধারিতে, ১০ই আষাঢ় মোহরত ইস্তাহার জারী করিয়া নিলাম করা প্রকাশে ঐ নিলাম

বিধি বহির্ভূত জানিয়া মন্তরদ করা গিয়াছে। কিন্তু ইস্তাহার জারী হওয়া মাত্র অতি সত্বরে নিলাম হওয়ার যে অতি কুরীতি দৃষ্ট হয়, তাহা রহিত করিয়া বাকী রাজস্ব অথবা অন্য যে কোন দাওয়া ভূমির বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে, তাহার বাবদ বাকীর জন্য যে সকল নিলাম হইবেক তদসম্বন্ধে এক নিয়ম অবধারিত করা উচিত বিবেচনায় নীচের লিখিত মত হুকুম হইল।

১। বাকী রাজস্ব অথবা অন্য যে কোন দাওয়া ভূমির বাকী মাল গুজারীর ন্যায় আদায় হইয়া থাকে, ঐরূপ বাকী আদায় জন্য বাকীদার ব্যক্তির স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক হইলে, প্রথমতঃ তাহার বাকী আদায় জন্য এক দিন অবধারিত করতঃ বাকীর সংখ্যাবন্ধে বাকীদারকে এত্তালা দিতে হইবেক। ঐ দিবস এত্তালা দেওয়ার তারিখ হইতে ১৫ দিবসের কম ও ২০ দিবসের বেশী না হয় ইতি।

২। প্রথম ধারার লিখিত এত্তালা ক্রোক হওয়া সম্পত্তি যে স্থলে থাকে তথায় ও বাকীদারের বাসস্থলে অর্থাৎ যাহাতে বাকীদার ব্যক্তি জ্ঞাত হইতে পারে, ঐরূপ সতর্কতার সহিত ঐ এত্তালা জারী করিতে হইবেক ইতি।

৩। বাকীদারকে তাহার বাকী আদায় জন্য শেষ যে দিন অবধারিত করা যায় ঐ দিন সূর্য্যাস্তের সময় পর্য্যন্ত যদ্যপি বাকীদার আপন দেনা আদায় না করে, তবে তদ্‌পর যত শীঘ্র সম্ভবে নিলামের তারিখ অবধারিতে নিলামী ইস্তাহার জারী করিতে হইবেক এবং ঐ ইস্তাহারের যে বাবদে যত টাকা বাকী ও ক্রোকি বস্তু স্থাবর কি অস্থাবর এবং তাহা যে স্থানে থাকে এবং যে তারিখে, যে মোকামে, যে সময় নিলাম আরম্ভ হইবেক তাহার বেওরা লিখিত থাকিবে, আর ঐ ইস্তাহার নিলামের ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারক যে তারিখে প্রচার করিবেন ঐ তারিখ হইতে ১৫ পোনর দিনের কম ও ৩০ দিনের বেশী না হয় এমত লেহাজে নিলামের দিন অবধারিত করিতে হইবেক ইতি।

৪। ঐ ইস্তাহার সর্ব্বসাধারণের দৃষ্ট গোচর স্থানে নিলামের ক্ষমতা প্রাপ্ত কার্য্যকারক আপন কাছারীতে এবং ক্রোকি মহাল স্থাবর হইলে ঐ মহালের উপর লটকাইবেন ও ঢোলাদির দ্বারায় জারী করিবেন এবং তাহার এক নকল আদালত দেওয়ানীর কাছারীতে সর্ব্ব লোকের দৃষ্ট গোচর স্থানে লটকাইয়া দেওয়ার বাসনায় রীতিমত প্রেরণ করিতে হইবেক ইতি।

৫। উপরোক্ত ম্যাদ মধ্যেও যদি বাকীদার আপন দেনা আদায় না করে, তবে নিরূপিত দিনে নিলাম আরম্ভ হইবেক এবং যে ব্যক্তি অতি উচ্চ মূল্যে ডাকিবেক তাহার ডাক মঞ্জুর করা যাইবেক ইতি।

৬। যে ব্যক্তির ডাক মঞ্জুর হইবেক তাহার কর্ত্তব্য যে, তৎক্ষণাৎ মূল্যের টাকার চতুর্থাংশের একাংশ বায়না স্বরূপ দাখিল করে, এবং নিলামের তারিখ হইতে ৩০ দিবসের মধ্যে সমুদয় টাকা অর্থাৎ বাকী ত্রিয়াংশ মূল্য দাখিল করিবেক, তাহা না করিলে বায়না স্বরূপ যে টাকা দাখিল করিবেক তাহা সরকারে জব্দ হইয়া ঐ বস্তু অর্থাৎ মহাল পুনরায় ১৫ রোজ ম্যাদে ইস্তাহার জারী করিয়া নিলাম করিতে হইবেক এবং শেষ নিলামে পূর্ব্ব ডাকের কম হইলে, যে কদর কম হইবে তাহা পূর্ব্ব নিলামের ডাকনিয়ার নিকট হইতে আদায় করা যাবেক কিন্তু অস্থাবর বস্তুর নিলামী মূল্য তৎক্ষণাৎ খরিদারের পাস আদায় করিতে হইবেক ইতি।

৭। উপরোক্ত নিয়মানুসারে যে নিলাম হয় ঐ নিলামের টাকা যদি দাখিল হইয়া থাকে ও আপীল না হয়, তবে নিলামের তারিখ হইতে ৩০ দিনের দিন দুই প্রহরের সময় উক্ত নিলাম চুড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক। যদ্যপি প্রস্তাবিত নিলাম বেজাবেদা হওয়া কি অন্য কোন কারণে মস্তরদের প্রার্থানায় হুজুরে আপীল করে, তবে ঐ আপীল নিলামের তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে করিতে হইবেক, এবং উক্ত ৩০ দিনের পূর্ব্বে আপীলে নিলাম বহাল থাকিলে ও ৩০ দিন সম্পূর্ণ না হইলে

নিলাম চূড়ান্ত ও সিদ্ধ হইবেক না কিন্তু ৩০ দিনের পর আপীল নিষ্পত্তি হইলে যে তারিখে আপীল নিষ্পত্তি হয় ঐ তারিখে নিলাম সিদ্ধ কি অসিদ্ধ যে হুকুম হয় তাহাই হইবেক ইতি।

৮। উক্ত ৩০ দিন অন্তে নিলামের ক্ষমতা প্রাপ্ত কার্য্যকারক নিলাম খরিদারকে এক সার্টফিকেট দিবেন এবং শোরাত ইস্তাহার দ্বারায় দখল দেওয়াইবেন।

৯। উপরোক্ত হুকুমের মতাচরণ জন্য এই দস্তুরল আমলের নকল দেওয়ান ও মাল যাহাতের অন্যান্য কার্য্যকারকের নিকট পাঠান যায়, এবং দ্বিতীয় এক নকল অত্রাপীসের নাজিরের মারফত ঢোলাদি দ্বারায় রাজধানীতে প্রচার করিয়া আপীসে লটকাইয়া দেওয়া যায় ইতি।

১০। যে কাছারীতে যে মহাল নিলাম হইবে তাহা ঐ কাছারীর কার্য্যকারক অথবা আমলা মোলাজেমান কেহ স্বনামে ও বিনামীতে খরিদ করিতে পারিবেক না, যদি চক্রান্তের সাত কেহ এই হুকুমের বিরুদ্ধে খরিদ করা প্রকাশ ও প্রমাণ হয়, তবে ঐ নিলাম কোলেন্দা ও খরিদার উভয়েই সমুচিত শাস্তি প্রাপ্ত হইবেক ইতি।

৪৬০টি নং, থরসং, তারিখ ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৭১ সাল।

কুচবিহার বিভাগের কমিসনর, কর্ণেল জে, সি, হটন, সি, এস্, আই, সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বরাবর।

আপনার বিগত মাসের ২২এ তারিখের ১৭৭ নং পত্র সম্বন্ধে আমার মত এই যে, যখন কুচবিহারের ভুমিতে লোকে একাএক রাজার নিকট হইতে পত্তন হইবে, তখন তিন বৎসরের অধিক কালের খাজানার জন্য ঐ ভুমিকে দায়ী করা প্রয়োজন হইবে না। যাহা হউক এই পরিমাণের খাজানা বাকী পড়া উচিত নহে।

৭৫১ নং, কুচবিহার, তারিখ ২৪এ নবেম্বর ১৮৭৩ সাল।

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর, টি, স্মিথ, সাহেবের নিকট হইতে—
কুচবিহারের দেওয়ানের বরাবর।

আপনার গত ১৯এ সেপ্টম্বরের ২৭০ নং পত্র সম্বন্ধে, অংশ পৃথকের মোকদ্দমায় ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৩১ ধারা প্রয়োগের আপনি যে প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা মঞ্জুর করিলাম।

পাট্টার ফারম।

৩ দফা। এই কবুলীয়তের লিখিত কিস্তি অনুসারে যে টাকা আমার রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইল তাহা কর আদায়ের জন্য যে ব্যক্তি নিযুক্ত হইবেন তাঁহাকে দিব এবং রসীদ লইব। ঐ টাকা আদায়ের প্রমাণ কেবল রসীদ ভিন্ন অন্য দলিল গ্রাহ্য হইবেক না। যদি আমি কিস্তি অনুসারে টাকা দিতে ত্রুটি করি তবে আমার জোত সরকারে বদ্ধ হইয়া বিক্রয় হইবেক।

---

৪৯ নং, কুচবিহার, ১৮ই জানুয়ারি ১৮৭৫ সাল।

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর, টি, স্মিথ সাহেবের নিকট হইতে—
কুচবিহারের দেওয়ানের বরাবর।

সরকারী বাকী রাজস্বের নিলাম বিষয়ে আপনার ১৮৭৪ সালের ৬ই নবেম্বর তারিখের ৫২৩ নং পত্র সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যে, আপনার মত বিশুদ্ধ, এবং গভর্ণমেণ্ট প্রদেশে যেরূপ নিলামী ইস্তাহার জারী হইয়া থাকে, সেইরূপ নিলামী ইস্তাহার ভিন্ন খাস তহশীলের নিয়ম প্রচলিতের পর হইতে কমিসনর সাহেবের আদেশ* অনুসারে অন্য নুটীশ প্রচারের নিষ্প্রয়োজন।

* বন্দোবস্তের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের ১৮৭২ সালের ১৬ই জানুয়ারি তারিখের ২৬৪ নং পত্রের ১১ পরিচ্ছেদে কমিসনর সাহেবের হুকুম।

নিলাম রদের দরখাস্ত সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যে, এইরূপ দরখাস্ত আপনিই গ্রহণ করিবেন এবং আপনার মত লিখিয়া নিষ্পত্তির জন্য আমার অপীসে প্রেরণ করিবেন। মহকুমার কর্ম্মচারীরা যে নিলাম করেন, তাহা রদের দরখাস্ত মহকুমার কর্ম্মচারীরা গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহারা তাঁহাদের মত লিখিয়া নিষ্পত্তির জন্য আপনার আপীসে প্রেরণ করিবেন।

কমিসনর সাহেবের ১৮৭২ সালের ১লা মার্চ তারিখের ২৩৬টি নং পত্র।

জোতদারদের দরখাস্ত।	দেওয়ানের মন্তব্য।
১২। নূতন পাট্টার ৩ দফায় লিখিত আছে, যে কিস্তির তারিখে কোন জোতদার রাজস্ব না দিলে তাহার জোত নিলাম হইবে। এইটি যুক্তি সঙ্গত বটে কিন্তু এদেশের প্রজাদের অবস্থা ভাল নহে বলিয়া আমাদের প্রার্থনা যে, কর্ত্তৃপক্ষেরা এই আদেশ দেন যে, কোন জোতদার খাজানা না দিলে প্রথমতঃ তাহার নামে এস্তালানামা জারী হয়, এবং তাহাতেও সে যদি খাজানা না দেয়, তাহা হইলে তাহার জোত নিলাম হয়, এবং পোন বাহার টাকা হইতে সরকারী প্রাপ্য পরিশোধ লইয়া অবশিষ্ট টাকা তাহাকে ফেরত দেওয়া হয়।	১২। বোধ করি পাট্টার তিন দফার ব্যবহৃত "জন্য" শব্দের প্রতি জোতদারদের আপত্তি। আমরা পাট্টার যে পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়াছিলাম, তাহাতে এই শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। আমার মতে পণ কাজিলের টাকা নিয়ম লঙ্ঘী জোতদারদিগকে দেওয়া উচিত। প্রত্যেক স্থলেই এস্তালা নামা জারী করা আমার অভিপ্রায় নহে, কেননা ইহাতে আদায়ের বিলম্ব হয়, এবং আদায়ের কর্ম্মচারীগণকে অনেক অনাবশ্যকীয় কার্য্য করিতে হয়। কিস্তির তারিখে খাজানা দেওয়া কর্ত্তব্য তাহা জোতদারেরা অবগত আছে; সুতরাং খাজানা দেওয়ার জন্য তাহাদিগকে নুটীশ দেওয়া অনাবশ্যক। যাহা হউক নিলামের তারিখের পূর্ব্বে মায় খরচা, খাজানা পরিশোধ করিলে নিলাম স্থগিত রাখা আমার মত। আমি কার্য্যতঃ জানিয়াছি যে, কেবল পরে সময় দেওয়া হয় বলিয়া অনেকে কিস্তির সময় খাজানা দেয় না।

ডিপুটী কমিসনর সাহেবের মন্তব্য।	কমিসনর সাহেবের আদেশ।
১২। দেওয়ান যাহা বলেন তাহাতে আমি ঐক্য হইলাম।	১২। বাকী রাজস্বের জন্য ভূমি নিলাম হইলে, নিলাম খরিদার ঐ ভূমির সম্পূর্ণ জমা দিতে যদি স্বীকার করে, তাহা হইলে পণ কাজিলী টাকা জোতদারকে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। কিন্তু কেহ যদি খাজানা দিতে এবং ঐ খাজানার জন্য জামিন দিতে স্বীকার না করে তাহা হইলে জোত সরকারে জব্দ হইবে। ২। বঙ্গদেশের প্রচলিত নিয়মানুসারে যে নিলামী ইস্তাহার হয় সেইরূপ ইস্তাহারেই প্রচুর। অন্য কোন প্রকার নুটীশ দেওয়া যাইবে না।

সরকারী রাজস্ব।

সপ্তম অধ্যায়—বাটওয়ারা।

রোবকারী কুচবিহার বিভাগের কমিসনর, শ্রীযুক্ত কর্ণেল জে, সি, হটন, সি, এস্, আই, সাহেব বাহাদুরের বৈঠক, উপস্থিত মোকাম জলপাইগুড়ী, সন ১৮৬৯, ৩রা আগষ্ট।

বন্দোবস্তের শ্রীযুত ডিপুটী কালেক্টর মহাশয়ের প্রেরিত পত্রগণে রহিমগঞ্জস্থ সেখ পানাউল্লা প্রধান প্রভৃতির মোট ৫ কেতা দরখাস্ত আগত হইয়া প্রণিধানে তাহাদের খরিদা জোতের অংশ বিভাগ পূর্ব্বক পাট্টা পাইবার প্রার্থনা জানা গেল। এই প্রকারের বাটওয়ারা ১৮১৪ সালের ১৯ আইনানুসারে হওয়া কর্ত্তব্য। অতএব হুকুম হইল যে, কুচবিহারের এলাকাতে নিম্নলিখিত নিয়মানুসারে বাটওয়ারা সম্বন্ধে মীমাংসা হইবেক।

১। কোন কবালা খরিদার অথবা মৌরসী অংশীদার আপন আপন ভূমি বাটওয়ারার ইচ্ছা করিলে জরিপ কালীন ডিপুটী কালেক্টরের কর্ত্তব্য যে ঐ বিষয়ের বৃত্তান্ত ঘটিত ইস্তাহার ১৫ দিবস ম্যাদে সরে জমীনে জারী করিয়া তাহার এক২ খণ্ড নকল দেওয়ানী, ফৌজদারী ও মালকাছারী এবং ডিপুটী কমিসনরীতে প্রচার করেন। যদ্যপি ঐ ম্যাদ মধ্যে কেহ আপত্তিকারী উপস্থিত না হয় তবে বাটওয়ারা করিয়া শ্রীযুত ডিপুটী কমিসনর সাহেব সমীপে রিপোর্ট করিবেন। আর প্রশংসিত সাহেব সরকারের কোন ক্ষতি বিবেচনা না করিলে ঐ বাটওয়ারা মঞ্জুর করেন।

২। বাটওয়ারার মঞ্জুরির কোন হানি বিবেচনা হইলে কারণ দর্শাইয়া ডিপুটী কমিসনর সাহেব উচিত আদেশ জন্য এ আদালতে রিপোর্ট করেন।

৩। বাটওয়ারা হওয়ার সরকারের কোন হানি সম্ভাবনা থাকিলে, প্রথমতঃ যে তারিখে ইস্তাহার জারী হইবেক ঐ তারিখ হইতে ৩ মাস গতে বাটওয়ারা মঞ্জুরি আদেশ প্রচার করিবেন।

৪। ১৫ দিনের মধ্যে ডিপুটী কালেক্টরের নিটক কোন ব্যক্তি আপত্তি দর্শাইলে বাটওয়ারা না করিয়া উচিত আদালত অবলম্বন পূর্ব্বক বিবাদ ভঞ্জন করিয়া প্রার্থিত হইবার বিষয় উপদেশ করিবেন।

৫। বাটওয়ারার দরখাস্ত করুনিয়া ব্যক্তির কোন স্বত্ব নাই উল্লেখে কোন ব্যক্তি ৩ মাসের মধ্যে ডিপুটী কমিসনর সাহেব সমীপে আপত্তি দর্শাইলে দেওয়ানী আদালত হইতে মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত বাটওয়ারা মঞ্জুরি স্থগিত রাখিবেন।

৬। কুচবিহারের এলাকায় বাটওয়ারার সম্বন্ধে ১৮১৪ সালের ১৯ আইন সম্পূর্ণ রূপে চলিত হওয়ার জন্যে ইস্তাহার সর্ব্বত্র বিশেষতঃ জরীপের স্থলে জারী হয়।

এই হুকুম প্রতিপালন জন্য ইহার এক খণ্ড নকল ডিপুটী কমিসনর সাহেবের সমীপে পাঠাইয়া দরখাস্তকারীগণের সম্বন্ধে এই হুকুম প্রতিপালন হওয়ার জন্য আগতীয় দরখাস্ত ইহার নকল সহ বন্দোবস্তের শ্রীযুত ডিপুটী কালেক্টর মহাশয় সদনে ফেরত পাঠান যায়। আর প্রকাশ থাকে যে বাটওয়ারার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে২ সমস্ত আদেশ হইয়াছে তাহা ইহার দ্বারা রহিত হইল। *

---

* এই সমস্ত নিয়ম বন্দোবস্ত দায়ের থাকা সময়ে অবধারিত হইয়াছিল। তখন একজন ডিপুটী কালেক্টর ছিলেন, এক্ষণে নাই। এই নিয়ম কতক পরিমাণে অপ্রচলিত হইয়াছে। ১৮১৪ সালের ১৯ আইনে যে কার্য্য প্রণালী লিখিত আছে তাহা জটিল, এবং তদনুসারে বাস্তবিক কখন কার্য্য হয় নাই, বড়২ জমীদারী অংশ করাই ঐ কার্য্য প্রণালীর উদ্দেশ্য।

কুচবিহারে অল্প বাটওয়ারা হয়। বৎসরে গড়ে ৬ টার অধিক হয় না, এবং এই সমস্ত সাধারণতঃ দেওয়ান আপোষে নিষ্পত্তি করিয়া দেন। ডিপুটী কমিসনর সাহেবের নিকট আপীল আছে। কিন্তু আমার কার্য্য সময়ে এই প্রকারের একটি আপীলও প্রাপ্ত হই নাই।

৪৪নং, কুচবিহার, তারিখ ৩১এ জানুয়ারি ১৮৭৩ সাল।

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর, টি, স্মিথ সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের দেওয়ানের বরাবর।

আপনার ৯ই তারিখের ৩৬৪ নং পত্রের ২ পরিচ্ছেদ সম্বন্ধে অবগত করাইতেছি যে, অংশ পৃথকের মোকদ্দমা সমস্ত নিষ্পত্তি করিতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের বিধি অনুসারে যত দূর সম্ভব কার্য্য করিবেন। অবগত আছি যে এপর্য্যন্ত এই বিধি অনুসারেই কার্য্য হইতেছে।

---

৪৩৬ নং, কুচবিহার, তারিখ ১৭ই ফিব্রুয়ারি ১৮৭৩ সাল।

কুচবিহার বিভাগের কমিসনর সাহেবের পারসনেল আসিষ্টাণ্টের নিকট হইতে—

কোচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বরাবর।

জোতদারী ১০ টাকা জমাই ন্যুন পরিমাণ অবধারণ করিবার যে প্রস্তাব তাহা আপনার গত ৩১এ জানুয়ারির ৪৫নং পত্রের উত্তরে দুই বৎসরের জন্য মঞ্জুর করিলাম। করপ্রদ ভূমির অংশের জমা এই জমার ন্যুন হইলে, উক্ত অংশ ভবিষ্যতে (তৌজিতে) লিখিত হইবে না। এই বন্দোবস্ত পরীক্ষার নিমিত্ত হইল বিবেচনা করিতে হইবে, এবং এই নিয়ম কিরূপে চলে এক বৎসর পরে ডিপুটী কমিসনর সাহেব রিপোর্ট করিবেন।

সরকারী রাজস্ব।

অষ্টম অধ্যায়।—রাজপালিতদের মহাল।

---

৩৩৭ নং, কুচবিহার, তারিখ ২৬এ এপ্রিল ১৮৭৫ সাল।

কুচবিহারের একটিং ডিপুটী কমিসনর, ডব্লিউ, ও, এ, বেকেট সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহার বিভাগের কমিসনর সাহেবের বরাবর।

দেওয়ানী আদালত এবং মাল কাছারী কর্ত্তৃক যে সমস্ত মহাল ক্রোক হইয়াছে ঐ সমস্ত মহাল সম্বন্ধে পার্শ্বের* লিখিত পত্রের নকল আপনার আপীসের গত মাসের ১২ই তারিখের ১০০ নং মেমো সম্বন্ধে প্রেরণ করিতেছি, এবং ঐ সম্বন্ধে আমার অনুরোধ যে সমস্ত ক্রোকি মহাল এক আপীসের তত্ত্বাধীনে থাকে এবং ঐ আপীসকে কুচবিহার রাজ্যের ওয়ার্ডের আপীস বলা হয়। * * * * * *

* দেওয়ানী আহেলকারের ১৮৭৫ সালের ২৭এ ফিব্রুয়ারি তারিখের ৫৬ নং পত্র।

দেওয়ানের ১৮৭৫ সালের ২১এ এপ্রিল তারিখের ৩১নং পত্র।

শতকরা ৫ টাকা করিয়া ফি আদায় হইয়া উপরোক্ত খরচ বাদে যাহা উদ্বর্ত্ত থাকিবে তাহা সরকার যে ঝুকি ও কষ্ট লন তজ্জন্য সরকারে জমা হইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।—কেবল এই উদ্ধৃতাংশ এবং ইহার মঞ্জুরি পত্রের অনুবলেই কুচবিহারের কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ স্থাপিত হইয়াছে

২। এই প্রকারে যে সমস্ত মহালের কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে তাহার সীমা থাকা উচিত, এবং আমার অনুরোধ যে ১০০ টাকার ন্যূন যে মহালের আয় তাহার কার্য্যভার গৃহীত না হয়।

---

১০১ নং, দার্জ্জিলিং, তারিখ ২৮এ মে ১৮৭৫ সাল।

কুচবিহার বিভাগের কমিসনর, এফ্, আর্, ককরেল সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বরাবর।

আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী ডিপুটী কমিসনর সাহেবের গত মাসের ২৩এ তারিখের ৩৩৭ নং পত্রে, ক্রোকি মহাল সংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য সুচারু রূপে পর্য্যাবেক্ষণের নিমিত্ত যে বিশেষ সেরেস্তা (ষ্টাব্লিসমেণ্ট) সংস্থাপনা করিবার প্রস্তাব ছিল তাহা ঐ পত্র সম্বন্ধে মঞ্জুর করিলাম, কিন্তু তজ্জন্য যাহা ব্যয় হইবে তাহা কখনই কি ইত্যাদির দ্বারা যে আয় হয় তাহার অতিরিক্ত হইবে না। যদি কি ইত্যাদি কমিয়া যায়, তাহা হইলে সেরেস্তা (ষ্টাব্লিসমেণ্ট)ও সেই পরিমাণে কমাইতে হইবে। সরকারের নিজের কোন খরচ হইয়া প্রস্তাবিত বন্দোবস্তের কার্য্য চলে ইহাতে আমি সম্মত হইতে পারি না।

২। উদ্বর্ত্ত আয় পাকতঃ সরকারের প্রাপ্য বলিয়া গণ্য করিবার জন্য আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী ডিপুটী কমিসনর সাহেব যে শেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা মনোনীত করিলাম না।

৩। এই উদ্বর্ত্ত টাকা ভবিষ্যতে স্থল বিশেষে প্রয়োজনানুসারে খরচের জন্য থাকিবে।

ক্রোক তহশীল বিভাগের বাকী খাজানা সম্বন্ধে কমিসনর সাহেবের ১৮৭৮ সালের ২৭এ ফিব্রুয়ারি তারিখের ২৭৭ নং পত্র হইতে উদ্ধৃত।

২। আপনি যে সরাসরী কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, অবস্থানুসারে তাহা অবলম্বনের নিমিত্ত ক্ষমতা অর্পণ করিলাম।

২৩ নং, কুচবিহার, তারিখ ১৩ই এপ্রিল ১৮৭৮ সাল।

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের ভারপ্রাপ্ত, ফৌজদারী আহেলকারের বরাবর।

ক্রোক এবং রাজা-দুপাদিত্ত ব্যক্তি গণের বর্থান সংক্রান্ত।

আপনার ১১ই তারিখের ২নং পত্র সম্বন্ধে আমার ইচ্ছা যে, আপনি যে বর্ত্তমান বাকী রাজস্ব সরাসরী রূপে আদায় করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, ঐ বাকী রাজস্বের এক তালিকা প্রস্তুত করিবেন এবং তাহা দেওয়ানের নিকট প্রেরণ করিবেন। কমিসনর সাহেব তাঁহার পরিদর্শন সময়ে যে বন্দোবস্ত মৌখিক মঞ্জুর করিয়াছিলেন ঐ বন্দোবস্ত অনুসারে এবং এই বিষয়ের পূর্ব্বের চিটী পত্র অনুসারে, দেওয়ান এই বাকী আদায়ের আবশ্যকীয় উপায় অবলম্বন করিবেন।

২৪ নং, ডিপুটী কমিসনর সাহেবের আপীস, কুচবিহার, তারিখ ১৩ই এপ্রিল ১৮৭৮ সাল।

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর, জি, টি, ডল্টন সাহেবের মেমো।

অবগতির জন্য এবং ঐরূপ আচরণের জন্য পূর্ব্বোক্ত পত্রের নকল কুচবিহারের দেওয়ানের নিকট প্রেরিত হইল।

২। ক্রোক সেরেস্তার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, দেওয়ানের অধীনে যে হিসাব পাঠাইবেন ঐ হিসাবের লিখিত সমস্ত বাকী বাজেয়াপ্ত জায়গীর ইত্যাদির রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে যে কার্য্য প্রণালী মঞ্জুর হইয়াছিল সেই কার্য্য প্রণালী অনুসারে দেওয়ান সরাসরী রূপে আদায় করিবেন।

৪৩১ নং।

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর, জি, টি, ডল্টন সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ক্রোক মহাল এবং রাজানুপালিত ব্যক্তিদের মহালের ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারীর বরাবর।

ক্রোক এবং রাজানুপালিত ব্যক্তি গণের মহাল সংক্রান্ত।

রাজানুপালিত ব্যক্তিগণের এবং অযোগ্য ভূম্যাধিকারীগণের মহালের কার্য্য উত্তমরূপে পরিচালনার জন্য আপনি যে প্রস্তাবনা করিয়াছেন এবং যে সেরেস্তা (ষ্টাব্লিসমেণ্ট) স্থাপনা করিবার জন্য লিখিয়াছেন, তাহা আপনার গত ১লা জুলাইর ১৩ নং পত্র সম্বন্ধে মঞ্জুর করিলাম।

ম্যানেজার এবং তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

১। প্রত্যেক ম্যানেজার স্বীয় পদের বলে যে সকল কাগজ পত্র, দলিল, নিদর্শন পত্র ও লিপি সম্পাদন করেন তাহাতে তিনি স্বাক্ষর করিয়া মোহর বসাইবেন, এবং যে রাজানুপালিত ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম করেন তাহার ম্যানেজার বলিয়া স্বীয় স্বাক্ষরের পর বর্ণনা করিবেন, এবং রাজানুপালিত ব্যক্তির পারিবারিক যে সকল মোহর ম্যানেজারের ক্ষমতার ও কর্ত্তৃত্বের মধ্যে আইসে, মহালের কর্ত্তৃত্ব ভার যে কর্ম্মচারী প্রতি থাকে, ম্যানেজার তাঁহার হস্তে ঐ সকল মোহর অর্পণ করিবেন এবং উক্ত কর্ম্মচারী যে স্থানে আজ্ঞা দিবেন ঐ স্থানে ঐ সকল মোহর রাখিতে হইবে।

২। মহালের প্রত্যেক ম্যানেজার আপনার ম্যানেজারী পদের ক্ষমতা পত্র পাইবার পূর্ব্বে ঐ পদের কার্য্য উপযুক্ত মতে সম্পাদন করিবার জন্য জামিন দিবেন, এবং যিনি তৎকালে ওয়ার্ডেসের ভার-প্রাপ্ত কর্ম্মচারী হন তাঁহার নিকট নিম্ন লিখিত পাঠে অঙ্গীকার পত্র লিখিয়া দিবেন:—

আমি শ্রী অমুক স্বেচ্ছামতে অমুক স্থানের অযোগ্য ভূম্যাধিকারী অমুকের মহালের কার্য্যাধ্যক্ষতা গ্রহণ করিয়া কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের

ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট এতদ্দ্বারা এই অঙ্গীকার করিতেছি যে, উক্ত ভূম্যাধিকারীর পক্ষে পরিশ্রম সহকারে এবং বিশ্বস্ত রূপে উক্ত মহালের কার্য্য করিব, এবং উক্ত ভূম্যাধিকারীর সত্যার্থে উক্ত মহালের উন্নতি করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব ও আমার নিজের মহাল হইলে যেমন করিতাম উক্ত ভূম্যাধিকারীর স্বার্থ রক্ষা করিতে সর্ব্বপ্রকারে সেইরূপ করিব। আরও কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের উক্ত ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট অঙ্গীকার করিতেছি যে, কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেব কর্ত্তৃক যে সমস্ত নিয়ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবধারিত ও মঞ্জুর হইয়াছে, তাহা সর্ব্বপ্রকারে প্রতিপালন করিব এবং কার্য্যাধ্যক্ষ স্বরূপ আমাকে যে বেতন দেওয়া যায় তদ্ভিন্ন কার্য্যাধ্যক্ষতা দ্বারা আপনার লভ্য উৎপন্ন করিব না, এবং অধ্যক্ষ স্বরূপ আমার বিশ্বাস ঘাতকতা, কি অমনো-যোগিতা, কি কর্ত্তব্য কর্ম্মের ত্রুটি আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ হইলে, আমি ক্ষতি শোধ স্বরূপ কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের ভারপ্রাপ্ত উক্ত কর্ম্মচারীকে টাকা দিব।

নাবালক মনমোহন বক্সী ও তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী ও নাবালিকা বিন্দুবাসিনী দাস্যা এই তিন জনের মহালের এবং অন্যান্য মহালের যাহারা ম্যানেজার নিযুক্ত হইবে তাহাদের প্রত্যেককে ২,০০০ টাকা করিয়া জামিন দিতে হইবে। সবডিবিজানের আপীসের যে সমস্ত আমলা ক্রোকি মহালের এবং নাবালকগণের মহালের কার্য্য সম্পাদন করিবে, সেই সমস্ত আমলাকে তাহাদের প্রতি যে সম্পত্তির ভার থকিবে, ঐ সম্পত্তির ম্যানেজার গণ্য করা যাইবে এবং তাহাদিগের প্রত্যেককে ৩০০ টাকা করিয়া জামিন দিতে হইবে। ঐ কর্ম্মচারীরা সাজওয়ালও হইতে পারিবে।

৩। কার্য্যাধ্যক্ষের নিবন্ধন পত্রের নিয়মানুসারে যে টাকা আদায় হইবে তাহা রাজানুপালিতের মহালের হিসাবে জমা হইবে।

৪। ম্যানেজারের অধীনে কর্ম্ম করিবার জন্য যত জন কর্ম্মকারকের প্রয়োজন তাহা কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী নির্দ্ধার্য্য

করিবেন। কর্ম্মকারক পদে যাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে, তাহাদিগকে কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী মনোনীত করিবেন, কিন্তু ডিপুটী কমিসনর সাহেবের মঞ্জুরির সাপেক্ষ থাকিবে। সবডিবিজানের সেরেস্তায় যাহাদিগকে নিযুক্ত করিতে হইবে, সবডিবিজানের কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে মনোনীত করিবেন। ডিপুটী কমিসনর সাহেবের অনুমোদন সাপেক্ষে কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর তদ্বিষয়ে মঞ্জুরির ক্ষমতা থাকিবে।

৫। রাজানুপালিত কোন ব্যক্তির মহালের কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত যে ম্যানেজার এবং যে সকল ব্যক্তি নিযুক্ত হয়, তাহারা স্ব২ কর্ম্ম এবং বেতনের উপলক্ষে সরকারের বেতন ভোগী কর্ম্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেক, এবং প্রত্যেক ম্যানেজার কিম্বা অন্য কোন কর্ম্মচারী সরকারী চাকর বলিয়া গণ্য হইবেক।

৬। কোন ম্যানেজার কিম্বা অভিভাবক কি অন্য ব্যক্তি যে কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয়, সেই কর্ম্মচারী বিহিত বোধ করিলে, ডিপুটী কমিসনর সাহেবের সম্মতি লইয়া ঐ ম্যানেজার কি অভিভাবক কি অন্য ব্যক্তিকে অবসর করিতে পারিবেন, এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী উক্ত অপসৃত ব্যক্তির হস্তস্থিত সম্পত্তি গ্রহণ করিবার জন্য যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন, অপসৃত ব্যক্তিকে উক্ত কর্ম্মচারীর নিরূপিত সময়ের মধ্যে, উক্ত ব্যক্তির হস্তে ঐ সম্পত্তি অর্পণ করিতে এবং অপসৃত ব্যক্তি ম্যানেজার কি অভিভাবক পদ উপলক্ষে যত টাকা আয় ব্যয় করিয়াছে তাহার হিসাব উক্ত ব্যক্তির নিকট দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৭। কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী যে ম্যানেজার নিযুক্ত করেন, রাজানুপালিতের স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি তাহার তত্ত্বাধীনে থাকিবে। যে রাজানুপালিতের সম্পত্তির ভার তৎপ্রতি অর্পণ করা যায় তাহার বাসগৃহ এবং তদীয় ব্যবহারার্থ যে অস্থাবর

দ্রব্যের প্রয়োজন এবং তাহার এবং প্রতিপালন যোগ্য তদীয় পরিবারস্থ লোকদিগের ভরণপোষণের যে টাকা দেওয়া হয়, এতদ্ভিন্ন ঐ রাজানুপালিতের সমস্ত ভূমির ও সকল ঘরের ও বসত বাটীর ও দ্রব্যের ও টাকার ও অস্থাবর সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যের কার্য্যের ভার কেবল ঐ ম্যানেজারের প্রতি বর্ত্তিবে, কিন্তু প্রত্যেক ম্যানেজারই কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর অধীনে থাকিবেন।

৮। মহালের কোন ম্যানেজার যে সকল টাকা প্রাপ্ত হন তাহা হইতে তিনি প্রথমতঃ রাজানুপালিতের ভরণপোষণের অবধারিত টাকা এবং অধ্যক্ষতা কার্য্যের সমস্ত খরচ দিবেন, এবং তৎপরে সরকারের রাজস্বের মাসিক কিস্তির এবং অন্যান্য দেনার সমুদায় কি যত পারেন দিবেন। সমস্ত অসাধারণ খরচের পূর্ব্বাহ্ণে ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট মঞ্জুরি লইতে হইবেক।

৯। প্রত্যেক ম্যানেজার আপনার আয় ব্যয়ের প্রমাণ পত্রসহ মাসিক চলিত হিসাব কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর নিকট দিবেন। কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী ঐ হিসাবের লিখিত ব্যয় পরীক্ষা করিবেন।

১০। উক্ত মাসিক চলিত হিসাব ভিন্ন প্রত্যেক মহালের ম্যানেজার বৎসরের মধ্যে ঐ মহালের কিম্বা উক্ত রাজানুপালিত ব্যক্তির যে কোন সম্পত্তি ঐ ম্যানেজারের তত্ত্বাধীনে থাকে, সেই সম্পত্তির হিসাবে যত টাকা পাইয়াছে ও ঐ টাকা যেরূপে প্রয়োগ বা খরচ করিয়াছে, ঐ মহাল কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের ভারপ্রাপ্ত যে কর্ম্মচারীর তত্ত্বাধীনে থাকে, তাহার নিকট প্রত্যেক বৎসরের শেষে ঐ ম্যানেজারকে হিসাব দিতে হইবেক, এবং কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের ভারপ্রাপ্ত উক্ত কর্ম্মচারী ঐ ব্যয় পরীক্ষা করিবেন।

১১। কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর অনুমোদন সাপেক্ষে নাবালক ইত্যাদির পক্ষে ম্যানেজারের নালীশ করিবার ক্ষমতা

থাকিবে। নাবালকদিগের বিরুদ্ধের নালীশ নাবালকদিগের পক্ষে ম্যানেজারদিগের নামে চলিবে।

১২। কোর্ট অব ওয়ার্ডেসের হিসাবে সবডিবিজানে যে সমস্ত টাকা আদায় হইবে, তাহা সবডিবিজানের সিন্দুকে ডবল লকে থাকিবে।

১৩। সবডিবিজানের কর্ম্মচারীদিগের প্রতি যেঁ২ ভিন্ন২ মহালের ভার থাকে, সেই সেই মহালের মাসিক হিসাব সবডিবিজানের কর্ম্ম-চারীদিগকে সদর আপীসে দিতে হইবে।

১৪। সকল সেরেস্তার জমানবিস এবং শুমারনবিসগণের এবং সবডিবিজানের প্রধান আমলাদিগের প্রত্যেককেই ২০০ দুই শত টাকার জামিন দিতে হইবে।

বর্ত্তমান ১৮৭৮। ৭৯ সালের নিমিত্ত প্রচলিত নিয়মাবলী সভা দ্বারা পরীক্ষার জন্য নির্দ্ধারিত এবং কমিসনর সাহেবের সাধারণ উপদেশানুসারে ডিপুটী কমিসনর সাহেব কর্ত্তৃক মঞ্জুর হইল।

সরকারী রাজস্ব।

নবম অধ্যায়।—আবকারী।

শ্রীযুত টি. শি. ডিঃ কমিসনর সাহেবের হুকুম। ইস্তাহার নামা কাছারী ডিঃ কমিসনরী, রাজ্য কুচবিহার, সন ১৮৬৭ ইং। মোতাবেক সন ১২৭৪ সন।

৩। কুচবিহার রাজ্যে পোস্ত আবাদের যে নিয়ম ছিল তাহা রহিত হইল। ভবিষ্যতে কেহ পোস্ত আবাদ করিতে পারিবেক না। যাহাদের আফিঙ্গের আবশ্যক হইবেক, তাহারা পাট্টাদারের নিকট ক্রয় করিতে পারিবেক কিন্তু পাট্টাদার খুচরা বিক্রীর আফিঙ্গ প্রতি সের ২৪ টাকা* মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইবেক, তদতিরিক্ত মূল্য লইতে পারিবেক না।

৪। উপরোক্ত হুকুমের অন্যথায় কোন ব্যক্তি পোস্ত আবাদ করিলে, তাহার ৫০ টাকার অনধিক জরিমানা হইবেক এবং তাহা না দিলে ২ মাস পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ থাকিবে।

৫। উক্ত দণ্ডের বিচার ফৌজদারী আদালতে হইবে। আগামী ১লা নবেম্বরের পূর্ব্বে ঐরূপ অভিযোগের নালীশ গ্রহণ হইবেক না।

---

* বিক্রেতাদের নিকট হইতে যে মাসুল গৃহীত হয় তাহা ১৮৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বৃদ্ধি করিয়া ২৬ টাকা অবধারিত হইয়াছে।

দ্রষ্টব্য।—কমিসনর সাহেবের ১৮৬৭ সালের ৩রা এপ্রেল তারিখের ২০৫৭ নং পত্রের লিখিত আদেশানুসারে এই ইস্তাহার প্রচারিত হয়।

১৩১৬ নং, জলপাইগুড়ী, তারিখ ১৮ই মে ১৮৭১ সাল।

কুচবিহার বিভাগের কমিসনর, কর্ণেল জে, সি, হটন, সি, এস্, আই,
সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বরাবর।

এই বিষয়ের পূর্ব্বের চিটী পত্র সম্বন্ধে নিবেদন যে, যে প্রকার সরতে গাঁজা খরিদ করিতে দিলে সরকারের সুবিধা হয়, সেই প্রকার সরতে কুচবিহারের বণিকদিগকে গাঁজা খরিদ করিতে দিবার জন্য রেভিনিউ বোর্ডের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে, এবং কুচবিহারে গাঁজা আবাদ করা নিষেধ হইলে, রেভিনিউ বোর্ড ঐ প্রকার সরতে গাঁজা খরিদ করিতে দিতে সম্মত আছেন। অতএব আমার আদেশ যে, গাঁজা আবাদ নিষেধ করিয়া আপনি এক ইস্তাহার প্রচার করিবেন।

রোবকারী কাছারী ডিপুটী কমিসনরী. বৈঠক শ্রীযুত ডবলিউ, ও, এ, বেকেট, একটিং
ডিপুটী কমিসনর সাহেব বাহাদুর, রাজ্য কুচবিহার, সন ১৮৭১, ২২ মে।
মোতাবেক সন ১২৭৮, ৯ জ্যৈষ্ঠ।

যেহেতু গবর্ণমেণ্ট হইতে বিনা মাসুলে গাঁজা এখানে আইসার বিষয় মঞ্জুর হইয়াছে, অতএব অত্র রাজ্যে গাঁজা আবাদ রহিত করার জন্য একখণ্ড ইস্তাহার জারী হওয়া ও ঐ ইস্তাহারের অন্যথায় কেহ গাঁজা রোপণ করা জানিতে পারিলে, তাহার আইন মোতাবেক দণ্ড হওয়া আবশ্যকে।

হুকুম হইল যে—

উপরোক্ত বিবরণে একখণ্ড ইস্তাহার রীতিমত মোনাদি দ্বারায় জারী করিয়া রিপোর্ট দেওয়ার কারণ অত্রাদালতের নাজিরের হাওলা করা যায় আর ঐ ইস্তাহার মফঃস্বল জারী করার জন্য এক২ নকল ইস্তাহার মাল কাছারীতে ও পুলিশ আপীসে পাঠান যায়। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব ইহাও তদারক রাখেন যে, যদি ঐ ইস্তাহারের

অন্যথায় কাহাকে গাঁজা রোপণ করা জানিতে পারেন, তবে তদ্বিষয় মাল কাছারীতে শ্রীযুত দেওয়ান মহাশয়কে সংবাদ দেন ও দেওয়ান মহাশয় উচিত জানিলে, রোপণকারী ব্যক্তিকে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করেন। ফৌজদারীর আহেলকার বাবু আবকারী আইন মোতাবেক কার্য্য করেন। এ বিষয় অবগত জন্য এই রোবকারীর এক২ নকল শ্রীযুত দেওয়ান মহাশয় ও ফৌজদারীর আহেলকার বাবু ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সমীপে প্রেরণ হয় ইতি।

দ্রষ্টব্য।—কমিসনর সাহেবের আদেশানুসারে ১৮৭৯। ৮০ সালের প্রারম্ভ হইতে এই রাজ্যে খোলা ভাটীর নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে।

আবকারী নিয়ম ভঙ্গ করিলে সকল স্থলেই ব্রিটীশ রাজ্যের প্রচলিত নিয়মের সার অবলম্বন হইয়া থাকে।

জুডিস্যাল।

দশম অধ্যায়—সিবিল (দেওয়ানী)।

রোবকারী কাছারী ডিপুটী কমিসনরী, বৈঠক শ্রীযুত মেঃ, টি, স্মিথ, ডেপুটী কমিসনর সাহেব বাহাদুর, রাজ্য কুচবিহার, সন ১৮৬৭ ইং, তারিখ ৮ই মার্চ্চ। মোতাবেক ১২৭৩ সন, ২৫এ ফাল্গুণ।

দেওয়ানী আদালতের আহেলকার বাবুর ২০এ ডিসেম্বরের রোবকারী দৃষ্টে বিদিত যে, মরিচবাড়ী নিবাসী মহম্মদ মামুদ হাফেজ লোকান্তর হওয়া উল্লেখে, তস্য বনিতা প্রভৃতি মৃতের তেজ্য সম্পত্তির ১৮৬০ সনের ২৭ আইন মতে উত্তরাধিকারীর সার্টিফিকেট পাওয়ার প্রার্থনায় দরখাস্ত করনে অত্রস্থ চলিত ব্যবস্থানুসারে কোন মোকদ্দমা সম্বন্ধে উত্তরাধিকারীর নির্ণয় ও স্থলবর্ত্তী হইয়া সেই মোকদ্দমায় ফয়ছলা সার্টফিকেট স্বরূপ দেওয়া ভিন্ন অন্য রূপ প্রচলিত না থাকা ও অফিসিয়েটিং কমিসনর সাহেব বাহাদুর অত্রস্থ পূর্ব্ব নিয়ম মত কর্ম্ম করার আদেশ করাদি বিবরণে যাহার কোন মোকদ্দমা দায়ের করার প্রয়োজন হয় না, তাহার সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তদ্বিষয় বিহিতাদেশের জন্য এখানে এস্তমেজাজ করিয়াছেন।

উত্তরাধিকারীত্বের সার্টিফিকেট যে নিয়মে দিতে হইবে তাহার কথা।

যেহেতু মোৎফরকায় তদারক হইয়া ওয়ারিসের সার্টফিকেট দেওয়া অবশ্যই দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা আছে, নচেৎ যাহার অন্য মোকদ্দমা দায়ের আবশ্যক নাই তাহার ওয়ারিস স্থাপনার উপায় কি আছে। অতএব

হুকুম হইল যে—

রীতিমত মোৎফরকায় তদন্ত করিয়া যথার্থ ওয়ারিস জানিলে সার্টফিকেট দেওয়ার আদেশে এই রোবকারীর এক নকল দেওয়ানী আদালতের শ্রীযুত আহেলকার বাবুর সমীপে পাঠান যায় ইতি।

রোবকারী, কুচবিহার বিভাগের কমিসনর, শ্রীযুত কর্ণেল জে, সি, হটন, সি, এস, আই, সাহেবের বৈঠক, উপস্থিত মোকাম জলপাইগুড়ী, ইং ১৮৬৯, ৯ই সেপ্টেম্বর।

বীজরাজ গুলয়াল গোমস্তে }
হুকুমচাঁদ গুলয়াল মোং বেকার } ডিক্রীদার

চিন্তামণী নূতন বড় আই দায়ীকা

মোকদ্দমা ডিক্রীজারী

৭১৫।১ পাই

এই মোকদ্দমায় ডিক্রীজারী হওয়াতে এবিষয়ের উচিত আদেশ প্রাপ্তাভিলাষে দেওয়ানী আহেলকার বাবু ২৮এ আগষ্টের রোবকারী ডিপুটী কমিসনর সাহেবের ৪ঠা সেপ্টেম্বরের হুকুমযুক্ত প্রণিধানে বিদিত হইল। যেহেতু পূর্ব্ব নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়া রাজ অন্দরের প্রতি ডিক্রীজারী করা অনুচিত বোধ হইল, অতএব হুকুম হইল যে, নিয়মাবলী স্বরূপ নিম্ন লিখিত প্রস্তাব প্রচার করা যায় যে, যখন কোন রাজ অন্দরের প্রতি ডিক্রী হইবেক, তখন ঐ ডিক্রীর নকল দেওয়ানী আদালত হইতে ডিপুটী কমিসনরী আপীসে অর্পণ হইবেক এবং তাহাতে রেজেষ্টরী হইয়া জমা থাকিবেক। যৎকালীন ডিক্রীদার আপন ডিক্রীজারী করিতে ইচ্ছা করে, তৎকালীন প্রশংসিত সাহেবের সদনে দরখাস্ত করিলে প্রশংসিত সাহেব ডিক্রী মায় জারীর দরখাস্ত চূড়ান্ত আদেশের জন্য এপক্ষের সমীপে পাঠাইয়া দিবেন।

এই হুকুম প্রতিপালন জন্য ইহার এক নকল কুচবিহারস্থ শ্রীযুক্ত ডিপুটী কমিসনর সাহেব সদনে পাঠান যায় ইতি।

---

১০৯ নং, জলপাইগুড়ী, তারিখ ১৩ই মার্চ্চ ১৮৭৫ সাল।

কুচবিহারের কমিসনর, সার ডব্লিউ, জে, হারসেল বেরোণেট সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বরাবর।

পুনরালোচনায় নিশ্চই প্রকাশ পাইতেছে যে, ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের কোন অংশ বাদ না দিয়া উহা কুচবিহারে সম্পূর্ণ রূপে প্রচলিত

করা আবশ্যক। অতএব আমার আদেশ যে, এই আইন সম্পূর্ণ রূপে প্রচলিত হউক এবং আপনি এই মর্ম্মে কুচবিহারের সকল আদালতের প্রতি নুটীশ প্রচার করিবেন।

১২১৭ নং, দার্জ্জিলিং, তারিখ ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮৭৫ সাল।

কুচবিহার বিভাগের একটিং কমিসনর, এফ, আর, ককরেল সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বরাবর।

আপনার গত ২৮এ জুলাই তারিখের ৬১৬ নং পত্রের উত্তরে আমার বক্তব্য যে, ডিপুটী কমিসনর সাহেব কর্ত্তৃক ঐ পত্রে লিখিত সীমা মধ্যে খাস আপীল গ্রহণ এবং নিষ্পত্তি করিবার যে প্রথা এপর্য্যন্ত প্রচলিত আছে, তাহা থাকিতে পারে, কিন্তু সকল দেওয়ানী মোকদ্দমা সম্বন্ধে কমিসনর সাহেব চূড়ান্ত আপীল আদালত বলিয়া, এরূপ কোন মোকদ্দমা কোন পক্ষ যদি একাএক কমিসনর সাহেবের নিকট আপীল করিতে মনোনীত করে, কিম্বা ডিপুটী কমিসনর সাহেবের নিকট আপীল করিয়া তাঁহার নিষ্পত্তিতে অসন্তুষ্ট হওত কমিসনর সাহেবের নিকট পুনরায় আপীল করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে অনুপযুক্ত আদালতে আপীল হইয়াছে বলিয়া, সে ঐরূপ আপীল করিতে পারিবে না এরূপ সিদ্ধান্ত হইবে না, কিম্বা তাহার আপীল তৃতীয় আপীল বলিয়া বারিত হইবে না।

দ্রষ্টব্য।—আইনের ন্যায় বলবান এই সমস্ত আদেশ সংগ্রহের সংস্কার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কমিসনর সাহেবের এই আদেশ কার্য্যত অকর্ম্মণ্য ছিল। এরূপ আদেশ যে ছিল তাহা আমার ধারণাই ছিলনা।

আপীলান্টগণের যে আদালতে ইচ্ছা সেই আদালতে আপীল করিতে দেওয়া আমার মতে অমারাত্মক এবং অপকারক। দেওয়ানীর আহেলকারের যে সমস্ত আপীলের মোকদ্দমা গ্রহণ করিবার এবং শুনিবার ক্ষমতা আছে, সেই সমস্ত মোকদ্দমায় দেওয়ানীর আহেলকার যে আপীল নিষ্পত্তি করেন, সেই নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে সমস্ত খাস আপীল ডিপুটী কমিসনর সাহেবের নিকট হইবার যে প্রথা আছে, তাহা আমার মতে অত্র রাজ্যের অবস্থার উত্তম উপযোগী।

(স্বাক্ষর) জি, টি, ডলটন,
ডিপুটী কমিসনর, কুচবিহার।

দেওয়ানী।

একাদশ অধ্যায়—নিয়ম এবং কার্য্য প্রণালী।

১৩ই জুন ১৮৬৪।

যখন কোম্পানি ভুক্ত কোন সিপাহী কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তিকে দেওয়ানী কিম্বা ফৌজদারী আদালতের ধৃত করিবার প্রয়োজন হইবে, তখন তাহার ওয়ারেণ্ট কমানডিং আপীসার কর্ত্তৃক জারী হইবে। সাক্ষীগণের উপস্থিত হইবার জন্য আদালতের সমন কমানডিং আপীসারের যোগে ঐরূপ জারী হইবে, কিন্তু যদি কোন সিপাহী কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি কোন গুরুতর অপরাধ করে, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ধৃত করিবার জন্য পুলিশকে এই আদেশে বারিত করিবে না।

(স্বাক্ষর) জে, সি, হটন, কর্ণেল

কমিসনর।

পূর্ব্বোক্ত আদেশ সম্বন্ধে এবং তাহার ব্যাখ্যায়, কমানডিং আপীসার তাঁহার লোকদিগকে এই বুঝাইয়া দিবেন যে, কোন গুরুতর অপরাধাভিযুক্ত সৈন্য দলভুক্ত কোন লোক কি সিপাইকে ধৃত করিবার জন্য পুলিশ যদি তাহার অনুবর্ত্তি হয়, এবং উক্ত অপরাধী যদি কোন পাহারায় কিম্বা বেরাকে আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ ধৃত করিয়া পুলিশের নিকট অর্পণ করিবার পাহারার কমানডিং আপীসারের কিম্বা তত্রস্থ উর্দ্ধতম কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য হইবে। অথবা যদি উক্ত কর্ম্মচারী উক্ত অপরাধীকে পুলিশের নিকট অর্পণ করিবার সঙ্গতত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত

অপরাধীকে আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহার কমানডিং আপীসারের নিকট অবিলম্বে রিপোর্ট করিবেন।

রোবকারী কাছারী ডিপুটী কমিসনরী, বৈঠক শ্রীযুত ডি, স্মিথ, আসিষ্টান্ট কমিসনর সাহেব বাহাদুর, রাজ্য কুচবিহার, সন ১৮৬৬, ১৭ই ডিসেম্বর। মোতাবেক সন ১২৭৩, ৩রা পৌষ।

ধন দাস সাকীন, শৌলধুকরী, এলাকে ফুসী বলরামপুর, ষ্টেসন তুফানগঞ্জ।	বাদী
১ নং রাম নারায়ণ নাজীর দেও সাহেব, নাবালকের পক্ষে উচ্চী উইলিয়ম এগ্নিউ সাহেব, কমিসনর কুচবিহার। ২ নং আলী নস্য তেলী।	প্রতিবাদী

দাবী বাবদ জায়গীর বাজেয়াপ্ত জমীতে কর অবধারণের প্রথমতঃ বন্দোবস্তের হক সাব্যস্তের প্রার্থনা পরিমাণ ১০।৶৬ পাই।

এই প্রণালী মোকদ্দমা আর কখনও দেওয়ানী আদালতে উত্থাপন না হওয়া বিবরণে উক্তাদালতে বিচার করা কিনা তদ্বিষয়ের উচিত আদেশের জন্য, দেওয়ানী আহেলকার বাবু ২৯এ নবেম্বরের রোবকারী প্রেরণ করিয়াছেন। যেহেতু উচিতাদেশ জন্য শ্রীলশ্রীযুক্ত কমিসনর সাহেব বাহাদুরের হুজুরে এই রোবকারী প্রেরণ করায় তিনি লিখিয়াছেন যে, দেওয়ানীর আহেলকার বাবু এই হেতুবাদে উক্ত মোকদ্দমার আরজী অগ্রাহ্য করেন যে, কমিসনর সাহেব কুচবিহারের আদালতে দায়ী নহেন অথবা কোন মোকদ্দমায় সংশ্রব প্রতিবাদী রূপে তাহাকে পরিগণিত করারও কোন কারণ হইতে পারে না অতএব

হুকুম হইল যে—

উপরোক্ত হেতুবাদে ঐ মোকদ্দমার আরজী অগ্রাহ্য করার আদেশে এই রোবকারীর খণ্ডেক নকল দেওয়ানী আদালতের শ্রীযুত আহেলকার বাবুর নিকট পাঠান যায় ইতি।

রোবকারী কাছারী ডিপুটী কমিসনরী, বৈঠক শ্রীযুত মেঃ টি, স্মিথ, ডিপুটী কমিসনর সাহেব বাহাদুর, রাজ্য কুচবিহার, সন ১৮৬৭ ইং, ২৬এ জুন। মোং সন ১২৭৪, তাং ১৩ই আষাঢ়।

মোক্তার লোক দশ আইন সংক্রান্ত মোকদ্দমায় ফিস পাওয়ার প্রার্থনায় হুজুরে যে আরজী দাখিল করিয়াছিল, ঐ বিষয়ের বিহিত হুকুম প্রচার নিমিত্ত উহাদিগের আরজী ও তৎসংক্রান্ত কাগজাত শ্রীলশ্রীযুত কমিসনর সাহেব বাহাদুরের সদনে প্রেরণ করা গিয়াছিল। প্রশংসিত সাহেব বাহাদুর তদ্দৃষ্টে ঐ দশ আইন সংক্রান্ত মোকদ্দমায় মোক্তার লোক উকীল ফিসের তৃতীয় অংশ পাওয়ার বিষয় হুকুম প্রকাশ করিয়াছেন অতএব

হুকুম হইল যে—

উপরোক্ত আদেশ অবগত হওয়ার নিমিত্ত অত্র রোবকারীর এক খণ্ড প্রতিলিপি মাল কাছারীতে শ্রীযুত দেওয়ান জিউ মহাশয়ের সদনে পাঠান যায় ইতি।

রোবকারী কাছারী ডিপুটী কমিসনরী, বৈঠক শ্রীযুত মেঃ ডবলিউ, ও, এ, বেকেট, একটিং ডিপুটী কমিসনর সাহেব বাহাদুর, রাজ্য কুচবিহার, ১৮৭১, ১৪ই জুন।

যেহেতু সরকার বাদীত্যে কি প্রতিবাদীত্যে যে সকল মোকদ্দমা দেওয়ানী ও মাল কাছারীতে উপস্থিত হইয়া জের তজবিজে আছে, কি ভবিষ্যতে উপস্থিত হয়, ঐ সকল মোকদ্দমার বিচার আমলে যদ্যপি সরকারের পক্ষে জয়লাভ হয়, তবে ঐ মোকদ্দমাতের সরকারী উকীলের প্রাপ্য ফিস প্রতিপক্ষ হইতে আদায় হওয়া ও তাহা উকীল সরকারকে দেওয়া উচিত অতএব

হুকুম হইল যে—

উক্ত প্রণালীর মোকদ্দমায় সরকার পক্ষ জিত হইলে সরকারী উকীলের প্রাপ্য ফিস পরাজিত ব্যক্তির নিকট হইতে আদয় করিয়া,

সরকারী উকীলকে দেওয়ার জন্য অত্র রোবকারীর একং নকল মাল কাছারীতে ও দেওয়ানী আদালতে প্রেরণ হয়, আর ইহাও প্রকাশ থাকে যে, সরকার পক্ষ পরাজিত হইলে তাহার ফিস দেওয়া যাইবে না ইতি।

২৬৯৪ নং, জলপাইগুড়ী, তারিখ ২৫এ অক্টোবর ১৮৭২ সাল।

কুচবিহার বিভাগের কমিসনর, কর্ণেল জে, সি, হটন, সি, এস্, আই, সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বরাবর।

আপনার ২৩এ তারিখের ৬০৭ নং পত্রের উত্তরে বক্তব্য যে, কুমার জ্যোতিন্দ্রনারায়ণকে এবং হরেন্দ্রনারায়ণের কোন পুত্র বর্ত্তমান থাকিলে তাহাদিগকে এবং ভুত পূর্ব্ব রাজার পিতৃব্যগণকে আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হইতে হইবে না। ইহারা ভিন্ন কাহাকে আদালতে উপস্থিত হইতে হইবে এবং কাহাকে হইবে না নির্দ্দিষ্ট রূপে অবধারণ করিয়া বলা আমার বিবেচনায় অনাবশ্যক। প্রার্থনাকারীগণের আদালতে উপস্থিত হইতে অব্যাহতি পাইবার কোন স্বত্ব স্বামীত্ব কিম্বা দাবী নাই। ইহারা নাজির দেওর জারজ সন্তান, ৫০ বৎসরের অধিক হইল ডেভিড স্কট সাহেব নাজির দেওকে আদালতে উপস্থিত হইতে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য বলিয়াছিলেন, কিন্তু যে সরতে নাজিরদেওকে অব্যাহতি দেওয়ার কথা ছিল, তাহা নাজির দেও স্বীকার না করায়, তিনি এবং তাঁহার সন্তানেরা কুচবিহারের আদালতে অবশ্য উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিলেন।

রোবকারী কাছারী ডিপুটী কমিসনরী, বৈঠক শ্রীযুত মেঃ টি, স্মিথ, ডিপুটী কমিসনর সাহেব বাহাদুর, রাজ্য কুচবিহার, ১৮৭৩ সন ইং, ২১এ মার্চ্চ।

যেহেতু রাজগণ মধ্যে যে যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত হওয়া নিবারিত সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমহারাণী ডাঙ্গর আই দেবতী যে লিষ্ট দাখিল করেন তৎসূত্রে শ্রীলশ্রীযুত কমিসনর সাহেব বাহাদুরের হুজুরে রিপোর্ট

করাতে প্রশংসিত কমিসনর সাহেব বাহাদুর বর্ত্তমানাব্দের ৯ই মার্চ্চের লিখিত ৮৫৩ নং ইংরেজী চিঠী দ্বারা তকসীলের লিখিত রাজগণকে আদালত হায়ে উপস্থিত না হওয়া সম্বন্ধে মঞ্জুর করিয়াছেন অতএব

হুকুম হইল যে—

এতাবত বিবরণ অবগতার্থে অত্র রোবকারীর এক এক নকল মাল, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে প্রেরণ হয় এবং তাঁহাদের স্বীয়২ আসিষ্টাণ্ট এবং নায়েব আহেলকার বাবুগণকে অবগত করান। আর এতৎ বিবরণ অবগত জন্য শ্রীশ্রীমহারাণী ডাঙ্গর আই দেবতীকে এবং যে২ ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত হইবেক না তাহাদিগকে পৃথক পৃথক পত্র লিখা যায়। আর অত্র রোবকারীর দস্তুরামল বহিতে রীতিমত নকল হয় ইতি।

তকসীল।

শ্রীযুত গোবিন্দনারায়ণ কুঙর,	শ্রীযুত সর্ব্বেন্দ্রনারায়ণ কুঙর,
,, লক্ষ্মীন্দ্রনারায়ণ কুঙর,	,, মুনীন্দ্রনারায়ণ কুঙর,
,, নগেন্দ্রনারায়ণ কুঙর,	,, মানবেন্দ্রনারায়ণ কুঙর,
,, ভবেন্দ্রনারায়ণ কুঙর,	,, ভূবেন্দ্রনারায়ণ কুঙর,
,, ভুবনেন্দ্রনারায়ণ কুঙর,	,, কৃষ্ণনারায়ণ কুঙর,
,, ধীরেন্দ্রনারায়ণ কুঙর,	,, কেশবনারায়ণ কুঙর,
,, কুলীন্দ্রনারায়ণ কুঙর,	,, মুকুন্দনারায়ণ কুঙর,
,, শশীন্দ্রনারায়ণ কুঙর,	১৫ পনর জন।

---

৩১০ নং; দার্জ্জিলিং, তারিখ ১৪ই এপ্রিল ১৮৭১ সাল।

রাজসাহী এবং কুচবিহার বিভাগের কমিসনর, লর্ড এচ, ইউলিক ব্রাউন, সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বরাবর।

ব্রিটিশ রাজ্যের দেওয়ানী আদালতের এবং কুচবিহার রাজ্যের দেওয়ানী আদালতের পরস্পরের মধ্যে এক আদালতের ডিক্রী অন্য আদালতে জারী হইবার উদ্দেশ্যে কুচবিহার রাজ্যের আদালতের বিচার সম্বন্ধীয় নির্ণনের নকলের অকৃত্রি-

পি, বি, ডিপার্টমেণ্ট।
জুডিস্যাল।

মতা প্রমাণ করন বিষয়ের আপনার ১৮৭৯ সালের ১৭ই মার্চ্চ তারিখের ১২০৩ নং পত্র সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের ১৮৭৯ সালের ২৭এ মার্চ্চ তারিখের ১২৭৭ নং পত্রের নকল এবং তৎসহ প্রাপ্ত বিজ্ঞাপনের নকল আপনার জ্ঞাতার্থে এবং আপনি সরকারের কর্ম্মচারীগণকে অবগত করাইবেন বলিয়া এতৎসহ প্রেরণ করিতেছি।

২। এতৎসহ এক ইস্তাহার পাঠাইতেছি, এই ইস্তাহার ইংরেজীতে এবং বাঙ্গালাতে ছাপাইতে হইবে এবং বাঙ্গলা ছাপা কুচবিহার রাজ্যের মধ্যে ব্যাপক রূপে লটকাইয়া দিতে হইবে।

---

১২৭ নং, কলিকাতা, ২৭এ মার্চ্চ ১৮৭৯ সাল।

বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের জুডিস্যাল এবং পলিটিকেল বিভাগের একটিং অণ্ডার সেক্রেটরী, এচ, এম, কিস্, সাহেবের নিকট হইতে—

রাজসাহী এবং কুচবিহার বিভাগের কমিসনর সাহেবের বরাবর।

জুডিস্যাল।

কুচবিহারের দেওয়ানী এবং রেভিনিউ আদালতের ডিক্রী ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার আদালতের ডিক্রীর স্বরূপ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াতে জারী হইতে পারিবে বলিয়া, মন্ত্রী সভা [illegible]স্থিত গবর্ণর জেনারেল দেওয়ানী কার্য্যবিধির ৪৩৪ ধারা অনুসা[illegible] ৭ই তারিখে যে বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছেন, তাহার এত[illegible]হবর্ত্তী নকল আমার বিগত ১১ই ডিসেম্বর তারিখের ৪১২৭ নং পত্রের বিস্তারে আপনার জ্ঞাতার্থে আপনার নিকট প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি। এই বিজ্ঞাপন কলিকাতা গেজেটে পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে।

২। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার আদালতের ডিক্রী কুচবিহার রাজ্যের আদালতের ডিক্রীর স্বরূপ কুচবিহার রাজ্যে জারী হইতে পারিবে বলিয়া, একটি ইস্তাহার প্রচার করিবার জন্য লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর আপনাকে ক্ষমতা অর্পণ করিলেন।

৫৫৪জে নং, ফোর্ট উইলিয়ম, তারিখ ৭ই মার্চ ১৮৭৯ সাল।

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ফরেণ (জুডিসিয়াল) বিভাগের দ্বারা পৃষ্ঠ লিখিত।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ১৮৭৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখের ৪৭২৮ নং পত্রের সম্বন্ধে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের জ্ঞাতার্থে নকল প্রেরিত হইল।

৫৫৩জে নং, ফোর্ট উইলিয়ম, তারিখ ৭ই মার্চ ১৮৭৯ সাল।

ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ফরেণ (জুডিসিয়াল) বিভাগের বিজ্ঞাপন।

কুচবিহারের দেওয়ানী এবং রেভিনিউ আদালতের ডিক্রী ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার আদালতের ডিক্রীর স্বরূপ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াতে জারী হইতে পারিবে, ইহা মন্ত্রী সভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারেল দেওয়ানীর কার্য্য বিধির ৪৩৪ ধারা অনুসারে প্রকাশ করিতেছেন।

ইস্তাহার।

কুচবিহারের লোকদিগের এবং সরকারী কর্ম্মচারীদিগের প্রতি।

এতদ্দ্বারা প্রচারিত হইতেছে যে এক্ষণ হইতে কুচবিহারের দেওয়ানী এবং রেভিনিউ আদালতের ডিক্রী ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার আদালতের ডিক্রীর স্বরূপ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াতে জারী হইতে পারিবে, এবং তদ্রূপ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার আদালতের ডিক্রী কুচবিহারের আদালতের ডিক্রীর স্বরূপ কুচবিহারে জারী হইতে পারিবে।

এচ, ইউলিক ব্রাউন,

কমিসনর।

তারিখ ১৪ই এপ্রিল ১৮৭৯ সাল।

দ্বাদশ অধ্যায়—নেজারত।

কুচবিহার বিভাগের কমিসনর সাহেবের বরাবর, ডিপুটী কমিসনর সাহেবের ১৮৭১ সালের ২৩এ মার্চ্চ তারিখের ১৮০৩ নং পত্র হইতে উদ্ধৃত।

* * * * * * *

৫। আমরা আরও প্রস্তাব করি যে কোর্টফি আইনের ২৫ ধারা এখানে প্রচলিত হউক। ঐ ধারানুসারে সকল ফি মুদ্রিত কাগজে দিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই নাজির, বক্সী এবং অন্যান্য লোকের হস্ত দিয়া টাকা চলাচলের আশঙ্কা থাকিবে না। মুদ্রিত কাগজের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অনায়াসেই আবশ্যকীয় মুদ্রিত কাগজ প্রস্তুত করিতে পারিবেন এবং মুদ্রিত কাগজ ব্যবহার করিলে কার্য্য সহজ হইবে।

৬। নিম্নে ফির নিরীখ প্রস্তাব করিতেছি :—

কুচবিহার সহরে এবং সহরের ৬ মাইলের মধ্যে যে পরওয়ানা জারী হইবে	।৹	আনা
৬ মাইলের উপর ২০ মাইল পর্য্যন্ত	১)	টাকা
২০ মাইলের উপর	২)	টাকা

বিলম্ব হইলে দৈনিক ।৹ আনা গাহরি।

ব্রিটিশ প্রদেশের ন্যায় মোকদ্দমা ভুক্ত পক্ষগণকে নৌকা ভাড়া দিতে হইবে।

দ্রষ্টব্য।—কমিসনর সাহেবের ১৮৭১ সালের ১৮ই মে তারিখের ১৩১৭ নং পত্রে ইহা মঞ্জুর হইয়াছে।

২২১ নং কুচবিহার, তারিখ ২০এ মে ১৮৭১ সাল।

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর, ডব্লিউ, ও, এ, বেকেট সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের দেওয়ানের বরাবর।

আপনার অবগতি এবং মতাচরণের নিমিত্ত পার্শ্বের* লিখিত পত্রাদির নকল প্রেরণ করিতেছি।

*আমার ১৮৭১ সালের ২৩এ মার্চ তারিখের ১৮০৩ নং পত্র। আমার ১৮৭১ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখের ৫৩ নং পত্র। কমিসনর সাহেবের ১৮৭১ সালের ১৮ই মে তারিখের ১৩১৭ নং পত্র।

২। জলপাইগুড়ীর ডিপুটী কমিসনর সাহেবের আপীসে যে সমস্ত ফারম, রেজেষ্টার এবং রিটার্ণ ব্যবহৃত হয়, তাহার নকল প্রেরণ করিবার জন্য জলপাইগুড়ীর ডিপুটী কমিসনর সাহেবকে লিখিয়াছি। ঐ সমস্ত প্রাপ্ত হইলে আপনার নিকট প্রেরণ করিব।

৩। আমার উক্ত ১৮০৩ নং পত্রের ৬ পরিচ্ছেদ অনুসারে আপনি ভিন্ন২ স্থানের দূরতার তালিকা (টেবল) প্রস্তুত করিয়া বাধিত করিবেন।

রোবকারী কাছারী ডিপুটী কমিসনরী, এজলাস শ্রীযুত মেঃ, ডি, স্মিথ, ডিপুটী কমিসনর সাহেব বাহাদুর, রাজ্য কুচবিহর, সন ১৮৭৪ ইং, ২১এ মে।

যেহেতু বর্ত্তমান ১৮৭৪ সনের ১৭ই মার্চ্চের লিখিত বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে মহামান্য হাইকোর্টের প্রচারিত ঐ সনের ২৩এ ফিব্রুয়ারির বিজ্ঞাপনানুসারে দেওয়ানী ও ফৌজদারী ও মাল আদালত হইতে যে সকল পরওয়ানা ও সমনাদি জারীর ও তলবানার নিয়ম হইয়াছে, তাহা গবর্ণমেণ্টের এলাকার সমুদয় স্থানে জারী হওয়া বিবরণে অত্র রাজ্যেও ঐ নিয়ম প্রচলিত সম্বন্ধে শ্রীলশ্রীযুত কমিসনর সাহেব বাহাদুরের হুজুরে এস্তমেজাজ করাতে ঐ নিয়ম অত্র রাজ্যের আদালত হায়ে প্রচলনের অভিপ্রায় করিয়াছেন। অতএব

হুকুম হইল যে—

আগামী ১লা জুন হইতে উপরোক্ত প্রচারিত নিয়ম অনুসারে সমন ও পরওয়ানাদির জারীর তলবানা লওয়ার জন্য মাল কাছারীতে ও ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে এই রোবকারীর এক এক খণ্ড নকল প্রেরণ করা যায় যে, ঐ২ আদালতে অধীন আসিষ্টাণ্ট ও নায়েব আহেলকারী সেরেস্তায়ও এই হুকুম ঐ ঐ আদালত হইতে প্রচারিত হয়। আর মফঃস্বলান নায়েব আহেলকার বাবুগণ কর্ত্তৃক বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট গেজেট গৃহীত হওয়া প্রকাশ নাই, অতএব ঐ বিজ্ঞাপনের এক২ নকল সম্বলিত অত্র রোবকারীর নকল এক২ খণ্ড নায়েব আহেলকার বাবুগণ সমীপে প্রেরিত হয় যে, তাঁহারাও ঐ নিয়মানুসারে তলবানা গ্রহণ করিয়া পরওয়ানা ও সমনাদি জারী করেন। আর এবিষয় দস্তুর মত ইস্তাহার নামা প্রচার হয়। আর ইহাও প্রকাশ করা যায় যে, এই নিয়ম প্রবল হওয়ার পূর্ব্বে ফৌজদারী মোতালক হইতে যে কোন [illegible]নাদি গয়ের জেলায় যাইবেক তাহা বিনা তলবানায় জারী হইবে না ইতি।

রোবকারী কাছারী ডিপুটী কমিসনরী, রাজ্য কুচবিহার, সন ১৮৭৪ ইং, [illegible] এ মে।

যেহেতু বর্ত্তমান ১৮৭৪ সনের ১৭ই মার্চ্চের লিখিত বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটে মহামান্য হাইকোর্টের প্রচারিত ঐ সনের ২৩এ ফিব্রুয়ারির বিজ্ঞাপন অনুসারে দেওয়ানী ও ফৌজদারী ও মাল আদালত হইতে যে সকল পরওয়ানা ও সমনাদি জারীর তলবানার নিয়ম হইয়াছে, তাহা অত্র রাজ্যের আদালত হায়ে প্রচলন হওয়ার বিষয় আদেশ প্রচার করা হইয়াছে কিন্তু ঐ বিষয় এক মাস কাল স্থগিত রাখা আবশ্যক। অতএব

হুকুম হইল যে—

কথিত নিয়ম মতে ১লা জুন হইতে কার্য্য না করিয়া এক মাস কাল স্থগিত রাখার কারণ এই রোবকারীর এক এক নকল মাল কাছারী ও ফৌজদারী ও দেওয়ানী ও মহকুমা হায়ে প্রেরণ করা যায় ইতি।

রোবকারী আদালত ফৌজদারী, সবডিবিজান দীনহাটা, রাজ্য কুচবিহার, এজলাস শ্রীযুক্ত বাবু প্যারালাল রায় চৌধুরী, নায়েব আহেলকার, ইং ১৮৭৪, ৮ই জুলাই।

১৮৭৪ সনের লিখিত বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের গেজেটে মহামান্য হাই-কোর্টের প্রচারিত ঐ সনের ২৩এ ফিব্রুয়ারির বিজ্ঞাপন অনুসারে দেওয়ানী, ফৌজদারী ও মাল আদালত হইতে যে সকল সমন ও পরওয়ানাদি জারীর তলবানাদির নিয়ম হইয়াছে, তাহা ১লা জুন হইতে প্রচলন হওয়ার কারণ, ২১এ মে তারিখের রোবকারীসহ রেগুলেসন আগত হওয়ার পরে, ৩০এ মে তারিখে এক খণ্ড রোবকারী এই মর্ম্মে আগত হয় যে, ১লা জুন হইতে ঐ নিয়ম মত কার্য্য না করিয়া এক মাস কাল স্থগিত রাখা আবশ্যক কিন্তু ঐ এক মাস পরে উক্ত নিয়ম চলন করা যাইবে কিনা তদ্বিষয় উপদেশ তাহাতে কিছুই নিশ্চিত নাই। যেহেতু এক মাস অতীত হইয়া গিয়াছে এইক্ষণ প্রস্তাবিত নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা যাইবে কিনা তাহা জানা আবশ্যক অতএব

হুকুম হইল যে—

প্রার্থিত বিষয়ের উচিত আদেশ প্রদান মানসে ইহার নকল ফৌজদারীর শ্রীযুত বাবু আহেলকার মহাশয়ের সদনে পাঠান যায় ইতি।

হুকুম হইল যে—

উচিত আদেশ জন্য শ্রীল শ্রীযুক্ত ডিপুটী কমিসনর সাহেব বাহাদুরের সমীপে পাঠান যায় ইতি। ৩৬৫ শকা, ১৮৭৪, ১৪ই জুলাই। ৩১এ আষাঢ়।

এজলাস শ্রীযুত মে:, টি, স্মিথ, ডিপুটী কমিসনর সাহেব বাহাদুর, রাজ্য কুচবিহার।

হুকুম হইল যে ফৌজদারী সম্বন্ধীয় কার্য্য নুতন সারকুলার অনুসারে হওয়া দেওয়ানী ও মাল মোতালকের কার্য্য দ্বিতীয় আদেশ না হওয়া তক পূর্ব্ববৎ পরিচালনা হওয়ার বিষয় এই রোবকারীর এক এক নকল পাঠান যায় ইতি। ১৮৭৪, ২৭এ জুলাই।

দ্রষ্টব্য।—মাজিষ্ট্রেটের আদালতে ভিন্ন২ পরওয়ানা জারীর নিমিত্ত যে কি গৃহীত হইবে, তৎসম্বন্ধে ১৮৭০ সালের কোর্টফি আইনের ২০ ধারার ২ দফানুসারে বঙ্গদেশের হাইকোর্ট যে নিয়ম অবধারণ করিয়াছেন এবং যাহা ১৮৭৪ সালের ২৫এ ফিব্রুয়ারি তারিখের কলিকাতার গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে, উপরোক্ত আদেশে সেই নিয়মের উল্লেখ হইয়াছে।

জুডিস্যাল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।—রেজেষ্টরী।

---

১২৭ নং, কুচবিহার, তারিখ ৯ই ফিব্রুয়ারি ১৮৭৫ সাল।

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর, টি, স্মিথ, সাহেবের মেমো।

* কমিসনর সাহেবের নিকট এই অনুরোধ সহ নকল প্রেরিত হইল যে, সবডিবিজানের কর্ম্মচারীগণকে সবরেজেষ্ট্রারার করিবার প্রস্তাব মঞ্জুর হউক, এবং গবর্ণমেণ্ট প্রদেশের ন্যায় তাহাদিগকে শতকরা ফি দেওয়া হউক।

কমিসনর সাহেবের ১৮৭৫ সালের ১১ই ফিব্রুয়ারি তারিখের ৭৯৭ নং পত্র হইতে উদ্ধৃত।

আপনার ৯ই তারিখের ১২৭নং মেমোর উত্তরে আমার বক্তব্য যে, আপনার প্রস্তাব অন্তঃকরণের সহিত অনুমোদন করিলাম এবং প্রথমে সবডিবিজানের কর্ম্মচারীকে সবরেজেষ্ট্রারার করা আমার বিবেচনায় উত্তম।

---

১৪৭ নং, কুচবিহার, তারিখ ২৩এ ফিব্রুয়ারি ১৮৭৫ সাল।

ডিপুটী কমিসনর সাহেবের হইয়া ফৌজদারী আহেলকার বাবু যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর মেমো।

অবগতির জন্য এবং রেজেষ্টরী বহি, সূচী পত্র এবং রিটার্ণ ইংরাজীতে হইবে কি বাঙ্গালাতে হইবে, তদ্বিষয় সত্বর রিপোর্ট করিবার জন্য

---

* মহকুমার হাকিমগণকে সবরেজেষ্ট্রারার করিবার প্রস্তাব বিষয়ে একটিং দেওয়ানী আহেলকারের ১৮৭৫ সালের ৮ই ফিব্রুয়ারি তারিখের ৫৩ নং পত্রের নকল।

দেওয়ানী আহেলকারের নিকট নকল প্রেরিত হইল। ১৮৭৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে নূতন বন্দোবস্ত অনুসারে কার্য্য হইবে।

মুলানুরূপ।

(মহর ডিপুটী কমি-শনরী আপীস।)

শ্রীমধুসূদন ভৌমিক,
পেস্কার।

(স্বাক্ষর) শ্রীনবকুমার ভট্টাচার্য্য
সেরেস্তাদার।

ইস্তাহার নামা কাছারী ডিপুটী কমিসনরী, রাজ্য কুচবিহার, সন ১৮৭৩, ১২ই নবেম্বর।

যেহেতু শ্রীলশ্রীযুত কমিসনর সাহেব বাহাদুরের বর্ত্তমান সনের ৮ই নবেম্বরের লিখিত ইংরাজী চিটী দৃষ্টে অত্র রাজ্যে রেজেষ্টরী সম্বন্ধীয় ১৮৭১ সালের ৮ আইন মতে দলিলাত রেজেষ্টরী হওয়া ও তাহার ফিস ঐ আইনের পৃথক টেবলানুসারে লওয়া আবশ্যক, অতএব আগামী ১লা ডিসেম্বর হইতে ঐ আইন জারী করিয়া সর্ব্বসাধারণ জনগণকে এই ইস্তাহার দ্বারা অবগত করান যাইতেছে যে, ঐ জারীর তারিখ হইতে যে কোন ব্যক্তির তকসীলের লিখিত দলিলাত প্রস্তুত হইয়া আদান প্রদান হয়, তাহা ঐ আইনানুসারে রেজেষ্টরী আপীসে দলিল সহকারে স্বয়ং কিম্বা উপযুক্ত মত ক্ষমতা প্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা উপস্থিত হইয়া রেজেষ্টরী করিবেক।

১। উক্ত আইনের মর্ম্মানুযায়ী যে কোন ব্যক্তি প্রস্তাবিত দলিলাদি রেজেষ্টরী না করিবেক তৎসম্বন্ধে ঐ আইনে যে বিধান আছে তাহা আমলে আসিবেক।

২। উপরোক্ত দলিলাত ও তৎসেওয়ায় স্বেচ্ছাধীন যে সকল দলিলাত রেজেষ্টরী হইবেক, তাহার ফিস পূর্ব্ব যেরূপ লওয়ার নিয়ম ছিল তাহা রহিত হইয়া, ঐ আইনের পৃথক ফর্দ্দে যে দলিলের যে ফিস নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহাই লওয়া যাইবেক।

৩। এই ইস্তাহারের এক এক নকল দেওয়ানী ও মাল কাছারীতে ও মফুকুমা হারের নায়েব আহেলকার বাবুগণ সমীপে এই আদেশ প্রেরণ করা যায় যে, সহরের মধ্যে সদর মফঃস্বল মফুকুমাহারে ও তদধীন মফঃস্বল সকল স্থানে উত্তম রূপে অত্র ইস্তাহার ঢোল দ্বারা জারী করাইয়া আপনাপন কাছারীর সদর দরজায় লটকাইয়া দেন।

তফসীল।

১৮৭১ সালের ৮ আইনের মর্ম্মানুযায়ী রেজেষ্টরী কার্য্য সম্পাদিত হইবেক যথা ১৭ ধারা।

১। স্থাবর সম্পত্তির দান পত্র।

২। উইল ভিন্ন যে নিদর্শন পত্রের মর্ম্মানুসারে, কি ফল স্বরূপে, স্থাবর কোন সম্পত্তিতে, বর্ত্তমান কি ভবিষ্যৎ কালে, ১০০ টাকার কি তদূর্দ্ধ মূল্যের বর্ত্তমান ভোগ্য, কি সম্ভাবিত কোন স্বত্ব, কি অধিকার সম্পর্ক, কি দায় সৃষ্ট হয়, কি নির্দ্দেশ, কি সমাপন, কি সঙ্কোচ, কি বিলোপ করা যায় সেই নিদর্শন পত্র।

৩। পূর্ব্বোক্ত কোন অধিকার স্বত্ব, কি সম্পর্ক সৃষ্ট, কি নির্দ্দেশ, কি সম্পর্ক, কি সঙ্কোচ, কি বিলোপ করন প্রযুক্ত যে পারিতোষিক গ্রহণ কি দান করা যায়, উইল ভিন্ন তাহা পাইবার কি দত্ত হইবার স্বীকার পত্র।

৪। স্থাবর সম্পত্তির বৎসর বৎসরে, কি এক বৎসরের অধিক কালের পাট্টা, কি বার্ষিক খাজানা, কি ভাড়া নিরূপণের পাট্টা; কিন্তু কোন জিলার কিম্বা জিলার কোন বিভাগের মধ্যে সম্পাদিত যে পাট্টা মতে পাঁচ বৎসরের অধিক কালের নিয়ম না করা যায় ও বার্ষিক খাজানা কি ভাড়া পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়, রাজকীয় কর্ত্তৃপক্ষ অনুজ্ঞা পত্র প্রকাশ করিয়া, এই ধারার পূর্ব্ব ভাগের কথার মধ্যে সেই পাট্টা না ধরিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৫। উইল ভিন্ন পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিবার অনুমতি পত্র।

৬। ডিপুটী কালেক্টরীর জরিপ হইয়া বন্দোবস্ত আপীল হইতে, কি সরকার হইতে যে সকল পাট্টাদি আদান প্রদান হইয়াছে, কি হইবেক ও ঐ সূত্রে চুকানিদার ও দরচুকানিদার ও দরাদরচুকানিদার প্রভৃতিগণ যে সকল পাট্টাদি জোতদার কর্ত্তৃক আদান প্রদান হইয়াছে কি হইবে, তাহাতে উক্ত আইনের ১১ ধারার ৪ প্রকরণে নিয়ম খাটিবেক না ইতি।

৭। উক্ত সকল দলিল ঐ মোতাবেক যে কোন ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে রেজেষ্টরী না করিবেক, তাহার সম্বন্ধে উক্ত আইন অনুযায়ী ব্যবহার হইবেক ইতি।

(স্বাক্ষর।) জি, টি, ডল্টন,

ডিপুটী কমিসনর।

ইস্তাহার নামা কাছারী ডিপুটী কমিসনরী, রাজ্য কুচবিহার, সন ১৮৮০, ১৪ই জুন।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে, শ্রীলশ্রীযুত কমিসনর সাহেব বাহাদুরের বর্ত্তমান সনের ৭ই জুন দিবসীয় ৪৬ নং পত্রের আদেশ মত দলিল রেজেষ্টরী বিষয়ক মহামান্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ১৮৭১ সনের ৮ আইন রহিতে বর্ত্তমান সনের আগামী ১লা জুলাই হইতে মহামান্য ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টের ১৮৭৭ সনের ৩ আইন অত্র-রাজ্যে প্রচলিত হইবে। উক্ত তারিখ হইতে শেষোক্ত আইন অত্র রাজ্যের আইন হইবে এবং তদনুসারে রেজেষ্টরী সম্বন্ধীয় কার্য্য হইবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।—উকীল এবং মোক্তার।

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের ১৮৭১ সালের ১[illegible] জুন তারিখের ৪৩০ নং পত্রের লিখিত প্রস্তাবের উপর নির্দ্ধারণ।

প্রস্তাব।	নির্দ্ধারণ।
১ম। প্রথম কি আপীল, কুচবিহারের সমস্ত আদালতেই বর্ত্তমান উকীলগণ কার্য্য করিতে পারিবে। উকীলের সংখ্যা ২৬ জন।	এই প্রস্তাব এই সরতে মঞ্জুর হইল যে, উকীলগণের তালিকা যথোচিত পরীক্ষিত হইবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির উকীল বলিয়া উপস্থিত হইবার ক্ষমতা পত্র যথোচিত প্রমাণীকৃত হইবে।
২য়। সমস্ত রেভিনিউ এবং ফৌজদারী মোকদ্দমায় মোক্তার এবং রেভিনিউ এজেন্টদিগকে বক্তৃতা করিতে দেওয়া হইবে। এক্ষণে ২৬ জনের ঐ ক্ষমতা আছে।	উপরোক্ত সরতে মঞ্জুর হইল।
৩য়। রেভিনিউ এজেন্ট ১৩ জন মাত্র। তাহারা কেবল রেভিনিউ মোকদ্দমায় বক্তৃতা করিতে পারিবে।	উপরোক্ত মত মঞ্জুর হইল।
৪র্থ। মোক্তারগণ ফৌজদারী মোকদ্দমায় বক্তৃতা করিতে পারিবে। ইহাদের সংখ্যা ১৫ জন মাত্র।	উপরোক্ত মত মঞ্জুর হইল।

প্রস্তাব।	নির্দ্ধারণ।
২৩। যে সকল ব্যক্তি গভর্ণমেণ্ট প্রদেশে সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হয়, তাহারা বেঙ্গল প্রদেশের যে শ্রেণীর আদালতে বক্তৃতা করিতে পারিত, কুচবিহারে সেই শ্রেণীর আদালতে বক্তৃতা করিতে পারিবে।	বিশেষ নিয়ম না করিয়া কমিসনর সাহেব এই প্রস্তাব অনুমোদন করিতে পারেন না। কুচবিহারের আদালত সমূহ এই প্রকার মুক্ত রাখিলে কুব্যবহার প্রবাহ প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে। কুচবিহারে কার্য্য করিবার যোগ্যতা সম্বন্ধে বঙ্গদেশের পরীক্ষাই প্রচুর গণ্য করিবার জন্য কমিসনর সাহেব ইচ্ছুক আছেন। কিন্তু কুচবিহারী হউক বা ভিন্ন দেশীয় হউক কুচবিহারে নিরূপিত সংখ্যক লোকের অতিরিক্ত লোককে বক্তৃতা করিতে দেওয়া যাইতে পারে না। প্রয়োজনাধিক সংখ্যা জনিত অমঙ্গল সম্পূর্ণ সভ্য দেশে সাধারণের বিশেষ অনিষ্ট না করিয়া আপনা আপনিই নিবারিত হয়, কিন্তু যে নিম্ন শ্রেণীর ব্যবসায়ীদিগের উপর সরকারের কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব থাকিবেক না, এবং যাহারা তাহাদের খ্যাতি কুচবিহারে যতই কলুষিত হউক না কেন, যে সময় ইচ্ছা বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন করত: নিন্দাভাজন না হইয়া কার্য্য করিতে পারিবে, সেই শ্রেণীর ব্যবসায়ীদিগকে কুচবিহারে দলবদ্ধ হইতে দেওয়া অপেক্ষা অধিক অমঙ্গলের বিষয় কমিসনর সাহেব কল্পনা করিতে পারেন না। অধিকন্তু যখন কুচবিহারের উকীলের বঙ্গদেশে কার্য্য করিবার অধিকার নাই তখন এইরূপ অনুমতি দিলে তাহাদের পদের নিশ্চই লাঘব হইবে।

প্রস্তাব।	নির্দ্ধারণ।
৬ষ্ঠ। বঙ্গদেশে যেরূপ পরীক্ষা দিতে হয় সেইরূপ পরীক্ষা না দিলে কেহ কুচবিহার রাজ্যে কার্য্য করিতে পারিবে না।	এই প্রস্তাব কমিসনর সাহেব সম্পূর্ণ রূপে অনুমোদন করেন এবং উকীল ইত্যাদির পদ প্রাপ্তাভিলাষী কুচবিহারীগণ বঙ্গদেশে যোগ্যতার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইলে কমিসনর সাহেব আহ্লাদিত হইবেন। কুচবিহারীদিগের মধ্যে কেহ উক্ত প্রকার সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইলে তাহার কার্য্যে প্রবেশের দাবী অগ্রগণ্য হইবে।
৭ম। বঙ্গদেশের ন্যায় সকল শ্রেণীর উকীল ইত্যাদি গণকে সার্টিফিকেটের নিমিত্ত ফি দিতে হইবে। এই সার্টিফিকেট প্রথমে কমিসনর সাহেবের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইবে।	এই প্রস্তাবের প্রথম অংশ এই রূপান্তর হইয়া মঞ্জুর হইল যে, কুচবিহারীগণ গবর্ণমেণ্ট প্রদেশে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, এক টাকা মূল্যের মুদ্রিত কাগজে কুচবিহারের সার্টিফিকেট পাইবে, অন্য সকলকে সম্পূর্ণ ফি দিতে হইবে। সার্টিফিকেটে দস্তখত এবং উকীল ইত্যাদি গণের রেজেষ্টরী সম্বন্ধে, কমিসনর সাহেব বঙ্গদেশের রেভিনিউ বোর্ডের এবং হাইকোর্টের ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন।
৮ম। উকীল এবং অন্যান্য সম্বন্ধে হাইকোর্টের এবং রেভিনিউ বোর্ডের নিয়মাবলী কুচবিহারে প্রয়োগ হইবে।	হাইকোর্টের এবং রেভিনিউ বোর্ডের নিয়মাবলী যতদূর প্রয়োগ হইতে পারে কুচবিহারে উকীল ইত্যাদির পক্ষে প্রয়োগ হইবে। কিন্তু এই নিয়মাবলী সময়ে২ কমিসনর সাহেব যে প্রকার রূপান্তর করা আবশ্যক বিবেচনা করেন সেই প্রকার করিতে পারিবেন।

ডিপুটী কমিসনর সাহেবের পত্রের শেষ পরিচ্ছেদে যে চারি জন লোকের উল্লেখ আছে, কমিসনর সাহেবের আদেশ প্রচারের পক্ষে তাহাদের অবস্থা বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হয় নাই; আরও বৃত্তান্তের প্রয়োজন।

কমিসনর সাহেব অনুমান করেন যে উকীল ইত্যাদি গণের বর্ত্তমান সংখ্যা, ডিপুটী কমিসনর সাহেব এবং সভা প্রচুর বিবেচনা করিয়াছেন। অন্য আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত এই সংখ্যা নিরুপিত সংখ্যা বিবেচনা করিতে হইবে; যখন পদ শূন্য হইবে তখন পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি বঙ্গদেশে কার্য্য করিত সেই ব্যক্তির চরিত্র উত্তম কি না নির্ণয় করিবার জন্য, সে যে আদালতে কার্য্য করিত, সেই আদালতকে জিজ্ঞাসা না করিয়া এবং সে যে ব্যক্তির সার্টিফিকেট উপস্থিত করে, সে সেই ব্যক্তি কি না তদ্বিষয় কোন অনুসন্ধান না করিয়া, তাহাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। এই বিষয়ে যে বিশেষ সাবধানের প্রয়োজন তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

মতাচরণের নিমিত্ত এবং দেওয়ান ও দেওয়ানী ও ফৌজদারীর আহেলকারকে অবগত করাইবার নিমিত্ত, এই নির্দ্ধারণের নকল ডিপুটী কমিসনর সাহেবের নিকট প্রেরিত হইবে।

খরসং, (দস্তখত) জে, সি, হটন,

২৪এ জুলাই ১৮৭১ সাল। কমিসনর।

১৯৭৮ নং, জলপাইগুড়ী, তারিখ ২৭এ জুলাই ১৮৭১ সাল।

পারসনেল আসিষ্টাণ্ট, বাবু দীননাথ মুখোপাধ্যায়ের মেমো।

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের ১৮৭১ সালের ১৬ই জুন তারিখের ৪৩০ নং পত্র সম্বন্ধে তাঁহার নিকট নকল প্রেরিত হইল।

---

৫৮৬ নং, কুচবিহার, তারিখ ৩০এ আগষ্ট ১৮৭১ সাল।

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর, ডবলিউ, ও, এ, বেকেট সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের দেওয়ানের বরাবর।

কমিসনর সাহেব তাঁহার আপীসের ২৪এ তারিখের ২১৯৩ নং মেমো দ্বারা উকীল, রেভিনিউ এজেন্ট এবং মোক্তারগণের যে তালিকা মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহা এতৎসহ প্রেরণ করিতেছি।

২। কুচবিহার রাজ্যের জন্য কমিসনর সাহেব এই মঞ্জুর করিয়াছেন:—

২৬ উকীল।
২৬ রেভিনিউ এজেন্ট এবং মোক্তার।
১৩ কেবল রেভিনিউ এজেন্ট।
১৫ কেবল মোক্তার।
৮০

মঞ্জুরি সংখ্যার অতিরিক্ত যে ৫ ব্যক্তির নাম উকীল বলিয়া তালিকায় আছে, তাহাদিগকে অতিরিক্ত উকীল গণ্য করিতে হইবে, যেমন পদ শূন্য হইবে তেমনি ঐ অতিরিক্তের সংখ্যাও গ্রাসিত হইবে।

৩। কুচবিহারের সমস্ত আদালতেই সুরু এবং আপীলের মোকদ্দমায় উকীলগণ কার্য্য করিতে পারিবে।

৪। যাহারা উভয় রেভিনিউ এজেন্ট এবং মোক্তার তাহারা রেভিনিউ এবং ফৌজদারী মোকদ্দমায় কার্য্য করিতে পারিবে কিন্তু দেওয়ানী মোকদ্দমায় পারিবে না।

৫। যাহারা কেবল রেভিনিউ এজেন্ট তাহারা কেবল রেভিনিউ মোকদ্দমায়, এবং যাহারা কেবল মোক্তার তাহারা কেবল ফৌজদারী মোকদ্দমায় কার্য্য করিতে পারিবে।

৬। ওকালতি এবং অন্যান্য পরীক্ষায় যাহারা গবর্ণমেন্ট প্রদেশে উত্তীর্ণ হয় তাহারা কুচবিহারে উকীল, রেভিনিউ এজেন্ট এবং মোক্তারের মঞ্জুরি সংখ্যা মধ্যে পদ শূন্য হইলে এবং কমিসনর সাহেব তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবার জন্য ক্ষমতা অর্পণ করিলে উকীল, রেভিনিউ এজেন্ট এবং মোক্তারের পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবে।

৭। বঙ্গদেশে যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়, সেই প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে, ইহার পর কোন ব্যক্তিকেই কুচবিহারের কোন আদালতে বক্তৃতা করিতে দেওয়া হইবে না। কোন কুচবিহারী পরী-

ক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, তাহার নিযুক্তের দাওয়া ভিন্নদশীয় লোকের দাওয়া অপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে।

৮। উকীলদিগকে বাৎসরিক ৮ টাকা মুল্যের মুদ্রিত কাগজে সার্টফিকেট লইতে হইবে। যাহারা রেভিনিউ এজেন্ট এবং মোক্তার তাহাদিগকে ৯ টাকা মুল্যের, এবং যাহারা কেবল রেভিনিউ এজেন্ট কিম্বা কেবল মোক্তার তাহাদিগকে ৪ টাকা মুল্যের মুদ্রিত কাগজে সার্টফিকেট লইতে হইবে। কিন্তু যদি কোন কুচবিহারী গবর্ণমেন্ট প্রদেশে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহা হইলে সে ১ টাকা মুল্যের মুদ্রিত কাগজে সার্টফিকেট পাইবে।

৯। যে সকল উকীল, রেভিনিউ এজেন্ট এবং মোক্তারের নাম একণে সঙ্গীয় তালিকায় আছে, তাহাদিগকে কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের নিকট হইতে বাৎসরিক সার্টফিকেট লইতে হইবে। পদ শূন্য হইলে যে নুতন লোক নিযুক্ত হইবে, তাহাকে সার্টফিকেটের নিমিত্ত ডিপুটী কমিসনর সাহেবের যোগে কমিসনর সাহেবের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে।

১০। সার্টফিকেট বৎসর২ অক্টোবর মাসের ১লা তারিখে লইতে হইবে, এবং যাহাদের নাম সঙ্গীয় তালিকায় আছে, তাহাদিগকে এরূপ সময়ে সার্টফিকেটের জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে যে, অত্র আপীস কর্ত্তৃক তাহাদিগকে ঐ তারিখে সার্টফিকেট দেওয়া যাইতে পারে।

১১। এই পত্রে যে সমস্ত নিয়ম লিখিত হইল এবং যে সমস্ত নিয়ম সময়ে২ কমিসনর সাহেব অবধারণ করেন, ঐ নিয়মের অধীন উকীল, রেভিনিউ এজেন্ট এবং মোক্তারগণ সম্বন্ধে হাইকোর্টের এবং রেভিনিউ বোর্ডের নিয়ম যতদূর প্রয়োগ হইতে পারে, কুচবিহারের সেই শ্রেণীর লোকদিগের প্রতি প্রয়োগ হইবে।

১২। আপনি আপনার আসিষ্টাণ্টগণকে এই পত্রের মর্ম্ম অবগত করাইবেন, এবং যাহারা বক্তৃতা করিবার জন্য নিয়মিত রূপে

ক্ষমতা প্রাপ্ত না হয়, তাহাদিগকে তাঁহারা তাঁহাদের নিকট বক্তৃতা করিতে না দেন, তজ্জন্য সাবধান হইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে সতর্ক করিবেন।

ডিপুটী কমিসনর সাহেবের টীকা।—কর্ণেল হটন সাহেব কর্তৃক যে নিয়ম অবধারিত হইয়াছিল তাহা অলক্ষিত ভাবে ক্রমশঃ ত্যক্ত হইয়াছে। মোকদ্দমা বৃদ্ধি প্রযুক্ত, এবং নিকটবর্ত্তী ব্রিটিশ প্রদেশের আদালতের কার্য্য প্রণালীর সহিত আমাদের আদালতের কার্য্য প্রণালীর তুল্যতার বৃদ্ধি হওয়া প্রযুক্ত, অধিক উকীল, রেভিনিউ এজেণ্ট এবং মোক্তারের প্রয়োজন হওয়ায়, ডিপুটী কমিসনর সাহেবের আদেশ ক্রমে সময়২ যোগ্য ব্যক্তি নিয়োজিত হইয়াছে।

ইহাও অবধারিত হইয়াছিল যে, প্রচলিত নিয়ম মিথ্যোপলব্ধ হওয়া প্রযুক্ত, যে সমস্ত বর্ত্তমান মোক্তার ও রেভিনিউ এজেণ্টকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল, এবং যাহাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল, তাহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরীক্ষা দিতে হইবে। এই আদেশ ১৮৭৮ ও ১৮৭৯ সালে প্রতিপালিত হয়। বঙ্গপ্রদেশের প্রচলিত নিয়মানুসারে যতদূর সম্ভব কুচবিহারের আদালতের বক্তৃতা স্থানে উকীল মোক্তারাদি নিযুক্ত করিবার এক্ষণে সময় উপস্থিত হইয়াছে। কুচবিহারের ওকালতি, হাইকোর্টের ওকালতি কার্য্যে প্রবেশ করিবার যোগ্য কার্য্য রূপ গণনা করিতে দিবেন না বলিয়া হাইকোর্ট আমাদের পথে অনেক বিঘ্ন নিক্ষেপ করিয়াছেন।

আমার বিবেচনায় যাহারা ভিন্ন২ শ্রেণীর ওকালতি পদের প্রার্থনা করে, বিশেষতঃ যাহারা দেওয়ানী আহেলকারের এবং ডিপুটী কমিসনর সাহেবের আদালতে উকীল হইয়া প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদের সাময়িক পরীক্ষার জন্য নিয়ম অবধারণের আবশ্যক হইবে। পূর্ব্ব কমিসনর সাহেবগণ কর্তৃক যে নিয়ম অবধারিত হইয়াছিল এক্ষণে তাহার কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্যরূপে কার্য্য চলিতেছে।

পঞ্চদশ অধ্যায়।—তামাদী।

১৮৯ নং, রামপুর বোয়ালিয়া, তারিখ ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৭৯ সাল।

রাজসাহী এবং কুচবিহার বিভাগের কমিসনর, লর্ড এচ্, ইউলিক ব্রাউন, সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বরাবর।

আপনার ১৮৭৯ সালের ১১ই নবেম্বর তারিখের ৬৯২ নং পত্র, যাহার মধ্যে কুচবিহারের তামাদী আইন প্রচলিত হওয়ার সম্বন্ধে ইস্তাহারের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি দুঃখিত হইয়া বলিতেছি যে, উক্ত তামাদী আইন প্রচলিত করিবার তারিখ যে ১৮৮০ সালের ১লা জানুয়ারি অবধারণ করিবার আমার অভিপ্রায় ছিল তাহা আমি বিস্মরণ হইয়াছিলাম, এবং আপনার নিকট যে তারিখে এই পত্র পৌছিবে সেই তারিখ হইতে ১লা জানুয়ারি পর্য্যন্ত অপ্রচুর সময় বলিয়া, উক্ত তারিখ পরিবর্ত্তন করিয়া ১৮৮০ সালের ১লা ফিব্রুয়ারি অবধারণ করিতে হইবে, এবং ইহার মোতাবেক বাঙ্গালা তারিখ, দেওয়ান কর্ত্তৃক সাবধানের সহিত নিরাকৃত হইয়া আপনার নিকট লিখিত রিপোর্ট হইলে, ঐ তারিখ ও ইস্তাহারে নিবেশ করিতে হইবে।

২। এক্ষণে যাহা রূপান্তর করিবার এবং যোগ করিবার আদেশ দিলাম ইস্তাহার সেইরূপ রূপান্তর করিয়া এবং তাহাতে ঐ রূপ যোগ করিয়া প্রচার করিবার জন্য অনুমোদন এবং অনুমতি করিলাম। এই ইস্তাহার ব্যাপক রূপে সমস্ত প্রধান২ স্থানে ঢোলের ঘোষণা দ্বারা প্রচার ও জ্ঞাপন করিতে এবং লটকাইতে হইবে।

মন্তব্য।—কুচবিহারের তামাদী আইন পৃথক মুদ্রিত হইয়াছে।

(স্বাক্ষর) জি, টি, ডল্টন,

ডিপুটী কমিসনর।

ইস্তাহার নামা কাছারী ডিপুটী কমিসনরী, রাজ্য কুচবিহার, সন ১৮৭৯, ২২এ ডিসেম্বর।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে শ্রীলশ্রীযুক্ত কমিসনর সাহেব বাহাদুরের বর্ত্তমান সনের ১৬ই ডিসেম্বরের ১৮৯ নং পত্রের আজ্ঞানুসারে কুচবিহারের তামাদী আইন ১৮৮০ সালের ১লা ফিব্রুয়ারি হইতে অত্ররাজ্যে প্রচলিত হইবে, ঐ তারিখে কি তৎপরে যে কোন প্রকারের মোকদ্দমা রুজু হইবে, তাহার মেয়াদ উক্ত আইন অনুসারে গণনা করা যাইবে।

পূর্ব্বের পুরাতন দাবী সম্বন্ধে অনুগ্রহ করিয়া যে সময় দেওয়া গিয়াছে, তাহাই প্রচুর বিবেচনায়, তামাদী আইনের দ্বিতীয় ধারা রদ করা গেল ইতি।

জুডিসিয়াল।

ষোড়শ অধ্যায়।—ফৌজদারী।

রোবকারী কাছারী ডিঃ কমিসনরী. এজলাশ, শ্রীলশ্রীযুত মেজর এইচ, বিবরিজ, ডিপুটী কমিসনর সাহেব বাহাদুর, সন ১৮৬৫, তারিখ ১৬ই ডিসেম্বর। মোং ১২৭২, ২রা পৌষ।

জেরাইত পয়মালী সম্বন্ধে আদালত দাওরার বিচারক বাবু তারকচন্দ্র বসুর গত ২৮এ অগ্রহায়ণের লিখিত রোবকারীতে যে আপন মত ব্যক্ত করেন, তাহা তাদৃশ মনোনীত বোধ হইল না, অতএব ইংরাজী ১৮৬৭ সালের ৩ আইনের যে কয়েক ধারা জেরাইত পয়মালীর দণ্ড সম্বন্ধে এখানে প্রচলিত হইয়াছে ঐ আইনের অবকর আর যে যে ধারা অত্রস্থলে প্রচলিত হইতে পারে, তাহা প্রচলিত পক্ষে আহেলকার উচিত উদ্যোগ পায়, আর খোয়াড়ের মহরেরকে ঐ আইনের এক প্রস্থ নকল দেওয়া যায়, ঐ আইনের ৭ ধারার মর্ম্ম মত পশ্বাদির জরিমানার নিরীখ সাইন বোর্ডে অঙ্কিত করিয়া সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি গোচরে লটকাইয়া দেওয়ার উদ্দেশ্যে

হুকুম হইল যে—

এই রোবকারীর এক খণ্ড নকল উপরোক্ত বিষয়াদির মতাচরণ জন্য ফৌজদারীর ক্ষমতা প্রাপ্ত আহেলকারের নিকট পাঠান যায় ইতি।

ডিপুটী কমিসনর সাহেবের টীকা।—প্রকৃত প্রস্তাবে, কুচবিহারের আদালত সমূহ ১৮৭১ সালের ১ আইনের সারানুসারে কার্য্য করিতেছেন প্রকাশ পায়, কিন্তু এই আইন কুচবিহারের কর্ত্তৃপক্ষগণ কর্ত্তৃক নিয়মিত রূপে অবলম্বিত হয় নাই।

আমার বিবেচনায় ইহা কুচবিহারের আইন বলিয়া নিয়মিত রূপে প্রকাশ করা উচিত।

৫৪৭ নং, কুচবিহার, তারিখ ১লা জুন ১৮৭০ সাল।

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর, মেজর ডব্লিউ, লেন্স সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ফৌজদারী আহেলকারের বরাবর।

জুয়াখেলার দণ্ড সম্বন্ধে ফৌজদারীর আহেলকারের ৬৪ নং পত্রের উত্তরে বক্তব্য যে, (বোধ হয়) ফৌজদারী আহেলকারের পূর্ব্বাধিকারীকে এই বিষয়ে এপক্ষ কোন উপদেশ দিয়াছিলেন।

২। ২০ বৎসর গত হইল একটি প্রসিদ্ধ স্থলে রাজসভা কর্ত্তৃক এই অপরাধের কার্য্য নিষিদ্ধ হইয়াছিল। আহেলকার এই মোকদ্দমা তদন্ত করিয়া নিষ্পত্তি করিবেন এবং বঙ্গ সভার ১৮৬৭ সালের জুয়া খেলার ২ আইন অনুসারে দণ্ডের সীমার বিধান করিবেন।

ঘোষণা পত্র, কাছারী ডিপুটী কমিসনরী, রাজ্য কুচবিহার, সন ১৮৭১, ৩১এ জুলাই। মোং ১২৭৮, ১৬ই শ্রাবণ।

যেহেতু অত্রস্থলে মনুষ্যের পিঠ ফোঁড়াইয়া চড়ক ঘোরা সম্বন্ধে শ্রীলশ্রীযুত কমিসনর সাহেব বাহাদুরের মানাহী হুকুম থাকা প্রকাশ কিন্তু ঐ হুকুম রীতিমত জারী না হওয়া ফৌজদারী আদালতের রোবকারী দৃষ্টে জানা যায়, অতএব এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণ জনগণকে অবগত করান যাইতেছে যে, কোন ব্যক্তি শরীরের কোন স্থানে ফোঁড়াইয়া চড়ক ঘুরিতে পারিবেক না। যদি কেহ এই হুকুমের অন্যথায় ঐরূপ অবস্থায় চড়ক ঘোরে, তবে সে পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া হুকুম অমান্য করার বিষয় বিচারের আনীত হইয়া শাস্তি প্রাপ্ত হইবেক ইতি।

১। অত্র ইস্তাহারে এক খণ্ড নকল ফৌজদারীর শ্রীযুত আহেলকার বাবুর নিকট এই অভিপ্রায়ে প্রেরণ হয় যে, তিনিও অত্র ইস্তাহার রীতিমত সদর মফঃস্বলে উত্তম রূপে জারী করাইয়া তৎ রিপোর্ট প্রেরণ করেন ইতি।

৪৪৯টি নং, খরসং, তারিখ ৩১এ আগষ্ট ১৮৭১ সাল।

কুচবিহার বিভাগের কমিসনর, কর্ণেল জে, সি, হটন, সি, এস্, আই, সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বরাবর।

অবগত হইলাম যে রাজ পরিবারস্থ দাওরা সাহেব নামক এক ব্যক্তির জেষ্ঠ পুত্র মদোন্মত্ত লজ্জাকর অবস্থায় বন্দুক লইয়া প্রকাশ্যে বাহির হইয়া, শান্ত প্রজাদিগকে প্রাণভয় প্রদর্শন করিয়াছিল, এবং নানা প্রকার শান্তি ভঙ্গের কার্য্য করিয়াছিল, অতএব আমার ইচ্ছা যে, যেরূপ পদস্থ হউক না কেন, যে ব্যক্তি শান্তি ভঙ্গের অপরাধী হইবে, তাহাদের সকলকে এবং প্রত্যেককে ধৃত করিবার জন্য আপনি পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে উপদেশ দিবেন। কোন রাজগণ এই প্রকারে ধৃত হইলে, রাজবাড়ীর মধ্যে কোন পাকা গৃহে তাহাকে লইয়া, তথায় আপনার আদেশের সাপেক্ষে আবদ্ধ রাখিতে হইবে। এই কার্য্যের জন্য স্বতন্ত্র একটি পাকা গৃহ রাখিতে হইবে।

২। সাধারণ লোকের নিকট যে অপরাধের জন্য জামিন লওয়া যাইতে পারে, কোন রাজগণের নামে সেই প্রকার অপরাধের অভিযোগ হইলে, আপনি উক্ত রাজগণকে আপনার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য সমন করিতে পারিবেন এবং উক্ত অপরাধের জন্য তাহার বিচার করিতে পারিবেন এবং তাহার কারাবাসের কি জরিমানার দণ্ড বিধান করিতে পারিবেন, কিন্তু কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা আমার মঞ্জুরির জন্য আমার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে, এবং এই দণ্ডাজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইলে এই কার্য্যের জন্য রক্ষিত স্বতন্ত্র স্থানে প্রতিপালিত হইবে।

৩। যে অপরাধের জন্য জামিন গৃহীত হইতে পারে না, যদি কোন রাজগণের নামে সেই প্রকার অপরাধের অভিযোগ হয়, এবং যে প্রকার প্রমাণ পাইলে ওয়ারেণ্ট জারী হইতে পারে, যদি সেই প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকে আপনি ধৃত

করাইয়া রাজ বাড়ীর কোন নিরাপদ স্থানে আবদ্ধ রাখাইবেন, এবং শেষোক্ত স্থলের মত আপনিই তাহার বিচার করিবেন। অপরাধ সাব্যস্ত হইলে, রাজগণ বলিয়া তাহার যে সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা আছে তাহা নষ্ট হইবে।

৪। এই সমস্ত আদেশ প্রচার হইয়াছে, এই বিষয় রাণীদিগকে অবগত করাইয়া তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়াছি। *

১৮৭টি নং, কেম্প দার্জ্জিলিং, তারিখ ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ সাল।

কুচবিহার বিভাগের একটিং কমিসনর, সি, টি, মেটকাফ সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বরাবর।

প্রসঙ্গীত ইস্তমেজাজে যে ইস্তমেজাজ হইয়াছিল তাহাতে আমি যে নিষ্পত্তি করিয়াছি, ঐ নিষ্পত্তির নকল আপনার ১১ই আগষ্ট তারিখের ৫৩১ নং পত্রের উত্তরে প্রেরণ করিতেছি; ইহা প্রকাশ পাইবে যে নূতন কার্য্যবিধি কুচবিহারে প্রচলিত হয় নাই।

২। এই সমস্ত উপদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে কুচবিহারের সমস্ত আদালতে নূতন বিধি প্রয়োগ করিতে হইবে।

১১৭৬ নং, কুচবিহার, তারিখ ১০ই ডিসেম্বর, ১৮৭৪ সাল।

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর, টি, স্মিথ সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ফৌজদারী আহেলকারের বরাবর।

আপনার ৯ই তারিখের ১৫৭ নং পত্র সম্বন্ধে। ডাকের প্রধান ওভারসিয়ার যে আইনের উল্লেখ করিয়াছে, ঐ আইন কুচবিহারে প্রচলিত থাকিলে আপনি যেরূপ এই মোকদ্দমার বিচার করিতেন ঠিক সেই রূপ বিচার করিবেন। গবর্ণমেণ্টের রাজ্যে যে অপরাধ দণ্ডনীয় কুচবিহারে ঐ অপরাধ দণ্ডনীয় নহে বলিয়া, অপরাধীকে পলাইতে

দেওয়া কুচবিহারের আদালতের কথনই নিয়ম নহে। দণ্ড বিধি প্রচলিতের পূর্ব্বে কুচবিহারে সকল প্রকার অপরাধীদিগকে দণ্ড দিবার জন্য কোন স্পষ্ট বিধান না থাকা সত্ত্বেও তাহাদের বিচার হইত, তদ্রূপ যদিও ডাকের আইন প্রচলিত হয় নাই তত্রাচ ডাক সংক্রান্ত অপরাধের জন্য আপনার বিচার করিবার ক্ষমতা আছে।

---

৫৪০ নং, জলপাইগুড়ী, তারিখ ১৬ই মার্চ্চ ১৮৭৫ সাল।

কুচবিহার বিভাগের কমিসনর সাহেবের পারসনেল আসিষ্টান্ট, বাবু দীননাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বরাবর।

ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বিগত মাসের ২৫এ তারিখের ২৬টি ম্বর পত্র সম্বন্ধে জানাইতেছেন যে, ফৌজদারী কার্য্য বিধির ৫০৪ ধারার মাকদ্দমায়, সদাচারের নিমিত্ত জামিন লওয়ার ক্ষমতা কুচবিহারের সবডবিজানের কর্ম্মচারীদের প্রতি কমিসনর সাহেব অর্পণ করিয়াছেন।

---

৩৮৮ নং, কুচবিহার, তারিখ ৬ই মে, ১৮৭৬ সাল।

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর, জি, টি, ডল্টন সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ফৌজদারী আহেলকারের বরাবর।

ফৌজদারী আহেলকারের বিগত মাসের ২৯এ তারিখের ৩৬৯ নং ত্র সম্বন্ধে বক্তব্য যে, মনুষ্য চুরির মোকদ্দমা সবডিবিজানের মাজিষ্ট্রেট-া কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারে কিন্তু পরস্ত্রী অভিগমনের মোকদ্দমা হাদের কর্ত্তৃক গৃহীত হইতে পারিবে না। প্রথমোক্ত স্থলে (অর্থাৎ ষ্য চুরির মোকদ্দমায়) সবডিবিজানের কর্ম্মচারী তদন্ত করিবেন, বং প্রয়োজন হইলে দাওরা সোপর্দ্দ করিবেন; শেষোক্ত স্থলে অর্থাৎ পরস্ত্রী অভিগমনের মোকদ্দমায়) যদি স্ত্রীলোকটি অপহৃত না

হইয়া থাকে কিম্বা আইন বিরুদ্ধ রূপে আবদ্ধ না থাকে, তাহা হইলে ফৌজদারীর আহেলকারের নিকট উক্ত মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন।*

ফৌজদারী।

সপ্তদশ অধ্যায়।—জেলের নিয়ম।

যদিও বঙ্গদেশের জেল বিধি নিয়মিত রূপে কখনও জারী হয় নাই, তত্রচ ঐ বিধির সার অনুসারে সর্ব্বদা কার্য্য হইয়া থাকে।

(দস্তখত) জি, টি, ডল্টন,
ডিপুটী কমিসনর।

ফৌজদারী।

অষ্টাদশ অধ্যায়।—কশাঘাতের আইন।

এই রাজ্যে ১৮৬৪ সালের ৬ আইন জারী আছে, কিন্তু এই আইন জারী করিবার আদেশ অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে না। কশাঘাত করিবার মাজিষ্ট্রেট্‌গণের ক্ষমতা এই আইন দ্বারা যেরূপে নিরূপিত হয় অত্র রাজ্যে ঐ ক্ষমতা সেই রূপেই নিরূপিত হয়।

(দস্তখত) জি, টি, ডল্টন,
ডিপুটী কমিসনর।

---

* দ্রষ্টব্য।—মেজর লিউইন সাহেব যখন ডিপুটী কমিসনর ছিলেন তখন তিনি যে আদেশ প্রচার করেন এইটি সেই আদেশের রূপান্তর।

কুচবিহারের নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগের সমাজের বিশেষ অবস্থা এবং নীতি অনুষ্ঠানের সাধারণতঃ অপকৃষ্ট অবস্থা প্রযুক্ত পরস্ত্রী অভিগমনের মোকদ্দমা এবং বিবাহ সম্বন্ধে অন্যান্য মোকদ্দমা সাবধানের সহিত তদন্ত করা বাঞ্ছনীয় হইয়াছিল এবং সবডিবিজনের কর্ম্মচারীগণ বিবেচনা কিম্বা বিচার শক্তির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন না।

ফৌজদারী।

ঊনবিংশ অধ্যায়—একজিকিউটিভ পুলিশ।

রোবকারী কাছারী কমিসনরী, মোতালকে নিজবেহার, বৈঠক শ্রীযুক্ত কর্ণেল জে, সি, হটন, কমিসনর সাহেব বাহাদুর, সন ১৮৬৪ ইংরাজী ৬ই মে। মোতাবেক সন ১২৭১ সন, বাঙ্গালা তারিখ ২৬ বৈশাখ।

যেহেতুক কিয়দ্দিবস হইতে মুলুক ভোটান্তে রাজপদের ও কর্ত্তাপক্ষের নানা অস্থৈর্য্যতা ও ঐ রাজত্বের কথা কার্য্যে নিতান্ত বিশৃঙ্খলতা গতিকে অশেষ গোলযোগের সংবাদ শুনা যাইতেছে। যদ্যপিও প্রবল প্রতাপ মহামান্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এমত অভিপ্রায় জানা যায় না যে, ঐ সকল অসভ্য জাতিদিগের রাজ্যে ও রাজকার্য্যে বিশেষ কোন কার্য্য কারণ ভিন্ন সহসা হস্তক্ষেপণ কি তাহাদেক সমুচিত নির্যাতন করেন, অথবা রাজ্য কুচবিহারের মহারাজার সর্ব্বকর্ম্মের অধ্যক্ষ এপক্ষের এমত ইচ্ছা নাহি যে, ভুটীয়ালোক এ রক্ষিত রাজ্যের প্রতি কোন অংশে কোন জুলুম বদিয়ত করা কি করার উদ্যত না হইলে, তাহাদের বিরুদ্ধে কি প্রতিকুলতাচরণে প্রবর্ত্ত হওয়া যায়। কিন্তু এই রাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব হইতে উত্তর পশ্চিম পর্য্যন্ত সামুদায়িক স্থানেই ভোটান্তের সীমা সংলগ্ন। উত্তরোত্তর ভুটীয়া লোকের আপোষ, দন্দেজ ও গোলযোগ বৃদ্ধির বার্ত্তা যেরূপ আগত হইতেছে, ইহাতে তত্রস্থ কোন দল সৈন্য পরাজিত হইয়া আসিয়া হঠাৎ দোসরহদ্দির সীমাবর্ত্তী রাজকীয় প্রজাপুঞ্জের প্রতি পড়া ও আক্রমণ করা বিচিত্র নহে। অতএবই পূর্ব্ব হইতে দোসরহদ্দির সীমা ও প্রজা লোকের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে বিশেষ২ যোজনা ও কর্ত্তব্যাবধান হইয়া আশু রাজ্য কুচবিহারের

সদর মফঃস্বলের সমস্ত মহাজনান ও রেয়াযান ও বাসেন্দাগণে খাস ও আমের বিজ্ঞাপন ও ওয়াকিফিয়তের নিমিত্ত এক কেতা আম ইস্তাহার জারী করা আবশ্যক বোধে

হুকুম হইল যে—

ভুটীয়া লোকের সহিত এতদ্রাজ্যের প্রজাবর্গের ও মহাজন লোকের পূর্ব্বাপর হইতে যেরূপ তেজারতি, কারবার ও জিনিস পত্র লেনা, দেনা, খরিদ, ফরোক্ত ও আরজা চলন আছে, তাহা পূর্ব্ববৎ সেই-রূপ চলন থাকে, কোন অংশে তাহার তজাওজ ও তফাক্ত না হয়। কিন্তু কুচবিহারের সমস্ত লোকের প্রতি এই আদেশ করা যায় যে, এতদ্রাজ্য হইতে যুদ্ধের সরঞ্জাম অর্থাৎ সোরা ও গন্ধক ও সীসা ও বারুদ ও গোলাগুলি ও ক্যাপ ও গ্যাক ও তোপ, বন্দুক প্রভৃতি হরকছমের যুদ্ধাস্ত্র ভোটান্তে কি ভুটীয়া লোকের নিকট কেহ বিক্রী না করে, কি কোন রকমে ভুটীয়া লোক ঐ সকল জিনিস এ রাজ্য হইতে লইতে না পারে, এ বিষয় সর্ব্বদা সতর্ক থাকে; এবং স্বাধীন পুলিশের সর্ব্ব বিষয় আমলা মোলাজেমানের উচিত যে, তাহারা সর্ব্বক্ষণ এবিষয়ে খোজ অনুসন্ধানে থাকে যে, প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রূপে স্বতঃ পরতঃ উপরের লিখিত ঐ সকল মালামাল কেহ ভোটান্তে বিক্রী কি চালান করিতে না পারে, করিলে তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তিকে পাকড়া করিয়া হুজুরে হাজির আনে; আর রাজ্য কুচবিহারের সর্ব্বসাধারণকে উল্লিখিত ইস্তাহারের দ্বারায় ইহাও জানান আবশ্যক যে, সদর মফঃস্বলের মোহাজেরাণের পাস যদ্যপি কোন রকমের বিক্রয় যুদ্ধের অস্ত্র ও বারুদ এবং সোরা, গন্ধক ও সীসা প্রভৃতি জিনিসাত কিছু থাকে, তবে তাহার এক এক তালিকা, এবং বিক্রীর মানস থাকিলে, তাহার মুল্যের এক এক ফর্দ্দ প্রস্তুত করিয়া, বিনা দহশতে হুজুরে দাখিল করে তজ্জন্য কোন ভয় জ্ঞান না করে। আর উপরের লিখিত মোনসায় এক কেতা ইস্তাহার অত্র আপীসের নাজিরের মারফতে মোনাদির দ্বারায় সহরের সর্ব্ব স্থানে প্রচার পায়, এবং অপর এক কেতা দেওয়ানের

সমীপে এতদাভিপ্রায়ে প্রেরিত হয় যে, তিনি তাহার এক এক প্রস্থ নকল দেওয়ায় ফৌজদারী অন্যান্য কাছারীর আহেলকারান ও কার্য্যকারকানের অবগত জন্য প্রেরণ করেন। আর ইস্তাহার মজ্কুরার দ্বিতীয় আর এক প্রস্থ নকল ফৌজদারী আহেলকারের নিকট এই হুকুমে পাঠান যায় যে, আহেলকার মজকুর ইস্তাহার মজকুরের সাত প্রস্থ নকল করাইয়া রীতিমত শোহরাতের সাত প্রচার জন্য সদর মফঃস্বলের প্রত্যেক পুলিশে পাঠায়। আর ইহাও ব্যক্ত করা যাইতেছে যে, যে কোন ব্যক্তি সদর মফঃস্বলে, কি প্রকাশ্য, কি অপ্রকাশ্য রূপে স্বতঃ পরতঃ এই প্রচারিত হুকুমের অন্যথাচরণ করিবেক, ভবিষ্যতে তাহার নেছবতে অতি কঠিন ও সঙ্গিন দণ্ড আমলে আসিবেক ইতি।*

---

২৪৯ নং, কেম্প কুচবিহার, তারিখ ১৬ই মার্চ্চ, ১৮৮০ সাল।

রাজসাহী এবং কুচবিহার বিভাগের কমিসনর, লর্ড এচ, ইউলিক ব্রাউন সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বরাবর।

ভারতবর্ষের অস্ত্র বিষয়ক আইন কুচবিহারে প্রয়োগ সম্বন্ধীয় অত্র আপীসের ১৮৮০ সালের ২৮এ জানুয়ারি তারিখের ২০৮ নং পত্রের বিস্তারে, এবং আমাদের অদ্যকার মৌখিক এবং লিখিত আলাপ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যে, ভুটান কুচবিহারের নিকটবর্ত্তী বিবেচনা করিয়া আপনার সহিত এই বিষয়ে সম্পূর্ণ ঐক্য হইলাম যে, অত্র রাজ্যের স্থানীয় অবস্থানুসারে বর্ত্তমান সময়ের অস্ত্র বিষয়ক আইনের যেরূপ পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন সেইরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া উক্ত আইন অত্র রাজ্যে সাধারণতঃ জারী করা নিতান্ত আবশ্যক। (বাস্তবিক এই কথা দুই কি তিন বৎসর পূর্ব্বে আপনাকে বলিয়াছি)।

---

* দ্রষ্টব্য।—এই নির্দ্ধারণের পর এই নির্দ্ধারণ পরিবর্ত্তন কিম্বা সংশোধনের জন্য ভিন্ন২ সময়ে নানা প্রকার উপদেশ প্রচারিত হয়। কমিসনর সাহেবের নিম্ন লিখিত পত্রে এবং তদনুসারে ডিপুটী কমিসনর সাহেব কর্ত্তৃক প্রচারিত ইস্তাহারে এই বিষয়ের বর্ত্তমান আইন লিপিবদ্ধ আছে।

২। আপনি এবং ব্রাডবেরি সাহেব জঙ্গলময় প্রদেশে বন্য জন্তুর উপদ্রব হইতে আত্ম ও শস্য রক্ষার নিমিত্ত প্রজাদিগকে এক বড়শা ব্যবহার করিতে দেওয়া উচিত বলিয়া যে বিবেচনা করিয়াছেন, সাধারণতঃ বলিতে হইলে আমি তাহাতে আপনাদের সহিত সম্পূর্ণ ঐক্য হইলাম এবং এই বড়শা ব্যবহারের নিমিত্ত এক বার মাত্র (মুদ্রিত কাগজের) দ্বারা আট আনা দিলেই চিরকালের জন্য পাস প্রদানের প্রস্তাব অনুমোদন করিলাম। কিন্তু সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে শিকার কিম্বা সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহার করিতে দেওয়া ভিন্ন, সাধারণতঃ ঐ অস্ত্র ব্যবহার করিতে দেওয়া আমার ইচ্ছা নহে, এবং সম্ভ্রান্ত লোকদিগকেও ঐ অস্ত্র অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিতে দেওয়া আমার ইচ্ছা।

৩। আপনার আপীসে রেজেষ্টরী বহি রাখিয়া অগ্নেয় অস্ত্র কিম্বা বড়শা ব্যবহারের নিমিত্ত যে পাস প্রদত্ত হইবে তাহার প্রত্যেকটি এই বহিতে লিখিতে হইবে, এবং এই বলিয়া নুটীশ দিতে হইবে যে, যদি এক অবধারিত তারিখের পর কোন ব্যক্তির অধিকারে পাস ব্যতীত অগ্নেয় অস্ত্র কিম্বা বড়শা পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি প্রথম অপরাধের নিমিত্ত অর্থদণ্ডের যোগ্য হইবে, এবং তাহার পরের অপরাধের নিমিত্ত অর্থদণ্ডের কিম্বা কারাদণ্ডের কিম্বা উভয় প্রকার দণ্ডের যোগ্য হইবে।

৪। আপনি যেরূপ প্রস্তাব করিয়াছেন, আগ্নেয় অস্ত্র ব্যবহারের জন্য কেবল বৎসরে বৎসরে পাস প্রদত্ত হইবে, এবং প্রত্যেক বৎসরের শেষ মাসে পর বৎসরের নিমিত্ত ২টাকা মুল্যের মুদ্রিত কাগজে নুতন পাস লইতে হইবে।

৫। আপনি সর্ব্বসাধারণকে জানাইবেন যে, যাহাদের অধিকারে আগ্নেয় অস্ত্র কিম্বা বড়শা আছে, তাহাদিগকে আগামী আপীসিয়েল বৎসরের নিমিত্ত পাসের জন্য অবিলম্বে প্রার্থনা করিতে হইবে।

ইস্তাহার নামা কাছারী, ডিপুটী কমিসনরী, রাজ্য কুচবিহার, সন ১৮৮০, ২৫এ মার্চ্চ।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানান যাইতেছে যে অস্ত্র বিষয়ক ১৮৭৮ সনের ১১ আইন শ্রীলশ্রীযুক্ত কমিসনর সাহেব বাহাদুরের ১৮৮০ সনের ১৬ই মার্চ্চ তারিখের লিখিত ২৪৯ নং পত্রের মঞ্জুরি মতে অত্র রাজ্যে প্রচলিত হইল। এইক্ষণে অস্ত্রাদি সম্বন্ধে ঐ আইনের বিধান মতে কার্য্য হইবে।

২। বন্দুকাদি আগ্নেয় অস্ত্রের পাসের নিমিত্ত এত কাল ৷৷০ আট আনা করিয়া ষ্ট্যাম্প লাগিত; এতদ্দ্বারা তাহা রহিত করা গেল। এই-ক্ষণ হইতে প্রত্যেক আগ্নেয় অস্ত্রের নিমিত্ত দুই টাকা হিসাবে ষ্ট্যাম্প দিতে হইবেক এবং প্রতি বৎসরের ৩১এ মার্চ্চের পূর্ব্বে ঐ প্রকার ষ্ট্যাম্প দিয়া পর বৎসরের নিমিত্ত নূতন পাস লইতে হইবে। যথা সময়ে নূতন পাস না লইলে বা বিনা পাসে বন্দুকাদি রাখিলে, যাহার নিকট বন্দুকাদি পাওয়া যাইবে, তাহার অর্থ দণ্ড হইবে ও ঐ বন্দুক সরকারে জব্দ করা যাইবে।

৩। এ বৎসরে সময় অতি অল্প বিধায় ৩০এ এপ্রিলের পূর্ব্বে সকলকেই ১৮৮১ সনের ৩১এ মার্চ্চ তারিখ পর্য্যন্তের নিমিত্ত নূতন পাস লওয়ার সময় দেওয়া গেল।

৪। জঙ্গল প্রদেশে আত্ম রক্ষণ বা শস্য রক্ষার নিমিত্ত প্রজা-দিগের যে ভেলী আছে তাহার জন্য আট আনা মূল্যের কাগজে দরখাস্ত করিলেই চিরকালের নিমিত্ত পাস দেওয়া যাইবে ঐ পাস বৎসর বৎসর পরিবর্ত্তন করিয়া আর নূতন পাস লইতে হইবে না।

বিংশতি অধ্যায়।—গুদাড়াঘাট এবং চৌকিদারী।

চৌকিদারী আইন (১৮৫৬ সালের ২০ আইন) এপর্য্যন্ত নিয়মিত রূপে জারী হয় নাই, কিন্তু এই আইনের বিধান অনুসারে কার্য্য হইতেছে। কমিসনর সাহেবের মঞ্জুরি ক্রমে কতকগুলি ধারা প্রচলিত করা ইচ্ছনীয় হইবে।

(দস্তখত) জি, টি, ডল্টন,

ডিপুটী কমিসনর।

৩৫৬২ নং, জলপাইগুড়ী, তারিখ ২৮এ নবেম্বর ১৮৭৩ সাল।

কুচবিহার বিভাগের কমিসনর সাহেবের পারসনেল আসিষ্টাণ্ট, বাবু দীননাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বরাবর।

অবগত করাইতেছি যে আপনি আপনার ১৮৭৩ সালের ১৮ই আগষ্ট তারিখের ১০২০এ নং পত্রের সহিত যে গুদাড়াঘাটের নিরীখ পাঠাইয়া ছিলেন তাহা কমিসনর সাহেব মনোনীত করিয়াছেন।

রাজ্য কুচবিহারের গুদারাঘাটের নিরীখ নামা।

প্রথম শ্রেণীর ঘাট।

নম্বর।	নিরীখের খোলাসা।	টাকা।	আনা।	পাই।
১	মনুষ্য	...	...	৩
২	মনুষ্য মায় বোঝাই কি বাজি	...	/০	৬
৩	পাল্‌কী মায় ৮ আট জন বেহারা ও সওয়ার সহ কি খালি...	...	৷০	...
৪	পাল্‌কী মায় ৬ ছয় জন বেহারা সওয়ার সহ কি খালি ...	...	৷৶০	...
৫	পাল্‌কী কি ডুলি মায় চারি জন বেহারা কি তাহার কম সওয়ার কি খালি	...	⁄০	...
৬	বগী মায় এক ঘোড়া সওয়ার সহ কি খালি। চাকর কি সহিস এক জন ঐ সামিল	...	৸০	...
৭	এক ঘোড়ার চারি চাকার গাড়ী স্প্রিংয়ের উপর মায় সওয়ার সহ কি খালি। সহিস কি চাকর এক জন ঐ সামিল...	১৲	৷০	...
৮	দুই ঘোড়ার চারি চাকার গাড়ী স্প্রিংয়ের উপর মায় সওয়ার কি খালি। সহিস কি চাকর দুই জন ঐ সামিল ...	২৲	৷০	...
৯	দুই বলদ কি এক ঘোড়ার গাড়ী বোঝাই কি খালি মায় গাড়োয়ান এক জন	...	।০	...
১০	গরু কি বলদ অথবা মহিষ মায় এক জন রক্ষক এক পাল ফি কুড়ি হিসাবে	...	৷০	...
১১	গরু কি বলদ কি মহিষ যদি কুড়িটার কম হয়, ফি রাস ...	...	...	৩
১২	গরু কি বলদ কি মহিষ যদি কুড়িটার কম মায় বোঝাই কি রাস	...	/০	...
১৩	ভেড়ী ছাগল কি ঐ প্রকারের পশু এক পাল কাত কুড়িটার হিসাবে মায় রক্ষক	...	।০	...
১৪	ভেড়ী কি ছাগল কি অন্য রকমের পশু যদি কুড়িটার কম হয়, তবে ফি রাস	...	...	৩
১৫	শূকর এক পালের কাত কুড়িটার হিসাবে মায় রক্ষক ...	...	৷০	...
১৬	শূকর যদি কুড়িটার কম হয় ফি রাস	...	...	৩
১৭	কুক্কুর প্রত্যেকটা	...	...	৩
১৮	ঘোড়া কিম্বা টাটু মায় সওয়ার কিম্বা বোঝাই কি খালি মায় চাকর এক জন	...	।০	...
১৯	গাধা কিম্বা খচ্চর মায় সওয়ার কিম্বা বোঝাই কি খালি মায় চাকর এক জন	...	⁄০	...

রাজ্য কুচবিহারের গুদাড়াঘাটের নিরীখ নামা।

দ্বিতীয় শ্রেণীর ঘাট।

নম্বর।	নিরীখের খোলাসা।	টাকা।	আনা।	গণ্ডা।
১	মনুষ্য	...	...	৬
২	মনুষ্য মায় বোঝাই কি বাস্কি	...	৴০	...
৩	পাল্‌কী মায় ৮ আট জন বেহারা সওয়ার সহ কি খালি ...	...	।০	...
৪	পাল্‌কী মায় ৬ ছয় জন বেহারা সওয়ার সহ কি খালি ...	...	৶০	...
৫	পাল্‌কী কি ডুলি মায় চারি জন বেহারা কি তাহার কম সওয়ার কি খালি	...	৴০	৬
৬	বগী মায় এক ঘোড়া সওয়ার সহ কি খালি। চাকর কি সহিস এক জন ঐ সামিল	...	।৶০	...
৭	এক ঘোড়ার চারি চাকার গাড়ী স্প্রিঙ্গের উপর মায় সওয়ার সহ কি খালি। সহিস কি চাকর এক জন ঐ সামিল...	...	৸০	...
৮	দুই ঘোড়ার চারি চাকার গাড়ী স্প্রিঙ্গের উপর মায় সওয়ার কি খালি। সহিস কি চাকর দুই জন ঐ সামিল ...	১	।০	...
৯	দুই বলদ কি এক ঘোড়ার গাড়ী বোঝাই কি খালি মায় গাড়োয়ান এক জন	...	৵০	...
১০	গরু কি বলদ অথবা মহিষ মায় একজন রক্ষক এক পাল ফি কুড়ি হিসাবে	...	।০	...
১১	গরু কি বলদ কি মহিষ যদি কুড়িটার কম হয় ফি রাস ...	...	...	৩
১২	গরু কি বলদ কি মহিষ যদি কুড়িটার কম মায় বোঝাই ফি রাস...	...		৬
১৩	ভেড়ী ছাগল কি ঐ প্রকারের পশু এক পাল কাত কুড়িটা হিসাবে মায় রক্ষক	...	৵০	...
১৪	ভেড়ী কি ছাগল কি অন্য রকমের পশু যদি কুড়িটার কম হয়, তবে ফি রাস	...	...	২
১৫	শূকর এক পালের কাত কুড়িটার হিসাবে মায় রক্ষক ...	...	।০	...
১৬	শূকর যদি কুড়িটার কম হয় ফি রাস	...	...	৩
১৭	কুক্কুর প্রত্যেকটা	...	...	৩
১৮	ঘোড়া কিম্বা টাটু মায় সওয়ার কিম্বা বোঝাই কি খালি মায় চাকর এক জন	...	৵০	...
১৯	গাধা কিম্বা খচ্চর মায় সওয়ার কিম্বা বোঝাই কি খালি মায় চাকর এক জন	...	৴০	...

রাজ্য কুচবিহারের গুদাড়াঘাটের নিরীখ নামা।

তৃতীয় শ্রেণীর ঘাট।

নম্বর।	নিরীখের খোলাসা।	টাকা।	আনা।	গণ্ডা।
১	মনুষ্য	...	...	৩
২	মনুষ্য মায় বোঝাই কি বাজি	...	...	৬
৩	পালকী মায় ৮ আট জন বেহারা সওয়ার সহ কি খালি ...	...	৵০	...
৪	পালকী মায় ৬ ছয় জন বেহারা সওয়ার সহ কি খালি ...	...	/০	৬
৫	পালকী কি ডুলি মায় চারি জন বেহারা কি তাহার কম সওয়ার কি খালি	...	...	৯
৬	বগী মায় এক ঘোড়া সওয়ার কি খালি। চাকর কি সহিস এক জন ঐ সামিল	...	⅃০	...
৭	এক ঘোড়ার চারি চাকার গাড়ী স্প্রিঙ্গের উপর মায় সওয়ার সহ কি খালি। সহিস কি চাকর এক জন ঐ সামিল	...	।৵	...
৮	দুই ঘোড়ার চারি চাকার গাড়ী স্প্রিঙ্গের উপর মায় সওয়ার কি খালি। সহিস কি চাকর দুই জন ঐ সামিল ...	...	॥৵০	...
৯	দুই বলদ কি এক ঘোড়ার গাড়ী বোঝাই কি খালি মায় গাড়োয়ান এক জন	...	/০	...
১০	গরু কি বলদ অথবা মহিষ মায় এক জন রক্ষক এক পাল ফি কুড়ি হিসাবে...	...	৵০	...
১১	গরু কি বলদ কি মহিষ যদি কুড়ি টার কম হয় ফি রাস ...	...	...	১॥
১২	গরু কি বলদ কি মহিষ যদি কুড়িটার কম মায় বোঝাই ফি রাস...	...	...	৩
১৩	ভেড়ী ছাগল কি ঐ প্রকারের পশু এক পাল কাত কুড়িটার হিসাবে মায় রক্ষক	...	/০	...
১৪	ভেড়ী কি ছাগল কি অন্য রকমের পশু যদি কুড়িটার কম হয়, তবে ফি রাস	...	...	১
১৫	শূকর এক পালের কাত কুড়িটা হিসাবে মায় রক্ষক ...	...	৵০	...
১৬	শূকর যদি কুড়িটার কম হয় ফি রাস	...	...	১॥
১৭	কুক্কুর প্রত্যেকটা	...	...	১॥
১৮	ঘোড়া কিম্বা টাটু মায় সওয়ার কিম্বা বোঝাই কি খালি মায় চাকর এক জন	...	/০	...
১৯	গাধা কিম্বা খচ্চর মায় সওয়ার কিম্বা বোঝাই কি খালি মায় চাকর এক জন	...	...	৬

সাধারণ।

একবিংশতি অধ্যায়।

শ্রীলশ্রীযুত কর্ণেল জে. সি. হটন, কমিসনর সাহেব বাহাদুর, রাজ্য কুচবিহার, সন ১৮৬৪ ইং, ২৫এ মে। মোং সন ১২৭১ সন, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ।

যেহেতু বিনামীতে বন্দোবস্ত হওয়াতে প্রতারণা বশতঃ ও ছলতায় রাজ সরকারের সমূহ লোকসানের সম্ভাবনা, অতএব আয়েন্দায় এরূপ প্রথা চলন থাকা সর্ব্ব প্রকারে অনুচিত বিবেচনায় হুকুম হইল যে, এক কেতা আম ইস্তাহার এই হুকুমে জারী পায় যে, প্রথমতঃ সরকারী মহাল ও মাল কাছারী ও খানগী ও দেবত্র ও হাট, ঘাট, গয়রহ বিনামী বন্দোবস্ত হওয়া রহিত হয়। যখন সরকারের কোন চাকরবর্গের সাহায্য ও মদদে এই রকমের বন্দোবস্ত হয়, তবে ঐ চাকর সর্ব্ব প্রকারে দণ্ডনীয় হইবেক ও বন্দোবস্ত রদ ও রহিত হইবেক। কিন্তু নূতন বন্দোবস্ত করনে যে কেহ বিনামী বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে, হাল বন্দোবস্তে যদ্যপি ঐ মহালে কোন রকমে লোকসানি হয়, তবে তাহার যে কিছু জবাব দেহি তাহার করিতে হইবেক এবং ঐ সময়ের যে বাকী তাহাও উহার নিকট আদায় হইবেক ইতি।

ইস্তাহার নামা কাছারী কমিসনরী, মোতালকে নিজবেহার, সন ১৮৬৪ ইং, ২৫এ মে। মোতাবেক সন ১২৭১ তারিখ, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ।

যেহেতু মাল মাহাতের আক্‌ছের কাগজ পত্র দৃষ্টে প্রায়শঃ লোকেই বিনামীতে ইজারা ও দরইজারা ও জোতাদি বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া

ও তদ্‌সূত্রে হাওয়াই এক নাম ইজারদার ও জোতদার স্থলে লিখিত হওয়া জানা যায়, ইহাতে প্রতারণা ও ছলনা করিলে রাজ সরকারের সম্যকরূপে লোকসান হওয়া সম্ভাবনা, অতএব বিনামী পত্তনের নিয়ম রহিত করা উচিত বোধ হইয়া, অদ্যকার রোবকারীর মর্ম্মানুযায়ী সর্ব্ব সাধারণ লোকের ও রাজসরকারের কার্য্যকারকান ও আমলা মোলাজেমান প্রভৃতির জ্ঞাতার্থে এই ইস্তাহার দ্বারা হুকুম দেওয়া যাইতেছে যে, অদ্যকার তারিখের পর হইতেই বিনামী বন্দোবস্তের নিয়ম এক কালীন রহিত হয়। মাল ও খানগী ও দেবত্র গং ভুক্ত মহালাত ও হাট, ঘাট ও সরকারী বিনামী ইজারা মহাল ইত্যাদি কোন রকমের মহালাত আর বিনামীতে পত্তন ও বন্দোবস্ত হইতে পারিবেক না। যদ্যপি এই ইস্তাহারের হুকুম প্রচারের পর প্রতারণা কি ছলতা রূপে কেহ বিনামীতে পত্তন হয় ও কার্য্যকারকগণ পত্তন করে, তবে ঐ বন্দোবস্ত রহিত ও যাহার সাহায্য মদদে তদ্রূপ হয় সে দণ্ডনীয় হইবেক, এবং হাল বন্দোবস্তে ঐ মহালে কোন রকমে সরকারের লোকসান হইলে তাহার দায়ী পত্তন কোলেন্দা হইবেক ও উক্ত সময়ের বাকী তাহার পাস আদায় করা যাইবেক। আর এই ইস্তাহার মাল কাছারীতে প্রেরণ করা যায়। শ্রীযুত দেওয়ান মহাশয়ের কর্ত্তব্য যে ইহার একৈক খণ্ড নকল হরেক অপীসের কার্য্যকারক ও আমলা মোলাজেমানের জ্ঞাতার্থে আপীসে আপীসে ও তহশীল কাছারী আদিতে প্রেরণ করিয়া হুজুরে এত্তেলা দেন, ইতি।

গভর্ণমেণ্টের ঘোষণা পত্র প্রচারিত কমিসনরী, কুচবিহার, সন ১৮৬৫ ইং, ২৪এ জুন। মোং সন ১২৭২, ১০ই আষাঢ়।

নারাণী টাকার জরব ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ স্থগিত করায় ঐ টাকা এইক্ষণ পুরাণ হইয়াছে, এবং বাণিজ্য ব্যবসায়ের জন্যও প্রচুর নহে, আর যদৃবস্থায় ঐ টাকা গভর্ণমেণ্টের এলাকায় অথচ নিকটবর্ত্তী রঙ্গপুর জেলাতেও চলে না সুতরাং

তদ্দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বাণিজ্য ব্যবসা সম্বন্ধে বিঘ্ন জন্মে, যেহেতু নূতন নারাণী টাকা যখন আর জরব হইতে পারে না তদ্‌বস্থায় এই সকল অপচয়ের প্রতিকার করণার্থ নিম্নের লিখিত হুকুম প্রচার করা গেল।

১। যে সকল ব্যক্তি রাজার দেনা রাখে তাহারা ঐ টাকা নারাণী টাকায় ঋণ হওয়াতে তাহা পূরা ওজন ও উত্তম চান্দির নারাণী টাকা অথবা শতকরা ৬৮ টাকা হিসাবে গভর্ণমেণ্টের টাকা খাজানা খানায় দাখিল করিতে হইবে।

২। যে সকল ব্যক্তি রাজা অথবা অন্য কাহার দেনা রাখে ঐ দেনা ৩৫৭ শকার প্রথম দিবস হইতে শত করা ৬৮ টাকার হিসাবে গভর্ণমেণ্টের টাকা দ্বারায় পরিশোধ করা উহাদের পক্ষে বিধিসিদ্ধ হইবেক এবং যে কোন ব্যক্তিরা তাহার পাওনার জন্য গভর্ণমেণ্টের টাকা যাচিঞা করিবে তাহাদিগকে উপরোক্ত বাট্টানুসারে লইতে হইবে।

৩। ৩৫৭ শকার প্রথম দিবস হইতে রাজার সকল রকমের পাওনিক উক্ত নিয়মে অর্থাৎ শত করা ৬৮ টাকা হিসাবে গভর্ণমেণ্টের টাকা রাজাকে দিতে হইবে আর যদিও পাওয়ানা টাকার পরিশোধার্থে নারাণী টাকা লওয়া যাইবেক না ও সকল হিসাবে গভর্ণমেণ্টের টাকা সুরত রাখা যাইবেক কিন্তু খাজানাখানায় উত্তম নারাণী টাকা [illegible]ন দ্বারায় গভর্ণমেণ্টের টাকার সহিত বদলাই হইবে।

কমিসনর সাহেবের ১৮৭০ সালের ২রা মে তারিখের ১০৮৯ নং পত্রের লিখিত আদেশানুসারে দেওয়ান কর্ত্তৃক ১৮৭০ সালের ৭ই মে তারিখের প্রচারিত রোবকারী হইতে উদ্ধৃত।

মহাল মাল ও দেবত্রর অন্তর্গত মাল ও সায়রাত যাহার ১২৭৬ সনের শেষ হইতে মেয়াদাতীত হইয়াছে তাহা এবং রাজ অন্দরের শ্রীশ্রীমহারাণীত্রয়া ও অন্যান্য আইগণের পেটভাতা ও মোকররী ও লাখেরাজ যাহা খাস হইয়াছে ঐ বাজেয়াপ্তি মহাল বর্ত্তমান সনে

বন্দোবস্ত সম্বন্ধে এপক্ষ গত ১৯এ এপ্রিল তারিখের ২৬ নম্বরী যে ইংরাজী চিটী শ্রীযুত ডিপুটী কমিসনর সাহেব বাহাদুরের হুজুরে প্রেরণ করেন, তৎসম্বন্ধে প্রশংসিত শ্রীযুত ২৭এ এপ্রিলের লিখিত ৩৮৯ নম্বরী চিটী, শ্রীলশ্রীযুত কমিসনর সাহেব বাহাদুরের হুজুরে প্রেরণ করনে, প্রশংসিত শ্রীলশ্রীযুক্ত তাঁহার ২রা মে তারিখের ১০৮৯ নম্বরী চিটী দ্বারা এই আদেশ করিয়াছেন যে, মেয়াদ গত ইজারা মহাল পূর্ব্ব নিয়মে এক বৎসর মিয়াদে গুজস্তা জমায় সাবেক ওয়ালাদিগকে লিখিয়া দিয়া সায়রাত মহাল ৫ সনা মেয়াদে ও বাজেয়াপ্তি পেটভাতা, লাখেরাজ ও মোকররী এক বৎসর মেয়াদে নিলামে ডাক বন্দোবস্ত হইবেক, আর ঐ পেটভাতা ও মোকররী ও লাখেরাজ সংসৃষ্ট মহারাণী ও আইগণ অথবা তাঁহাদের কারপরদাজ কেহকে কোন পাট্টাদি দলিল দিয়া থাকিলে তদ্দ্বারা সরকার কি কেহই বাধ্য হইবেক না।

প্রকাশ থাকে যে, ঐ পেটভাতা ও মোকররী ও লাখেরাজ ভূমি সংসৃষ্ট শ্রীশ্রীমহারাণীত্রয়া ও অন্যান্য আইগণ অথবা তাঁহাদের কারপরদাজান কেহ পাট্টাদি কোন প্রকারের কোন দলিল কেহকে দিয়া থাকিলে, কি কোন প্রকারে অঙ্গীকার বদ্ধ হইলে ঐ ভূমি সরকারে বাজেয়াপ্ত হওয়া কারণে এবং প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ শ্রীলশ্রীযুত কমিসনর সাহেব বাহাদুরের এই সম্বন্ধে বিশেষ রূপ নিশ্চিত আদেশ হওয়া প্রযুক্ত তদ্দ্বারাতে সরকার কি অন্য কেহ কোন প্রকারে বদ্ধ হইবে না।

৩৩৫সি নং, জলপাইগুড়ী, তারিখ ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৭১ সাল।

কুচবিহার বিভাগের কমিসনর, কর্ণেল জে. সি. হটন, সি. এস্, আই সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বরাবর।

আপনার ২২এ সেপ্টেম্বর তারিখের ৬২৮ নং পত্রের উত্তরে, আমার আদেশ যে, বৈরাগী কিম্বা বেশ্যাদের লাওয়ারিসী সম্পত্তি কিম্বা যে

সম্পত্তির সম্বন্ধে কোন উইল হয় নাই, সেই সম্পত্তির জন্য যে প্রকার মোকদ্দমার উল্লেখ করিয়াছেন, দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক ঐ প্রকার মোকদ্দমা গৃহীত না হয়, তজ্জন্য দেওয়ানী আদালতের প্রতি একটি সাধারণ নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করিবেন। ধর্ম্মনারায়ণ দাস তাহার ১২৬৯ সালের ২৩এ পৌষ তারিখের দরখাস্তে স্বীকার করিয়াছিল যে, ভাবুক মহালের ইজারা ব্যতীত সে কুচবিহারে কোন কর আদায় করিতে স্বত্ববান নহে এবং বলিয়াছিল যে, সে এই ইজারা অন্যান্য স্থানে প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমি তাহাকে ইজারা দিতে অস্বীকার করিয়াছিলাম সুতরাং তাহার নিজের স্বীকার উক্তি অনুসারে তাহার কোন স্বত্ব থাকিতে পারে না। সে কুচবিহার নিবাসীও নহে।

২। যাহা হউক ইহা স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, অন্যান্য ব্যক্তি তাহাদের জীবন সময়ে আপন সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার জন্য যে প্রকার স্বাধীন, বেশ্যা এবং বৈরাগীগণ তাহাদের জীবন সময়ে আপন সম্পত্তি হস্তান্তর করিবার জন্য সেই প্রকার স্বাধীন, এবং বৈরাগী এবং বেশ্যা উভয়ের সম্বন্ধেই যদি প্রকাশ পায় যে, তাহারা যেরূপ সর্ব্বদা পোষ্য সন্তান গ্রহণ করিয়া থাকে, সেই রূপ পোষ্য গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইলে এই সন্তানদের সানুকুলে সরকারের দাবী ত্যাগ করা আমার ইচ্ছা। আপনি লক্ষ্য করিবেন যে বেশ্যাদিগকে কার্য্যতঃ অনেক দিন হইতে কন্যা সন্তান পোষ্য গ্রহণ করিবার জন্য নিষেধ করা হইয়াছে। আসল কাগজ এতৎসহ ফেরত পাঠান হইল।

---

১৪৬ নং, কুচবিহার, তারিখ ২৭এ মার্চ্চ ১৮৭২ সাল।

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর, টি, স্মিথ সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহার বিভাগের কমিসনর সাহেবের বরাবর।

দেওয়ান এবং আহেলকারগণের সহিত পরামর্শ করিয়া আপনার ২২এ তারিখের ৯৫৪ নং পত্র সম্বন্ধে, নিম্ন লিখিত রিপোর্ট করিতেছি।

২। * * * * আমাদের আরও ইচ্ছা যে ফৌজদারী মোকদ্দমায় উকীল এবং মোক্তারের সাহায্য অভিযোক্তাকে না দিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দেওয়া হয়, কেননা অভিযোগ নিয়তই মুখে মুখে গৃহীত হয়, এবং আমাদের বিশ্বাস যে, গভর্ণমেণ্ট প্রদেশে অভিযোক্তা-দিগকে উকীল এবং মোক্তার দেওয়া হয় না। এই বিষয়ে আমার এবং ফৌজদারী আহেলকারের সহিত অনৈক্য হইয়া ফৌজদারী মোকদ্দমায় উভয় পক্ষকে উকীল এবং মোক্তারের সাহায্য দিবার অনুকূলে দেওয়ান মত প্রকাশ করেন। এখানে যে অতিরিক্ত উকীল এবং মোক্তার আছে তাহাদের দ্বারা মহকুমার অভাব মোচন হইতে পারিবে বলিয়া, নূতন উকীল কিম্বা মোক্তার নিযুক্ত করা সম্বন্ধে আমরা প্রার্থনা করি না।

৩। * * * * মহকুমার কর্ম্মচারীদিগের প্রতি ভিন্ন২ বিভাগের যে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিবার জন্য প্রস্তাব করি, তাহা সঙ্গীয় ষ্টেটমেণ্টে লিখিত হইল।

মহকুমার নূতন কর্ম্মচারীগণের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পণের প্রস্তাব হইল।

রেভিনিউ।

২।—দরখাস্ত	দরখাস্ত গ্রহণ করিবেন এবং তদন্ত করিয়া মঞ্জুরির জন্য রিপোর্ট করিবেন।
৩।—খারিজ দাখিল	দরখাস্ত গ্রহণ করিবেন এবং তদন্ত করিয়া মঞ্জুরি জন্য রিপোর্ট করিবেন।

জুডিস্যাল।

১।—খাজানা সম্বন্ধীয় মোকদ্দমা এবং দরখাস্ত।	গভর্ণমেণ্ট প্রদেশের ডিপুটী কালেক্টরের ক্ষমতার ন্যায় মাল কাছারীর আসিষ্টাণ্টের ক্ষমতা পরিচালনা করিবেন।
২।—(সরকারী রাজস্ব বাকীর নিলাম রহিতের প্রার্থনা দেওয়ান কর্তৃক শ্রুত হইবে)। তদ্ব্যতীত সরকারী রাজস্ব আদায় সংস্পৃষ্ট মোতফরকা দরখাস্ত।	এই প্রকার মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন। নিষ্পত্তির হুকুমের বিরুদ্ধে অপীল মাল কাছারীতে হইবে।

দেওয়ানী বিচার।

৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর ছোট আদালতের মোকদ্দমা এবং ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর অন্যান্য প্রকারের মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

ছোট আদালতের ১০০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দমার এবং অন্যান্য প্রকারের ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দমার আপীল দেওয়ানী আহেলকার কর্ত্তৃক শ্রুত হইবে। ইহার অতিরিক্ত দাবীর মোকদ্দমার আপীল ডিপুটী কমিসনর সাহেব কর্ত্তৃক শ্রুত হইবে।

ফৌজদারী বিচার।

নালীশ গ্রহণ করিবেন এবং প্রথম ে[illegible]র সুবরডিনেট মাজিষ্টরের [illegible]ীয় মোকদ্দমার বিচার করিবে[illegible] বাবু কৃষ্ণলাল দাসের সেসনে অর্পণ করিবার যে ক্ষমতা আছে তাহা থাকিবে।)

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বরাবর কমিসনর সাহেবের ১৮৭২ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখের ৬৩৪ নং পত্র হইতে উদ্ধৃত।

আপনার বিগত মাসের ২৭এ তারিখের ১৪৬ নং পত্রের উত্তরে বক্তব্য যে, আপনার পত্রে যে সমস্ত প্রস্তাব আছে তাহা আমি সাধারণতঃ মনোনীত করিলাম, এবং ফৌজদারী মোকদ্দমায় অভিযোক্তাদিগকে উকীল কিম্বা মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নহে বলিয়া আপনার সহিত ঐক্য হইলাম।

২। সবডিবিজানের কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক যে সমস্ত কার্য্য পরিচালনা হইবার প্রস্তাব হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমি অনুমান করি যে, তাহারা সরকারী রাজস্ব মাফ কিম্বা কমি দিবে এরূপ উদ্দেশ্য নহে। আমি আরও বিবেচনা করি যে, একটি জোত কি পরিমাণে অংশাংশ হইতে পারে এই বিষয় বিবেচনার যোগ্য। বোধ হয় জমার একরূপ একটি ন্যূন পরিমাণ অবধারণ করা বাঞ্ছনীয় প্রকাশ পাইবে, যে পরিমাণের কম জমার করপ্রদ মহাল তৌজিতে লেখা উচিত নহে।

* * * * * *

৫। আমার বিবেচনায় মহকুমার কর্ম্মচারীগণের ফৌজদারীর কার্য্যবিধির ২১ এবং ২২ পরিচ্ছেদ অনুসারে ক্ষমতা পরিচালনা করা উচিত নহে।

২৮৬৫ নং, জলপাইগুড়ী, তারিখ ৮ই নবেম্বর ১৮৭২ সাল।

কুচবিহার বিভাগের কমিসনর, কর্ণেল জে, সি, হটম, সি, এস্, আই সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বরাবর।

কুচবিহার রাজ্যের স্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত অনিষ্টকারক একটি প্রথা আমার গোচর হইয়াছে; এইটি জোত এবং ইজারা ইত্যাদি স্ত্রীলোকদের নামে অধিকার করার প্রথা। ইদানিন্তন এই প্রকারের অনেক দৃষ্টান্ত আমার জ্ঞান গোচর হইয়াছে। পেস্কার এবং একজন আসিষ্টাণ্ট নাজির, গভর্ণমেণ্টের বিক্রয়ে তাহাদের স্ত্রীর নামে ভুমি ক্রয় করার নিমিত্ত কর্ম্মচ্যুত হইয়াছে। অদ্য শিবপ্রসাদ নামক এক ব্যক্তির স্ত্রীর মোকদ্দমা আপীলে শ্রুত হইল। ইহা প্রকাশ পাইতেছে যে, এই শিবপ্রসাদ, যে বক্তি ৩,০০০ টাকা পরিমাণ দায়ী ছিল, এবং যে টাকা আদায়ের অযোগ্য হইয়াছে, ভুতপূর্ব্ব তহশীলদার গোলাম হোসেনের যোগাযোগে, উক্ত গোলাম হোসেনের নিকট হইতে আপন স্ত্রীর নামে একটি জোত লইয়াছিল, এবং পুনরায় ১,২০০ টাকা

পরিমাণ দায়ী হইয়াছে, কিন্তু এই প্রকারের দেনার নিমিত্ত তাহার সম্পত্তি ক্রোক করা যাইতে পারে না বলিয়া, আদায়ের অত্যন্ত সামান্য সম্ভাবনা আছে।

২। আমার আদেশ যে এই আপীসের স্পষ্ট অনুমতি ব্যতিরেকে স্ত্রীলোক কিম্বা নাবালকগণকে ভূমি কিম্বা জলকর পত্তন কিম্বা বিক্রয় এবং সর্ব্ব প্রকার ইজারা নিষিদ্ধ বলিয়া, কুচবিহার রাজ্যের সকল কর্ম্মচারীর প্রতি একটি আদেশ প্রচারিত হয়।

২৯৯৯ নং, জলপাইগুড়ী, তারিখ ২১এ নবেম্বর ১৮৭২ সাল।

কুচবিহার বিভাগের কমিসনর, কর্ণেল জে, সি, হটন, সি, এস্, আই সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বরাবর।

আপনার ১৬ই তারিখের যে ৬৬৩ নং পৃষ্টলিপির যোগে দে... য়ানের পত্র প্রেরণ করিয়াছেন, উক্ত পৃষ্টলিপির উত্তরে আ...র বক্তব্য যে, আমার আদেশ প্রচারের তারিখের পূর্ব্বে যে সমস্ত ...য় কিম্বা পত্তন হইয়াছে, সেই সমস্ত হস্তান্তর ম্যাদি ইজারা কিম্বা প...ন না হইলে আমার আদেশ তাহাদের প্রতি প্রয়োগ হইতে পারে না। এই প্রকারের পত্তনের কিম্বা ইজারার ম্যাদ শেষ হইলে নিষিদ্ধ পক্ষগণকে পুনরায় দেওয়া হইবে না।

২। প্রকাশ্যে কিম্বা অপ্রকাশ্যে বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে কুচবিহারে স্ত্রীলোকদিগকে কোন ভূমি বিক্রয় করিলে কিম্বা ইজারা দিলে তাহা আদালত কর্ত্তৃক গ্রাহ্য হইবে না। পূর্ব্বে যেরূপ ইঙ্গিত করিয়াছি ইহার কারণ এই যে, এই প্রথা দ্বারা অনেক অপচার হইয়াছে এবং যে সকল ব্যক্তিকে দায়ী করা যাইতে পারে না সেই সকল ব্যক্তির নাম করিয়া অনেক বর্ণের লোক শঠতা রূপে কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছে।

১৫১৩ নং, তারিখ ৬ই মে ১৮৭৩ সাল।

কুচবিহার বিভাগের কমিসনর সাহেবের পারসনেল আসিষ্টাণ্ট, বাবু দীননাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে—

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের বরাবর।

বিগত মাসের ৮ই তারিখের ২১০ নং পত্রের উত্তরে, ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় প্রমাণ বিষয়ক ১ আইন কুচবিহারে প্রচলিতের জন্য কমিসনর সাহেবের মঞ্জুরি প্রদান করিতেছেন।

---

৯৯ নং সারকিউলার, কলিকাতা, তারিখ ২১এ আগস্ট ১৮৭৩ সাল।

বেঙ্গল গভর্ণমেণ্টের জুডিস্যাল বিভাগের একটীং সেক্রেটরী, এ, মেকেনজি সাহেবের নিকট হইতে—

কুচবিহারের কমিসনর সাহেবের বরাবর।

জুডিস্যাল।

নিলাম বিক্রয়ের কার্য্য প্রণালী সংসৃষ্ট কতকগুলি দূষণীয় বৃত্তান্তের প্রতি ইদানিন্তন লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণরের মনোনিবেশ হইয়াছিল। এই কার্য্য প্রণালীতে এক জজের আদালতের সেরেস্তাদার লিপ্ত ছিল অনুমিত হয়। মহামান্য লেফ্‌টেনেণ্ট গভর্ণর হাইকোর্টের মহামান্য বিচারক গণের সহিত পরামর্শ করিয়া এক্ষণে এই আদেশ দিতেছেন যে, ভূত পূর্ব্ব সদর কোর্টের পার্শ্বের লিখিত সারকিউলারের আদেশ সমূহের প্রতি সকল আমলাগণের মনোনিবেশ করিতে হইবে। এই আদেশ সমূহ এপর্য্যন্ত জারী আছে, এবং এই অনুসারে আমলাগণকে তাহাদের যে ভূসম্পত্তি আছে এবং যাহা তাহারা নূতন প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয় তাহাদের উপরিস্থ কর্ম্মচারীগণকে অবগত করাইতে হইবে। সকল আমলাকে দৃঢ়তর বাক্যে এই বলিয়া সতর্ক করিতে হইবে যে, তাহারা যে কাছারী ভুক্ত ঐ কাছারীতে কিম্বা ঐ কাছারীর অধীন কোন কাছারীতে ডিক্রী জারী ক্রমে যে সম্পত্তি ক্রোক হয় কিম্বা যে

১৮৩৫ সালের ২৭এ ফিব্রুয়ারি তারিখের ১৬৩ নং।
১৮৩৫ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখের ১৬৬ নং।
১৮৩৫ সালের ৩রা জুলাই তারিখের ১৭০ নং।

সম্পত্তির জন্য বিরোধ হয় ঐ সম্পত্তি বিক্রয়ে খরিদ করিবার জন্য কিম্বা ঐ বিক্রয়ে কোন অংশ গ্রহণ করিবার জন্য কিম্বা ঐ বিক্রয়ের কোন প্রকার সংশ্রবে থাকিবার জন্য তাহাদিগকে একবারেই নিষেধ করা হইল। এই নিয়ম প্রতিপালনে শৈথিল্য প্রকাশ পাইলে দৃষ্টান্ত যোগ্য দণ্ড হইবে।

---

৭৫ নং সারকিউলার, জলপাইগুড়ী, তারিখ ২রা সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ সাল।

কমিসনর সাহেবের পারসনেল আসিষ্টাণ্ট, বাবু দীননাথ মুখোপাধ্যায়ের মেমো।

এই রূপ আচরণের নিমিত্ত কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর সাহেবের নিকট নকল প্রেরিত হইল।

---

৫৯০ নং, কুচবিহার, তারিখ ৯ই এপ্রিল ১৮৭৩ সাল।

কুচবিহারের ডিপুটী কমিসনর, টি, স্মিথ সাহেবের মেমো।

অবগতি এবং মতাচরণের নিমিত্ত দেওয়ানের নিকট নকল প্রেরিত হইল।

দ্বাবিংশতি অধ্যায়।

অলিখিত আইন সমূহ।

১। সুদের উচ্চ গ্রাহ্য নিরীখ মাসিক শতকরা ১॥/০ আনা।* কোন আদালতই এই নিরীখের অতিরিক্ত হারে সুদ দিবার আদেশ দিতে পারেন না।

২। উত্তমর্ণ নালীশের দ্বারা যে সুদ আদায় করিতে পারে তাহার পরিমাণ কখনই উত্তমর্ণ প্রথমতঃ আসল যে টাকা কর্জ্জ দেয় তাহার পরিমাণের অতিরিক্ত হইতে পারে না।

৩। যে পর্য্যন্ত আসলের কোন অংশ বাকী থাকে সে পর্য্যন্ত অধমর্ণ যে টাকা প্রদান করে তাহা সুদে ওয়াশীল লইতে পারা যায় না।†

৪। মাল আদালতে কেবল সুদের জন্য কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারে না।

---

* দ্রষ্টব্য।—উক্ত গ্রাহ্য নিরীখ অপেক্ষা উচ্চ নিরীখে সুদ দিবার চুক্তি আইনতঃ বাধ্যকর নহে। যে স্থলে লিখিত চুক্তি নাই, সে স্থলে সুদ দেওয়ার সম্বন্ধে ডিপুটী কমিসনর সাহেবের আদালত ইদানিন্তন বঙ্গদেশের প্রচলিত নিয়মের অনুকরণ করিয়াছেন, এবং শতকরা ১২ টাকাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ নিরীখ দিবার আদেশ দিয়াছেন।

† এইটি অত্যন্ত এবং নাইরিক্ত অযৌক্তিক নিয়ম প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু অদ্যাপি ইহা প্রচলিত আছে। তার চাঁদ দাস বনাম বিষ্ণুপ্রসাদ নামের ১৮৮০ সালের ২নং দেওয়ানী আপীলের মোকদ্দমায় ডিপুটি কমিসনর সাহেবের আদালতের নিষ্পত্তিতে এই নিয়মের অন্যথা হইয়াছে।